JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৩৩৮.৪৪-০৯২২.৪"২৮"

Book No ৪২৩১
ক (OR)

INDUSTRIAL S
& REVIVAL IN

উনবিংশ বর্ষ ..... [বৈশাখ, ১৩৩৮] প্রথম উপন্যাস .....

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

১৬০ নং উপন্যাস

দস্যুরাজ্যের লাট

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

'লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে

শ্রীবিনয়ভূষণ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

JADAVPUR UNIVERSITY
Acc No. GN 36105
Date 18.11.05
LIBRARY KOLKATA-32
OR

দস্যুরাজ্যের লাট

প্রথম কল্প

জুজু বুড়োর কথা

নরহত্যার অপরাধে দস্যুদল-নায়ক মাকড়সার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; ফাঁসির আসামীকে কারাগারের একটি স্বতন্ত্র কক্ষে আটক করিয়া রাখা হয়, প্রাণদণ্ডের সময় সেই কক্ষ হইতে তাহাকে বধমঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়। সাধারণ কয়েদীদের সেই কক্ষে থাকিতে দেওয়া হয় না। মাকড়সা পেণ্টন-ভিল কারাগারের এইরূপ একটি কক্ষে আবদ্ধ ছিল! তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সকলেই ইহা জানিত; কারণ আর বার ঘণ্টা পরে তাহার প্রাণদণ্ডের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরদিন আটটার সময় তাহাকে বধমঞ্চে উঠিয়া ফাঁসে ঝুলিতে হইবে। তাহার মৃত্যুতে ইয়ুরোপ একটা মহা পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। মানব-সমাজের এরূপ মহাশত্রু সমগ্র পৃথিবীতে বিরল। তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া সকল শ্রেণীর লোক আশ্বস্ত হইয়াছিল। 'মাকড়সার মোড়লী' পাঠে পাঠক পাঠিকাগণ তাহার পৈশাচিকতার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন।

কারাগারের যে কয়েকজন ওয়ার্ডার দিবারাত্রি তাহার পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের কর্ত্তব্য দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা তৎপূর্ব্বে অনেক ফাঁসির আসামীর পাহারার ভার পাইয়াছিল; সেই সকল আসামীর সহিত ব্যবহারে তাহারা তাহাদের কোন না কোন সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছিল;

নরহন্তা হইলেও তাহাদের হৃদয়ে মানব-সুলভ সুকোমল বৃত্তির সম্পূর্ণরূপ অভাব ছিল না ; কিন্তু তাহারা মাকড়সার সেরূপ কোন বৃত্তির পরিচয় পায় নাই ; সে মানুষ কি পিশাচ তাহা তাহারা বুঝিতে পারিত না। সে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করা অপমানজনক মনে করিত, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত, কদর্য্য ভাষায় গালি দিত, অথবা সে যে সকল অপকার্য্য করিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া সেজন্য আত্মশ্লাঘা করিত ! (boast of the crimes he had committed,) তাহার অন্তিম কাল ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইত না, সে জন্য তাহাকে কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই। বরং সে এরূপ ভাব প্রকাশ করিত যেন সে তাহার প্রাণদণ্ডের সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং সেই সময় সে এমন কোন অদ্ভুত কাণ্ড করিবে—যাহাতে সকল লোক তাহার অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইবে। সকলকে একবাক্য স্বীকার করিতে হইবে তাহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।

সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহার ঘরের লোহার খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিত ! তাহার এক কান হইতে অন্য কান পর্য্যন্ত এবং চিবুক হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত লাল উল্‌কি দিয়া একটি বৃহৎ মাকড়সার চিত্র অঙ্কিত ছিল। ইহাতে তাহার মুখ অধিকতর কদাকার ও ভীষণ দেখাইতেছিল। সে স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া তাহার বদনমণ্ডল এইভাবে বিকৃত করে নাই ; তাহার প্রতিদ্বন্দী দস্যুদলপতি ডান রোপারের অনুচরেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া লাল উল্‌কি দিয়া তাহার মুখে মাকড়সার ছবি অঙ্কিত করিয়াছিল ; মাকড়সা ডান রোপারের যে সকল অনুচরকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের কপালে সে মাকড়সার লাল চিত্র-সংযুক্ত টিকিট আঁটিয়া দিয়াছিল।

এইজন্য তাহারা এইভাবে তাহার অত্যাচারের প্রতিফল দিয়া তাহাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মুখস্থ আলোক-স্তম্ভের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিল। পুলিশ সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিচারকের হস্তে অ

করিয়াছিল ; অতঃপর দায়রা আদালতে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

জেলখানার জল্লাদ উইলিয়ম হর্ষ্টপয়েণ্ট তাহার ফাঁসের সকল আয়োজনই শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। (had completed his arrangements) ফাঁসি-কাঠে সে ফাঁসের নূতন দড়ি পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। যে আবরণ-বস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তক আবৃত করিবার কথা—তাহা পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

ফাঁসির কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পেণ্টন্‌ভিল্ল কারাগারের অধ্যক্ষ কাপ্তেন কারবেল যথানিয়মে মাকড়সার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার সহিত সাক্ষাতের পর তিনি যখন সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন তখন তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, ভ্রূ কুঞ্চিত, চক্ষুতে মানসিক চাঞ্চল্য পরিস্ফুট। মাকড়সার ভাবভঙ্গি ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। সে যে সকল কুকার্য্য করিয়াছিল তাহা সে তাঁহার নিকট অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া সেজন্য যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে সদম্ভে বলিয়াছিল তাহাকে ফাঁসে লট্‌কাইয়া হত্যা করিতে পারে এরূপ লোক ইংলণ্ডে একজনও নাই ; সে বিচারকের আদেশ ব্যর্থ করিবে।

সে দম্ভভরে বলিয়াছিল, "তুমি ত এই জেলখানার কর্ত্তা, তুমি আমার এই শেষকথা শুনিয়া রাখো। আমি যখন ঐ দরজা দিয়া বাহির হইব, তখন আমাকে বধমঞ্চে যাইতে হইবে না, আমি তখন স্বাধীনতা লাভ করিতে যাইব। হাঁ, আমি অবিলম্বেই মুক্তিলাভ করিতে পারিব। কারণ যিনি আমার ভাগ্যসূত্র পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার শক্তির তুলনায় বিচারকের আইনের শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ ; তিনি অনেক অধিক শক্তির অধিকারী।"

কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন কারবেল জানিতেন মাকড়সার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই, সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ; তথাপি তিনি মাকড়সার এই স্পর্দ্ধিত উক্তি

শুনিয়া বলিলেন "লোকটা প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, উহার জ্ঞানকাণ্ড বিলুপ্ত হইয়াছে! দৈববলেও উহার প্রাণদণ্ড রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন নরহন্তা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে আমার মনে কষ্ট হয়। প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াও যদি কোন আসামীকে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে আমার মনে আনন্দ হয়; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে আমার লজ্জা হইতেছে যে, (I feel ashamed to admit that) এই লোকটাকে ফাঁসিতে মরিতে দেখিলে, আমি আমার জীবনে এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া এবার সত্যই খুব আনন্দ লাভ করিব। এই রকম পিশাচপ্রকৃতি নরহন্তার এইরূপ মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।"

মাকড়সা যখন কারাকক্ষে বসিয়া তাহার ফাঁসি হইবে না, অবিলম্বে সে মুক্তিলাভ করিবে ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে লাগিল, সেই সময় লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের ভবনের উপবেশন-কক্ষে অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার উভয় হস্ত পশ্চাতে সংরক্ষিত। তাহার মুখে তামাকের পাইপ, তাহা হইতে ধূমরাশি উদ্গত হইয়া তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধে কুণ্ডলাকারে উড়িতেছিল; যে কোন সচল ষ্টীমারের চিমনী হইতে ধূমরাশি উড়িয়া যাইতেছিল!

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষে একখানি চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "চিঠিখানা সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা কুট্‌স! আমি জীবনে যে সব পিশাচপ্রকৃতি অপরাধী দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে যাহার অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যাহার অপকর্ম্মের তুলনা হয় না, ইহা তাহারই স্মৃতিচিহ্ন রূপে সযত্নে রক্ষিত হইবার যোগ্য, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি মনস্থ করিয়াছি উহা ফ্রেমে বাঁধাইয়া তোমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যাদুঘরে রাখিবার জন্য তোমাদের বড় সাহেবের নিকট উপহার পাঠাইব।"

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কাগজখানি বাঁ-হাতের মুঠায় পুরি অন্য হাতে একটা বোতল হইতে গ্ল্যাসে হুইস্কি ঢালিতেছিলেন। তিনি

ব্লেকের কথা শুনিয়া একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এই চিঠিখানা সম্বন্ধে আমার কিরূপ ধারণা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? এ একটা উড়ো চালবাজি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তুমি কি মনে করিয়াছ এই পত্রে যাহা লেখা আছে—তাহার সহিত সত্যের কোন সংস্রব আছে? এই প্রলাপোক্তি সত্য হইতেও পারে—এরূপ ধারণা কি তোমার মনে স্থান পাইতে পারে? তোমারও মাথা খারাপ হইল না কি!"

মিঃ ব্লেক অদূরবর্ত্তী ম্যাণ্টলপিসে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার মাথা খারাপ হইয়াছে—ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না কুট্‌স! কিন্তু মাকড়সা কি উদ্দেশ্যে আমাকে এই অদ্ভুত পত্র লিখিল, তাহা ত সহজ বুঝিতে পারা যায় না! তাহার কোন অভিসন্ধি আছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "অভিসন্ধি! হতভাগাটার ও একটা ধাপ্পাবাজি তাহা কি বুঝিতে পার নাই? প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে অপরাধীরা কারাকক্ষে বসিয়া নানা প্রকার উদ্ভট কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করে। কাল এই সময় মাকড়সার মৃতদেহ সমাধি-গর্ভে বিশ্রাম লাভ করিবে, তাহার অস্তিত্বের কোন নিদর্শন আমরা খুঁজিয়া পাইব না।"

ইন্‌স্পেক্টর মুখে একথা বলিলেও মাকড়সার স্বাক্ষরিত পত্রখানি মুঠার ভিতর হইতে বাহির করিয়া আর একবার পাঠ করিলেন। মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতে সেই পত্রখানি পাইয়া এরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে না ডাকিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার আহ্বানে কুট্‌স তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি সেই পত্র কুট্‌সকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। পত্রখানির উপর পেণ্টনভিল কারাগারের মোহর ও কারাধ্যক্ষের স্বাক্ষর ছিল। পরদিন প্রভাতে আটটার সময় যাহার প্রাণদণ্ড হইবার কথা, সেই মিঃ ব্লেককে সেই অদ্ভুত পত্র লিখিলেও কারাধ্যক্ষ তাহা তাঁহাকে পাঠাইতে আপত্তি করেন নাই।

পত্রখানি এইরূপ,—

"রবার্ট ব্লেক, এই পত্র দ্বারা তোমাকে জানাইতেছি যে, আগামী কল্য আমাকে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ আমি এখন যেখানে আছি এই স্থান আমার বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ; বিশেষতঃ, এখানে যে সকল লোকের বাস, তাহারা আমার সহিত আলাপ করিবার উপযুক্ত নহে। এখানে যে আহার দেওয়া হয় আমার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহা আহার করিতে স্বণা বোধ করে।

আমি স্থানান্তর গমনের পূর্ব্বে আজ রাত্রি আটটা হইতে দশটার মধ্যে তোমার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব। তখন জুজু বুড়োর কথা শুনিতে পাইবে।—মাকড়সা।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে আজ জেলখানা হইতে পলায়ন করিয়া রাত্রি আটটা হইতে দশটার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করিবে, ইহা তাহার যে রকম খাঁটি কথা—জুজু বুড়োর কথাও বোধ হয় সেই রকম কোন ব্যাপার! কিন্তু এই জুজু বুড়োটা কে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি করিয়া বলি ? জুজু বুড়োর নাম এই প্রথম শুনিতেছি, হয় ত সে মাকড়সার কোন মুরুব্বি। পত্রখানার আগাগোড়া রহস্যপূর্ণ! কাল সকালে আটটার সময় যাহার ফাঁসি হইবে, সে আজ রাত্রি আটটা হইতে দশটার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে! ফাঁসির পর আমার সঙ্গে দেখা করিবে লিখিলে মনে করিতাম সে ভূত হইয়া আমার ঘাড়ে চাপিবে।"

কুট্‌স বলিলেন, "ফাঁসির ভয়ে তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে, উহা ক্যাপা পত্র। (It's the letter if a lunatic) দেখ ব্লেক, মাকড়সা বোধ হয় পাগলামির ভান করিতেছে ; ভাবিতেছে ঐরূপ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড রহিত হইতেও পারে। আমার এই অনুমান কি তোমার সঙ্গত মনে হয় না ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে পাগলামির ভান করিলেও আজ রাত্রি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে—এরূপ লিখিবার উদ্দেশ্য কি ? ফাঁসির পর তাহার অভিশপ্ত আত্মা ফাঁসের দড়ি গলায় পরিয়া ছায়া-মূর্ত্তিতে আ

সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে আমি বিস্মিত হইব না। ভূত হইয়াও আমার ঘাড়ে চাপিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইতে পারে—ইহা আমি বিশ্বাস করি।"

কুটস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও সব বাজে কথা! মাকড়সা জানে আর ত তোমাকে হাতে পাইবার উপায় নাই, তাই সে তোমাকে ঐ কথা লিখিয়া ভয় দেখাইয়াছে; কিছু বুঝিতে না পারিয়া তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া কাহিল হও, ইহাই তাহার ইচ্ছা। কাল সকালে আটটা বাজিবার পর সে মহানিদ্রায় অভিভূত হইবে। তাহার ফাঁসির সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে মন্দ হয় না।"

এতক্ষণ পরে মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ বলিল, "আপনারা যাহাই বলুন, পত্রখানার সুর ভাল নয়! মাকড়সা কোন মতলব করিয়া পত্রখান লিখিয়াছে সন্দেহ নাই,—আপনার এই অনুমান সত্য কর্ত্তা! পত্রখানির সুর ভাল নয়, আপনাকে ভয় দেখাইয়াছে।"

কুটস বলিলেন, "উঃ, মাকড়সার ভয়ে আমরা মরিলাম আর কি! তাহার ভয়ে ঘুম নষ্ট হইবে না।" (threats won't make me lose any sleep.)

স্মিথ বলিল, "আপনি আমার কথাটা তলাইয়া না বুঝিয়াই ক্ষাপ্পা হইতেছেন! মাকড়সা জেলে আছে, তাহার ফাঁসি হইবে, ইহা ত জানা কথা। সে আপনাদের কোন অনিষ্ট করিবে এ আশঙ্কা অল্প; কিন্তু কেবল তাহার কথা ভাবিলেই ত চলিবে না। তাহার দলের লোক—তাহার দুষ্কর্ম্মের সহযোগীরা এখনও জীবিত আছে। যদিও তাহাদের কয়েকজন আপনাদের হাতে ধরা পড়িয়াছে, এবং ডান রোপারের অনুচরেরা তাহাদের অনেককেই সাবাড় করিয়াছে, তথাপি এখনও অনেকে চারি দিকে ঘুরিয়া শত্রুধ্বংশের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে!"

কুটস বলিলেন, "তা করুক, আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব। মাকড়সার ফাঁসির পর তুমি তাহার দলের আর সাড়াশব্দ পাইবে না।"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। দলপতির ফাঁসির পর তাহারা প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইবে। উহারা

সাধারণ তস্কর নহে ; উহাদের জিদ ভয়ানক, যাহা ধরে তাহা করে। সকলেই শিক্ষিত গোলন্দাজ, নরহত্যায় অকুণ্ঠিত, মানুষ মারে মশা মাছির মত! মাকড়সার ফাঁসির পর তাহারা আর একজন দলপতি খাড়া করিবে। আমার বিশ্বাস এই কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা একজন দলপতি বাছিয়া লইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবজ্ঞা ভরে বলিলেন,-"থামো হে ছোকরা! ছেলেমানুষের জ্যাঠামী অসহ্য। তুমি বোধ করি তাহাদের সেই নূতন দলপতির নাম জানিতে পারিয়াছ?"

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের বিদ্রূপে লজ্জিত না হইয়া বলিল, "আমি না জানিলেও তাহাদের সেই নূতন দলপতি কে, তাহা অনুমান করিয়া বলিতে পারি। মাকড়সা ঐ যে জুজু বুড়োর কথা লিখিয়াছে—সেই দস্যুই তাহাদের নূতন দলপতি বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে।"

কুট্‌স সবিস্ময়ে বলিলেন, "জুজু বুড়ো! জুজু বুড়োটা আবার কে? কাহারও ছদ্মনাম না কি?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল তাহার স্থূলদেহ আন্দোলিত করিয়া গজেন্দ্র-গমনে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একখানি ময়লা কাগজ ; সেই কাগজখানি সে মিঃ ব্লেকের হাতে দিল।

মিঃ ব্লেক কাগজখানিকে একটি নাম দেখিতে পাইলেন ; মোটা কলমে আঁকাবাঁকা কদর্য্য অক্ষরে নামটি লেখা। নামটি পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তাহার পর মিসেস্ বার্ডেলকে বলিলেন, "লোকটাকে এখানে রাখিয়া যাও মিসেস্ বার্ডেল! ডান রোপারের প্রধান অনুচর ইগান আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে কুট্‌স! হয় ত কোন নূতন সংবাদ আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন এবং মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন; "এই সকল বদমায়েসের সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলা-মিশা করিতেছ, কাযটা কিন্তু ভাল হইতেছে না ব্লেক! তুমি দস্যুদলের সংস্রব ত্যাগ কর। ডান রোপারকে আমরা বাধ্য হইয়া মুক্তিদান করিয়াছি বটে, কিন্তু সে আবার কবে কি অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবে কে জানে? আম

তাহার সাহায্যে মাকড়সাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু সে যে একদল দুর্দ্দান্ত দস্যুর দলপতি, একথা ত ভুলিলে চলিবে না। তাহার প্রধান অনুচর ইগান দস্যুবৃত্তি করিয়া পূর্ব্বে জেল খাটিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ডান রোপারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার জন্য তোমার দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই, সে দস্যুদলে প্রতিপালিত, দস্যুদলের প্রভাবে সে পরিচালিত; কিন্তু আমি তাহার সরলতার প্রশংসা করি। সরল লোকের স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ডান রোপারের অনুচরবর্গের সহায়তা ভিন্ন আজ তুমি আমি যে জীবিত থাকিতাম না, একথা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক—তাহা হইলে, তুমি সুদক্ষ পুলিশ-কর্ম্মচারী হইলেও, আমি তোমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিব।"

দস্যুদল-নায়ক ডান রোপারের যে অনুচরটি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল—সে খর্ব্বকায় হইলেও বলিষ্ঠ যুবক, তাহার দেহ পালওয়ানের দেহের ন্যায় সুদৃঢ়, পেশীগুলি পরিপুষ্ট, চক্ষু ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধূর্ত্ততা পরিস্ফুট; অধরোষ্ঠ পুরু, তাহাতে সম্মুখের দুইটি দাঁত ঢাকা পড়ে না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সে চিনিত; সে তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইল এবং মাথায় হাত দিয়া টুপিটা মাথার উপর চাপিয়া ধরিল! ঝড়ে উড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিলে পথিক টুপি লইয়া যেরূপ বিব্রত হয়—তাহার অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইল! মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া একটু হাসিলেন; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার সেই হাসি লক্ষ্য করিলেন না।

কুট্‌স তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বলিলেন, "এখন তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই ইগান! তোমার এখনও ধরা পড়িবার সময় হয় নাই। তবে যদি তুমি পিস্তল-টিস্তল সঙ্গে লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তাহা হইলে ত আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। সঙ্গে কোন হাতিয়ার আছে না কি? সোজা হইয়া দাঁড়াও, আমি তোমার পকেট-টকেট তল্লাস করিয়া দেখি। তোমাদের দলের লোককে বিশ্বাস করা কঠিন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উঠিয়া ইগানের কোটের ও পাৎলুনের পকেটে হাত

পুরিয়া কোন অস্ত্র শস্ত্র পাইলেন না ; তাহার বগল, কোমরবন্দ প্রভৃতি পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু আপত্তিজনক কোন জিনিস না পাইয়া বলিলেন "এবার খুব বাঁচিয়া গেলে ! তোমার কাছে পিস্তল-টিস্তল কিছু থাকিলে আমি তোমাকে ছাড়িতাম না ; তোমার মুরুব্বি মিঃ ব্লেকের অনুরোধেও কোন ফল হইত না। তুমি এখানে আসিবার সময় দরজার আড়ালে কিছু লুকাইয়া রাখ নাই ত ?"

ইগান তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, এবং টুপিটা আরও জোর করিয়া মাথার সঙ্গে চাপিয়া ধরিল তাহার টুপির ভিতর একটি ক্ষুদ্র কিন্তু সাংঘাতিক পিস্তল সংগুপ্ত ছিল ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা বুঝিতে পারিলেন না !

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় কোন বিপদে পড়িয়া আমার উপদেশ লইতে আসিয়াছ ? কি বল !—আমার কাছে কে তোমাকে পাঠাইয়াছে, ডান রোপার ?"

ইগান গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, ডান রোপার নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। মাকড়সার অনুচরেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, যদি কাল মাকড়সার ফাঁসি হয়, তাহা হইবে তাহারা ডান রোপারের মাথা লইবে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া দলপতির মৃত্যুর প্রতিফল দিবে।"

দ্বিতীয় কল্প

ডান রোপার কোথায় ?

ইগানের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর ও প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইল। তাঁহার অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রের নীলাভ তারা-দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য যেন দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল; তিনি বিচলিত স্বরে বলিলেন, "কি বলিলে? মাকড়সার অনুচরগুলা ডান রোপারকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে! সংবাদটা ঠিক জানিতে পারিয়াছ কি?"

ইগান সভয়ে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা হইতে পিস্তল সমেত টুপিটা জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া লইল, তাহার পর তাহা পকেটে পুরিয়া বলিল, "না মহাশয়, ও বিষয়ে আমার একবিন্দু সন্দেহ নাই; এই নোংরা খুনেগুলা কর্ত্তাকে হাতে পাইয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে! (them dirty killers have got the boss, and carried him of!) কাল মাকড়সা ফাঁসে ঝুলিবামাত্র তাহারা তাঁহাকে সাবাড় করিবার মতলব করিয়াছে।"— ক্রোধে ও ভয়ে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। দারুণ উত্তেজনায় তাহার দেহ টলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক তাহার অবস্থা দেখিয়া একটা গ্লাসে এক গ্লাস নির্জ্জলা হুইস্কি ঢালিলেন, তাহার পর গ্লাসটা তাহার হাতে দিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, এটুকু গলায় ঢালিয়া একটু সুস্থ হও ইগান! তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বল। হুঁ, কাণ্ডখানা কি তাহা আগাগোড়া শুনিতে চাই। ঐ চেয়ারখানায় বসিয়া পড়।"

এগান হুইস্কিটা এক চুমুকে নিঃশেষিত করিল, কিন্তু মিঃ ব্লেকের সম্মুখে চেয়ারে বসিতে সঙ্কোচ হওয়ায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আগ্রহ ভরে বলিলেন, "মালটুকু গলায় ঢালিয়া গল
ভিজাইয়া লইয়াছ ত, এখন সব কথা সরল ভাবে খুলিয়া বল। মাকড়সা ধ
ধরা পড়িয়া গিয়াছে, বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, কাল সকাল
ফাঁসি হইবে। এই সংবাদ জানিয়াও তাহার অনুচরেরা দল বাঁধিয়া উপদ্রব
করিতে সাহস করিতেছে? কে এখন এই দল চালাইতেছে?" (who's
running the racket now?)

ইগান্ বলিল, "আমার তাহা জানা নাই, ইন্‌স্পেক্টর! কিন্তু যে লোক
তাহাদের মোড়লী করিতেছে সে সহজে ক্ষান্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না
লোকটা পাকা খেলোয়াড়, এইজন্য মাকড়সার দলের লোকগুলাকে সে হাত
করিতে পারিয়াছে, তাহারা তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে। মিষ্টার
ব্লেক, আপনাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহা বলি শুনুন। কাল রাত্রি
আমাদের সর্দ্দার বিগ ডান পপ্‌লারে কালো যেকের আড্ডায় গিয়াছিলেন
আপনি কি আর সেই আড্ডা চেনেন না? সেখানে এক বেটা পাজী ছুঁচো
সঙ্গে তাঁহার একটু পরামর্শ ছিল! মাকড়সার দলের সন্ধান লইবার জন্য তিনি
তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছিলেন; কারণ সে শুনিয়াছিল মাকড়সার
অনুচরগুলা তাহার ফাঁসি বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে ছিনাইয়া লইবার ফন্দি
আঁটিতেছিল!"

ইগানের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের
দিকে চাহিলেন। ইন্‌স্পেক্টর এ কথা শুনিয়া এরূপ বিস্মিত হইলেন যে
তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল
(eyes were bulging in their sockets.) মাকড়সাকে ছিনাইয়া লইয়া
গিয়া তাহার প্রাণরক্ষার ষড়যন্ত্র! পেণ্টনভিল কারাগারের যে কক্ষে মাকড়সা
আবদ্ধ ছিল, সেই কক্ষ কেবল প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীগণকেই আটক রাখা
হইত। তাহা দুর্গম, দুষ্প্রবেশ্য; একটি মক্ষিকাও সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে
পারে না! সেই কক্ষ হইতে যাহারা মাকড়সাকে অপসারিত করিবার সঙ্কল্প
করিয়াছে, বা সেজন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহারা যদি ক্ষেপিয়া না থাকে

তাহা হইলে আর কাহাকে উন্মাদ বলিতে পারা যায়? অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন কোন প্রতিভাবান অপরাধী ভিন্ন এরূপ উদ্ভট খেয়াল অন্য কাহারও কল্পনায় স্থান পাইতে পারে না।

ইগান অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "তাহার পর বিগ ডানকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আমি দলের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া কালো যেকের আড্ডায় চড়াও করিয়াছিলাম। বিস্তর পীড়াপীড়িতেও সে মুখ খুলিল না দেখিয়া আমি তাহার জালার মত ভুঁড়িতে এক ঘুসি বসাইয়া দিলাম! সেই ঘুসি হজম করিতে না পারিয়া সে মুখ খুলিল, সপথ করিয়া বলিল, তাহার আড্ডা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তা আড্ডা ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেই সময় লীপি জর্ডন তাঁহার সঙ্গে ছিল! সর্দ্দার এই বেটার সঙ্গেই দেখা করিতে গিয়াছিলেন কি না!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কি নাম বলিলে? লিপী জর্ডন? আমি যে সেই ছুঁচোটাকে চিনি! সে গুপ্ত সংবাদ বিক্রয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দেখা দেয় কি না। তাহার মত ইতর গুপ্ত সংবাদ-বিক্রেতা কি দুটো আছে?—সে একটা শিকির লোভে তার বাপের কলঙ্ক প্রকাশ করিবে।" (He would betray hls own father for sixpence!)

ইগান মাথা নাড়িয়া বলিল, "শিকি দূরের কথা সোনার টাকার লোভেও সে আর কখন আপনাদের কাছে গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করিতে যাইবে না; কারণ তাহার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে। আপনি যদি এখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে শুনিতে পাইবেন আজ কালে ওয়াপিংএর কিছু দূরে নদীগর্ভে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার আধখানা মাথা পাওয়া যায় নাই! মাকড়সার দলের লোকগুলাই তাহাকে ঐ অবস্থায় নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছিল—ইহা জানিবার জন্য কাহারও বাড়ী যাইবার প্রয়োজন নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশের মাথায় পা! ঐ

দাওয়াইয়ের এক মাত্রা তাহারা হয় ত ডান রোপারকেও সেবন করাইয়াছে !”

ইগান বেলের মত গোল মাথাটি সবেগে আন্দোলিত করিয়া বলিল, “না, ও কাযের কথা নয়। ডান এখনও বাঁচিয়া আছেন। ঘণ্টা-দুই আগে মাকড়সার দলের একটি লোক আমাদের আড্ডায় একখান রোকা ফেলিয়া গিয়াছিল ; সেই রোকায় লেখা ছিল—তাহারা বিগ ডানকে শিকল পরাইয়াছে, কাল যদি সত্যই মাকড়সার ফাঁসি হয় তাহা হইলে তাহারও ধড় এবং মুণ্ড দুই যায়গায় লুটাইবে !”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “দুই যায়গায় ?”

ইগান বলিল, “মাথাটা কাটিয়া ফেলিবে আর কি ?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “তাহা হইলে ডান রোপারের মাথা বাঁচাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না ! কারণ একমাত্র হোম-সেক্রেটারীর আদেশ ভিন্ন মাকড়সার ফাঁসির হুকুম রদ হইবার কোন উপায় নাই ; কিন্তু হোম-সেক্রেটারী কোন কারণেই এই হুকুম রদ করিবেন না। মাকড়সার ফাঁসির হুকুম যদি রদ হয় তাহা হইলে বিচার-আচার সকলই মিথ্যা, আইন আদালত রাখিবারও কোন প্রয়োজন নাই।”

মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে তাঁহার পাইপের ছাই ঢালিয়া-ফেলিয়া তাহাতে নূতন করিয়া তামাক সাজিলেন। তিনি যে সংবাদ পাইলেন তাহা অত্যন্ত অশান্তিজনক, অস্বস্তিকর ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, মাকড়সা ধরা পড়িয়া ফাঁসে ঝুলিতে উদ্যত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দলের ডাকাতগুলা ছত্রভঙ্গ হয় নাই ! তাহার অনুচরেরা পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এবং ইহার অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান।

মাকড়সা শৃঙ্খলিত হইয়া পুলিশের হস্তে অর্পিত হইলে তাহার অনুচরেরা এই ব্যবহারের পালটা জবাব দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব বা শৈথিল্য প্রকাশ করে নাই। ডান রোপার মাকড়সার প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যু, তাহার অনুচরবর্গ মাকড়সার অধঃপতনের প্রধান কারণ ; সুতরাং মাকড়সা ও তাহার দলস্থ দস্যুরা ডান রোপারের বিরুদ্ধে জাতক্রোধ হইয়াছিল। ডান রোপারের অনুচরেরাই

মাকড়সাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল ; মাকড়সার প্রাণদণ্ড হইলে তাহার দলস্থ দস্যুরা ডান্ রোপারকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবে—ইহা মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সহজেই বুঝিতে পারিলেন।

স্মিথ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "ডান রোপার যখন মাকড়সার অনুচরদের হাতে ধরা পড়িয়াছে, তখন আর তাহার জীবনের আশা নাই! তাহার উদ্ধারের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ইগানকে বলিলেন, "মাকড়সার উদ্ধারের জন্য কিরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছে? তুমি তাহা জানিতে পারিয়াছ কি?"

ইগান বলিল, "না, আমি জানি না। এ সম্বন্ধে যে সামান্য জনরব আমাদের কানে আসিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম ব্যাপার খুব গুরুতর বটে! লিপী জর্ডন খুন হইবার পূর্ব্বে সেই ষড়যন্ত্রের কথা হয় ত ডান রোপারের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল ; আমার এই অনুমান সত্য হইলে সে কথা ডান রোপারের নিকট বোধ হয় জানিতে পারিবেন, কিন্তু ডান রোপারকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে ত সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাকে হাতে পাইবেন কিরূপে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে ; এজন্য যদি লণ্ডনের প্রত্যেক বাড়ী, চোর ডাকাতের প্রত্যেক আড্ডা, গুণ্ডাদের মন্ত্রণাগারগুলাও খানাতল্লাস করিতে হয়—তাহাও আমরা করিব।"

ইগান বলিল, "আমার বিশ্বাস, কালো যেক যতটুকু স্বীকার করিবে, তাহা অপেক্ষা সে অনেক বেশী কথাই জানে। ডান রোপার যেককে মাকড়সার দলের লোক বলিয়া সন্দেহ করিতেন ; তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ ছিল বলিয়াই মনে হয়।"

কুট্‌স বলিলেন, "আমরা কালো যেককে পাকড়াইয়া তাহার মুখ হইতে কথাটা বাহির করিয়া লইব। ওকথা তাহার জানা থাকিলে তাহা তাহাকে বলিতেই হইবে।"

ইগান বলিল, "তাহার মুখ হইতে পেটের কথা বাহির করিয়া লইবেন ? সে সাধ্য আপনার নাই ! পুলিশের জুলুম সে গ্রাহ্য করে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবজ্ঞা ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া টেলিফোনের কলের কাছে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষের সঙ্গে কয়েক মিনিট টেলিফোনে অনেক কথার আলোচনা করিয়া অবশেষে রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; "ডান রোপারকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বড় সাহেব সাধারণ আদেশ প্রচার করিতেছেন। যদি সে লণ্ডনে থাকে, তাহা হইলে পুলিশ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।"

ইগান অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িল, তাহার পর সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি এখন আমাদের সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া যাইতেছি। পুলিশ আমাদের কর্ত্তাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া তাহারা খুসী হইবে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু ডান রোপার আমাদের বলিয়াছিলেন—তিনি বাহিরের লোকের মধ্যে মিঃ ব্লেককেই কেবল বিশ্বাস করেন। যদি আমরা নূতন কোন সংবাদ জানিতে পারি তাহা হইলে সে কথা আপনাকে তারে জানাইব মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর ইগান ! এই পত্রখানি তুমি পড়িয়া যাও, ইহা পড়িয়া যদি কিছু বুঝিতে পার—তবে আমাকে তাহা বলিয়া যাও।"—মিঃ ব্লেক প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মাকড়সার নিকট হইতে যে পত্রখানি পাইয়াছিলেন তাহা ইগানকে দেখিতে দিলেন।

ইগান পত্র খানি দেখিয়া বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেক পেণ্টনভিলের কারাগার হইতে সেই পত্র পাইয়াছিলেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া ইগানের চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল এবং সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে মিঃ ব্লেককে পত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "আপনি সতর্ক থাকিবেন মিষ্টার ব্লেক ! মাকড়সার আর যে দোষই থাক, সে ধাপ্পাবাজ নহে; তাহার মিথ্যা জাঁক করিবারও অভ্যাস নাই। যদি সে বলিত কাল রাত্রে সে এখানে

UNIVERSITY OF JADAVPUR LIBRARY

আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিবে—তাহা হইলেও তাহার কথা মিথ্যা—ইহা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারিতাম না !”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবজ্ঞাভরে বলিলেন, “ওসব বাজে কথা কেন বলিতেছ ? মাকড়সা যদি কাল রাত্রে এখানে আসে তাহা হইলে তাহাকে ভাঙ্গা ঘাড় লইয়া ছয় ফুট মাটীর তলা হইতে উঠিয়া আসিতে হইবে ! পেণ্টনভিল কারাগারের সমাধি ভেদ করিয়া যদি তাহার মৃতদেহ ঐ ভাবে উঠিয়া আসিতে পারে—তাহা হইলে তাহা নূতন ব্যাপার হইবে সন্দেহ নাই ; কারণ কাল আটটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পরেই তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলিতে হইবে। তাহার প্রাণদণ্ডের সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকিব। ফাঁসি আমি নিজের চোখে দেখিতে চাই !”

GN 36105

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পত্রখানিতে একটা কথা আছে তাহা তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি ? ‘জুজু বুড়োর কথা শুনিতে পাইবে’—এই কথাটার অর্থ কি ?”

ইগান মুহূর্ত্তকাল নত মস্তকে চিন্তা করিল, তাহার কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। তাহার পর সে অস্ফুট স্বরে বলিল, “জুজু বুড়ো ?—এই জুজু বুড়োটা কে ? আমার মনে হইতেছে মাকড়সার অভাবে যে লোকটা তাহার দল পরিচালিত করিতেছে, নূতন দলপতি হইয়াছে, জুজু বুড়ো তাহারই ডাক-নাম। মাকড়সার সকল সংবাদই তাহার জানা আছে। হাঁ, মাকড়সার অনুচরেরা তাহাকেই জুজু বুড়ো বলিয়া ডাকে। লণ্ডনের সকল দস্যু তস্কর তাহার ভয়ে কাঁপে। এমন কি, যাহারা মাকড়সাকে ভয় না করে, তাহারাও জুজু বুড়োর খাতির করে ; মাথা পাতিয়া তাহার আদেশ পালন করে।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “অনেক লম্বা লম্বা কথা বলিয়া লোকটার ত গুণবর্ণনা করিলে, কিন্তু এই জুজু বুড়ো লোকটা কে ? তাহার আড্ডা কোথায় ? কখনই বা সে সেখানে থাকে ?”

ইগান বলিল, “আমার তাহা জানা নাই ; কেবল আমি কেন ? মাকড়সা ভিন্ন অন্য কোন লোক তাহা জানে বলিয়া মনে হয় না ; তবে তাহার দুই একজন বিশ্বাসী অনুচরেরও তাহা জানা থাকিতে পারে।”—গুণ্ডাটা

হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া মাথা নাড়িল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—মাকড়সার দলভুক্ত সেই অজ্ঞাতনামা 'জুজু বুড়ো' সম্বন্ধে অধিক কথার আলোচনা করিতে সে অনিচ্ছুক। এই ব্যক্তি দস্যু-রাজ্যের লাট! লণ্ডনের নামজাদা দুর্দ্দান্ত দস্যুরা তাহার আদেশে পরিচালিত হয়, তাহার আদেশ তাহাদের নিকট আইন, এবং যাহারা তাহার অত্যাচার নত শিরে সহ্য না করে, কিংবা তাহার অসংযত ও অসঙ্গত লোভের সমর্থন করিবার জন্য স্বার্থত্যাগে অসম্মত হয়—তাহাদিগকে তাহার ক্রোধানলে পুড়িয়া মরিতে হয়। সে তাহাদিগকে তুচ্ছ কীটের ন্যায় পদদলিত করে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেও সেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যথেচ্ছচারী দস্যুর নাম ও প্রকৃত পরিচয় কি, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

ডান রোপারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দস্যু-দলনায়ক ইগান মিঃ ব্লেকের গৃহ ত্যাগ করিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এরূপ বিচলিত হইলেন যে, চঞ্চল মন স্থির করিবার জন্য তাঁহাকে আর এক গ্ল্যাস উগ্র সুরা গলায় ঢালিয়া শুষ্ক কণ্ঠ সরস করিতে হইল। তাহার পর তিনি একটি চুরুট ধরাইয়া লইয়া তাহার সুলোহিত অগ্রভাগে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল চিন্তাভারে কুঞ্চিত হইল। তিনি দুই তিন মিনিট স্তব্ধভাবে ধূমপান করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "দেখ ব্লেক, কাল সকালে দশটার সময় আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব, আমার মানসিক চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইবে; কারণ সেই সময় মাকড়সার মৃতদেহ সমাহিত হইবে, পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্বের কোন চিহ্ন থাকিবে না, থাকিলেও তাহার প্রাণহীন জড়দেহ মাটীর নীচে চাপা পড়িবে।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার এই কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "কিন্তু ডান রোপারকে তাহার পূর্ব্বেই যাহাতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি—তাহা করিতেই হইবে। মাকড়সার ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গে ডান রোপারের শোচনীয় মৃত্যু অনিবার্য্য!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ও কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু কাল সকালে যখন সরকারী জল্লাদ মাকড়সার ফাঁসের দড়ি টানিবে সেই সময়

যদি মাকড়সার অনুচরেরা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সকল কর্ম্মচারীকে হত্যা করে তাহা হইলেও মাকড়সার প্রাণদণ্ড রহিত হইবে না। দস্যুদের চোখ-রাঙানীতে আইনের বিধান উল্টাইয়া যাইবে ?. তবে ডান রোপারকে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার বটে ; আমি কালো যেকের আড্ডায় একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিব ; আমার বিশ্বাস, সে সেখানে ডান রোপারের সন্ধান পাইবে।”

সেই সময় স্মিথ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল ; সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল, এবং তাহার চক্ষুতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “ঐ কাযের ভারটা আমাকে দিবেন ? আমি কালো যেকের আড্ডা চিনি। কিন্তু সেই আড্ডার কোন লোক আমাকে চেনে না। সেই স্থান—‘নিগ্রোজ্‌ হেড’ সর্ব্বদাই জাহাজের মাল বহিবার কুলী, ডকের মজুর এবং নাবিকের দলে পূর্ণ থাকে। তাহাদের দলে যদি ঐ রকমের লোক একটা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিবে না। আমি এ রকম ভো’ল বদ্‌লাইয়া সেখানে উপস্থিত হইব যে, অন্য লোক দূরের কথা, আমাদের কর্ত্তাও আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবেন না। (not even the gov’nor could spot me) আমি কালো যেকের আড্ডার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইব ; চক্ষু কর্ণের যতখানি সদ্ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি করিব না।”

স্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিথের বয়স অল্প হইলেও অভিনয়ে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল, এতদ্ভিন্ন সে নিখুঁত ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারিত। বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে সে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া এবং সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কায করিতে পারিত, সঙ্কটে পড়িয়া ঘাবড়াইত না। বুদ্ধি-কৌশলে সে সকল মহাবিপদ হইতেই মুক্তিলাভ করিত।

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল, “আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নাই, আমার উপর ভার দিলে আপনাদের আক্ষেপ করিতে হইবে না,

আমি আত্মরক্ষা করিতে জানি ; তবে আমাকে স্বাধীন ভাবে কায করিতে দিতে হইবে। যদি ডান রোপারকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব না হয় তাহা হইলে আমার তাহা অসাধ্য হইবে না, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "তোমার খুব আগ্রহ দেখিতেছি ! তা বেশ, যাও ; কিন্তু চারি দিকে নজর রাখিয়া চলিও। শেষে তোমার জন্য আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে না হয়।"

স্মিথ সেই কক্ষ হইতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিবার সময় বলিল, "দেখুন ত আমি কি করিয়া আসি ; তবে আমার যদি ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়, বা আমার কোন সংবাদ না পান তাহা হইতে সেজন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমি সুযোগ পাইলেই ফোনে আপনাকে সংবাদ দিব ; কিন্তু কোন জরুরি সংবাদ না থাকিলে আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করিব না। আপনি স্থির জানিবেন আমি এখানে ফিরিবার সময় একাকী আসিব না। ডান রোপারকে আমি সঙ্গে লইয়া আসিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এখন ত খুব জাঁক করিতেছ ! কিন্তু শেষে মুখ চুণ করিয়া ফিরিয়া আসিবে, এ কথা আমি বলিয়া রাখিলাম।"

দশ মিনিট পরে স্মিথ ছদ্মবেশ ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার কথায় নির্ভর করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন "পেণ্টনভিল জেলখানার অধ্যক্ষ কাপ্তেন কারবেলকে আমি দুই একটা ক বলিব, এবং ইগানের নিকট যে সংবাদ পাইলাম তাহাও তাঁহাকে জানাইব

কয়েক মিনিট পরে তিনি টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া স্বস্তি বোধ করিলেন ; তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল। তিনি প্রফুল্ল ভাবে বলিলে "কালিডোনিয়ান রোডে কোন গণ্ডগোল নাই ; কারাগারের দেওয়ালগু ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। মাকড়সা জেলখানায় তাহার ঘরটিতে বসিয়া ওয়ার্ডার বাপান্ত করিতেছে ! তাহার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইবার কোনও লক্ষণ দে যাইতেছে না।"

টেলিফোনে পুনর্ব্বার সংবাদ আসিল, "ফাঁসের সকল আয়োজন শেষ করিয়া রাখা হইয়াছে। সরকারের জল্লাদ উইলিয়ম হষ্টপয়েণ্ট বধমঞ্চ পরীক্ষা করিয়া—"

সহসা টেলিফোনের ঝন্‌ঝনিতে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল; মিঃ ব্লেক টেলিফোনের কলটা নিকটে টানিয়া লইলেন।

টেলিফোনে কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মিঃ রবার্ট ব্লেক?"

প্রশ্নটা মিঃ ব্লেক শুনিতে পাইলেও তাহা অপরিস্ফুট বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। স্বরটি অত্যন্ত মৃদু, এবং তাহা তারের ভিতর দিয়া যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া আসিতেছিল। সেই স্বর শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল—পাছে অন্য কেহ শুনিতে পায় এই ভয়ে বক্তা মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি রবার্ট ব্লেক কথা বলিতেছি; কিন্তু তুমি কে? আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন?"

তারের অপর প্রান্ত হইতে অস্ফুট স্বরে উত্তর আসিল, "আমার সকল কথা সাবধানে শুনুন মিঃ ব্লেক! আর এই ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন।—৮৭নং ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীট, কিংস্ ক্রশ।"

মিঃ ব্লেক এই ঠিকানাটি তাঁহার প্যাডের উপর লিখিয়া রাখিয়া বলিলেন, "তোমার মতলব কি? তুমি কে? আমাকে কি বলিবে তাহা তুমি এখন পর্য্যন্ত—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বক্তা বলিল, "আমি আপনাকে যে ঠিকানা দিলাম—সেই ঠিকানায় আপনি অবিলম্বে যাত্রা করুন; ইহার সহিত আপনার স্বার্থ জড়িত আছে।"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এ যে তোমার অতি অদ্ভুত আব্‌দার! তুমি তোমার পরিচয় না দিলে এবং কি জন্য আমাকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিতেছ তাহা না বলিলে আমি কখন সেখানে যাইব না। আর তোমার কথা আমি ভাল শুনিতে পাইতেছি না, আর একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে আপত্তি আছে কি?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে নীরস হাসির একটা হী-হী শব্দ শুনিতে পাইলেন ; সেই শব্দে যেন অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল ! সেই হাসি যেন ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ফোঁস্-ফোঁসানীর অনুরূপ ! মিঃ ব্লেকের মনে হইল লোকটার কোন দুরভিসন্ধি আছে !

বক্তা নীরব রহিল না, সে হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা চড়াইয়া বলিল, "আমি কে, তাহা জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছে ? তুমি আমার পরিচয় জানিতে চাও ? আমার পরিচয় তুমি ঠিক সময়েই জানিতে পারিবে, তাহা জানিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি তোমাকে যে ঠিকানা দিয়াছি—তাহা ভুলিও না। তুমি অবিলম্বে সেখানে যাত্রা কর।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

মিঃ ব্লেক দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "বুঝিয়াছি ; কিন্তু আমার সেখানে যাওয়া না যাওয়া তোমার উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমার নামটি কি—তাহাই আগে জানিতে চাই।"

বক্তা পুনর্ব্বার সেই ভাবে হী-হী করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার নাম ? আমার নাম শুনিবার জন্য তোমার কি খুব কৌতূহল হইয়াছে ? তবে শোন,—আমার—আমার নাম জুজু বুড়ো !"

জুজু বুড়ো ! মাকড়সা তাঁহাকে যে রহস্যপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিল তাহাতে এই জুজু বুড়োর উল্লেখ ছিল ; সে লিখিয়াছিল—তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি জুজু বুড়োর কথা জানিতে পারিবেন।—আর এই ব্যক্তি জুজু বুড়ো বলিয়া নিজের পরিচয় দিল !

বক্তা পুনর্ব্বার বলিল, "৮৭ নং ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীট, কিংস্ ক্রশ—ঠিকানাটা ভুলিও না।"

বক্তা নীরব হইল। সে পুনর্ব্বার সেই ভাবে হী-হী করিয়া হাসিয়া টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখায় ঠুং করিয়া যে শব্দ হইল মিঃ ব্লেক তাহা শুনিতে পাইলেন।

তৃতীয় কল্প

দুইটি সন্ধান

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বজ্রাঘাত হইল কি ?—ব্যাপার কি ব্লেক ! কোন দুঃসংবাদ পাইলে না কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার অধোমুখ সঙ্কুচিত। তিনি রিসিভার রাখিয়া গম্ভীর ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর টেলিফোনে যে কথাগুলি শুনিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, এবং উৎসাহ ভরে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও—ঐ ঠিকানায় এখনই দৌড়াইবে ?"

মিঃ ব্লেক নিরুদ্যম ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহাতে কি ফল হইবে ?"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, "জুজু বুড়ো নামক যে অপরিচিত ব্যক্তি টেলিফোনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, সে কিংস্ ক্রশ ষ্টেশনের একটি সাধারণ টেলিফোন-বাক্সের টেলিফোন ব্যবহার করিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই সংবাদ শুনিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তুমি যে ঠিকানাটি পাইয়াছ অর্থাৎ ৮৭ নং ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীট, তাহারই নিকটস্থ টেলিফোন-বাক্স হইতে লোকটা তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল। কিন্তু এই অপরিচিত লোকটা তাড়াতাড়ি তোমাকে ঐ ঠিকানায় যাইতে অনুরোধ

করিল, এবং ইহাতে তোমার স্বার্থ আছে বলিয়া তোমাকে লোভ দেখাইল—ইহার কারণ কি? ইহা তোমাকে ফাঁদে ফেলিবার একটা ফিকির বলিয়া কি তোমার সন্দেহ হয় নাই? মাকড়সার অনুচরেরা ডান রোপারকে যে ভাবে মুঠায় পুরিয়াছে, তোমাকেও সেই ভাবে কায়দায় ফেলিবার জন্য ইহা কি তাহাদের একটা চাল বলিয়া মনে হয় না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, যেরূপ মনে করিবার কারণ নাই; তাহারা কি জানে না আমি সতর্ক আছি এবং তাহারা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব? যাহা হউক, ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমার এরূপ কৌতূহল হইয়াছে যে, আমি এখনই ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে কি?"

মিঃ ব্লেক বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ও ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তুমি যদি এক রেজিমেণ্ট ফৌজ আনিয়া বাধা দেওয়ার চেষ্টা কর, তাহা হইলেও আমি সেই বাধা ঠেলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত! এত বড় একটা কৌতূহলের ব্যাপার ছাড়িয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? কি কাণ্ড ঘটে তাহা নিজের চোখে না দেখিয়া, তোমার কাছে শুনিবার আশায় কি ঘরে পড়িয়া ছট্‌-ফট্‌ করিয়া মরিব?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টুপিটা মাথায় আঁটিয়া তাঁহার গ্লাসের অবশিষ্ট মদ্যটুকু এক নিঃশ্বাসে উদরস্থ করিলেন; তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে আমার কি মনে হইতেছে জান—ব্লেক! যে কারণেই হউক, তোমাকে বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য ইহা একটা ছলনা মাত্র।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া একটি অটোমেটিক পিস্তল বাহির করিলেন, এবং তাহা পকেটে ফেলিয়া বলিলেন, "আমরা ত সেখানে গিয়া অধিক বিলম্ব করিব না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তাহা হইলে দাঙ্গাবাজ ইগান যে কথা বলিয়া গেল—তাহা মিথ্যা নহে? মাকড়সার দলে জুজু বুড়ো নামক একজন দস্যু সত্যই আছে! এই জুজু বুড়োটা কি রকম খেলোয়াড় আদ্‌মি তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। সে যখন মাকড়সার প্রতিনিধি হইয়া তাহার দল পরিচালিত করিতেছে তখন সে যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন—এরকম মনে হয় না।"

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পথে আসিয়া যে ট্যাক্সিতে উঠিলেন, তাহা মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে তাঁহাদের ভাড়া বহিবার জন্য পথিমধ্যে থামিয়াছিল। ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের বাক্যস্রোত সবেগে নিঃসারিত হইতে লাগিল; তিনি বলিলেন, "দেখ ব্লেক, মাকড়সা তোমাকে যে পত্রখান লিখিয়াছে—উহা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না; আমার মনে হইতেছে কোন একটা রহস্যজনক ব্যাপারের সঙ্গে ঐ পত্রের সম্বন্ধ আছে। পত্রের শেষ ভাগে লেখা আছে—জুজু বুড়োর কথা শুনিতে পাইবে। তুমি জুজু বুড়োর সঙ্গে ত টেলিফোনে আলাপ করিলে; কি জানিতে পারিলে?—কচু? (you are none the wiser.)

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এখনও ঠিক সময় আসে নাই; উপযুক্ত সময়ে কিছু না কিছু বোধ হয় জানিতে পারিব, এবং আশা করি তাহা কচু অপেক্ষা অধিক মুখরোচক হইবে। দেখ কুট্‌স, কাল বেলা আটটার সময় মাকড়সার ফাঁসি হইবে, তাহার প্রাণদণ্ডের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত আমাদের নানা কাযে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। আমার কেবলই মনে হইতেছে আমাদিগকে কোন একটা সঙ্কটে পড়িতে হইবে! এইজন্য যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইলে ডান রোপারের সহায়তা গ্রহণ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য; তাহার সহায়তা না পাইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

কুট্‌স বলিলেন, "সে এখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!' মানুষের ঘাড়ে যত বিপদ আসিতে পারে—তাহাকে এখন সেই সকল বিপদ ঘাড়ে লইয়া সামলাইয়া চলিতে হইতেছে! মাকড়সাটা নির্ব্বিঘ্নে ঝুলিয়া পড়িলে বাঁচি

ব্লেক! তাহা হইলে তাহার দলের ডাকাতগুলা দলপতির পরিণাম দেখিয়া মাথা বাঁচাইবার জন্য সরিয়া পড়িবে,—মাকড়সার ফাঁসি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।”

ল্যান্‌সডাউন ষ্ট্রীটের নাম শুনিয়া যদি আমাদের কোন পাঠক পাঠিকা মনে করেন উহা আমাদের কলিকাতার ল্যান্‌সড়াউন রোডের মত সুপ্রশস্ত রাজপথ, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। উহা একটি সঙ্কীর্ণ পথ; পথটি তেমন জমজমাও নহে। তাঁহাদের ট্যাক্সি গ্রেজ-ইন রোড দিয়া সেই পথে প্রবেশ করিল। পথের দুই ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাতন অট্টালিকা, মধ্যে মধ্যে এক সারি দোকান। সেই পথে যে সকল ভোজনালয় ছিল তাহা হইতে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ উদ্গত হইতেছিল; ছেলেরা পথে দৌড়াইয়া খেলা করিতেছিল, এবং এক একটা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কতকগুলা স্ত্রীলোক হাত মুখ নাড়িয়া ঝগড়া করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পথের মোড় হইতে ট্যাক্সি বিদায় করিয়া পদব্রজেই ৮৭ নং বাড়ীর সন্ধানে চলিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র ও বিবর্ণ দোকান-ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উহা তামাকের দোকান। দোকানের বাতায়নে বাক্সপূর্ণ নকল সিগারেট সজ্জিত ছিল। তদ্ভিন্ন কালো কালো সস্তা দামের চুরুটের বাণ্ডিল, তামাকের পাইপ, আটিবাঁধা শুষ্ক তামাক-পাতা প্রভৃতিও প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু ৮৭ নম্বরের বাড়ী কোথায়? অবশেষে এই দোকান-ঘরের দরজায় ৮৭নং-ক্ষোদিত ফলক দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; অধীর স্বরে বলিলেন, আমি ত বলিয়াছি ব্লেক! সেই পাজী বদমায়েস বেটা তোমাকে ধোঁকা দিয়াছে। এই দোকানে আমাদের কি প্রয়োজন? অনর্থক খানিক হয়রান হওয়া গেল!”

আরও বিস্ময়ের বিষয় দোকানখানির দরজা বন্ধ! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দরজা খুলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া তাঁহারা দরজার পাশে

একটি শিকল দেখিতে পাইলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই শিকলটি ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন ; তখন দোকানের পশ্চাতের কোন অংশে ঘণ্টাধ্বনি হইল।

ঘণ্টাধ্বনি হইলেও সেই শব্দ শুনিয়া কেহ ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল না! দোকান সম্পূর্ণ নির্জ্জন বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইল। দোকানের সম্মুখে যষা কাচের জানালা ছিল ; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই জানালার কাচে মুখ গুঁজিয়া দোকানের ভিতরের অংশটা দেখিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি সেই কাচের ভিতর দিয়া দোকানের পশ্চাতের কক্ষের একটি খোলা দ্বার দেখিতে পাইলেন, সেই দ্বারের কিছু দূরে কক্ষটির মধ্যস্থলে একটি লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার অস্পষ্ট মূর্ত্তিও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। লোকটা পিছন ফিরিয়া যে ভাবে ঘাড় কাত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা দেখিয়া কুট্‌সের মনে হইল, হয় সে ঘাড় বাঁকাইয়া কাহারও কোন কথা শুনিতেছিল, না হয় তাহার ঘাড়ে ফিক্ লাগিয়াছিল। (as if listening—or as if he had a stiff neck,)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পুনর্ব্বার দরজায় ধাক্কা দিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন ; কিন্তু লোকটা নড়িল না, সাড়াও দিল না। তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টরের মন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুখ ফিরাইয়া চিন্তাকুল চিত্তে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,"ব্লেক, আমার মনে হইতেছে এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! এই দোকান-ঘরের পিছনে যে কুঠুরী দেখা যাইতেছে—সেখানে একটি লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম ; কিন্তু লোকটা কালা, বোবা, কি পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত তাহা এখান হইতে বুঝিবার উপায় নাই!"

ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকও সেই জানালার কাচের ভিতর দিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তিনি লোকটাকে সেই কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। সে তাঁহাদের ডাক-হাঁকে বা দরজা-ধাক্কায় কোন সাড়া দিল না!

লোকটার দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাদের মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পুনর্ব্বার সজোরে দ্বারে ধাক্কা দিয়া সেই দ্বারে কাঁধ বাধাইয়া দিলেন ; তাহার পর তিনি এরূপ জোরে কাঁধের এক ধাক্কা দিলেন যে, সেই ধাক্কায় দ্বারের ভিতরের ছিট্‌কিনিটা নামিয়া গেল,সঙ্গে সঙ্গে দ্বারটি সশব্দে খুলিয়া গেল। দ্বারটি হঠাৎ খুলিবামাত্র মিঃ ব্লেক ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া মুখ গুঁকিয়া ঘরের মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইলেন! কিন্তু তিনি উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কি কারণে বলা যায় না—তাঁহার ধারণা হইয়াছিল সেই ক্ষুদ্র তামাকের দোকানে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেখানে কেহ সাংঘাতিক ভাবে আহত অথবা নিহত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক অতঃপর সেই দোকানের পশ্চাবর্ত্তী কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহা দোকানদারের উপবেশন-কক্ষ ; সেই কক্ষে তিনি যে লোকটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সেই লোকটির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াই তিনি তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইলেন ; কারণ তিনি তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার পা দু'খানি মেঝের প্রায় ছয় ইঞ্চি উর্দ্ধে ঝুলিতেছিল!—মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে চাহিয়া তাহার গলায় শনের দড়ির ফাঁস দেখিলেন ; সেই দড়িতে সে আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছিল! লোকটার দেহে প্রাণ ছিল না। তাহার গলায় দড়ির ফাঁস আঁটিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল! সেই দড়ির অন্য প্রান্ত কড়িকাঠের উপর দিয়া অগ্নিকুণ্ডের লৌহ-বেষ্টনীতে আবদ্ধ ছিল।

লোকটি গলায় দড়ি জড়াইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল—এরূপ সন্দেহের কোন কারণ ছিল না ; তাহার গলার ফাঁসের দড়ির অন্য প্রান্ত কড়ি-কাঠের উপর দিয়া টানিয়া আনিয়া যে ভাবে অগ্নিকুণ্ডের রেলিংএ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল—আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে কেহ ফাঁসের দড়ি ঐ ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া আত্মহত্যা করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন তাহার পদদ্বয়ও দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ ছিল। মৃত্যুকালে যে আতঙ্ক তাহার মুখে পরিব্যক্ত হইয়াছিল,

মৃত্যুর পরও তাহা তাহার চোখে মুখে প্রতিফলিত হইতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বা মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে তাহার মুখ দেখিতে পান নাই, কারণ মৃত ব্যক্তির মুখ অন্য দিকে ছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে শিহরিয়া দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর জড়িত স্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "কি ভয়ানক! ব্লেক, উহার কপালের দিকে চাহিয়া দেখ!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের দুই পা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার ললাট হইতে স্থূল ঘর্ম্ম বিন্দু নিঃসারিত হইয়া দুই গাল বহিয়া শত ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! তিনি আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে মৃত ব্যক্তির ললাটের দিকে চাহিয়া মোহাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেকও মৃতব্যক্তির কপালের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাঁহার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইল!

যাহা হউক, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই বটে কুট্‌স! উহার কপালে মাকড়সার লাল ছবির টিকিট আঁটা দেখিতেছি! মাকড়সা বা তাহার অনুচরেরা যাহাদিগকে হত্যা করে, তাহাদের প্রত্যেকের কপালে ঐরূপ মাকড়সার ছবির টিকিট আঁটিয়া রাখে; সুতরাং ইহা যে মাকড়সার দলভুক্ত দস্যুদের কায—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মাকড়সা এখন কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার অনুচরেরাই বোধ হয় এ কায করিয়া গিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভগ্ন স্বরে গভীর নিরাশা ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মাকড়সা পেণ্টনভিলের কারাগারে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছে, কি পলায়নের পথ পরিস্কার করিতেছে—তাহা অনুমান করা কঠিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমিই ত বলিতেছিলে—কাল সকালে আটটার সময় তাহার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য; তাহার ফাঁসির সকল আয়োজন শেষ!—এখন হঠাৎ সুর বদলাইতেছ কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুখের উৎকট ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "গুঁতোর চোটে! মাকড়সার অনুচরেরা যাহাকে এখানে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দিয়াছে—উহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, উহাকে ত চিনি না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "উহারই নাম উইলিয়ম হর্ষ্টপয়েণ্ট, এ পেণ্টনভিল কারাগারের জল্লাদ; মাকড়সাকে ফাঁসিতে লটকাইবার ভার ইহারই উপর অর্পিত হইয়াছিল! যে ব্যক্তি কাল সকালে আটটার সময় মাকড়সাকে বধমঞ্চে লইয়া গিয়া ঝুলাইয়া দিত তাহাকেই আজ এখানে নিহত হইতে হইল, আর মাকড়সা কারাকক্ষে সুস্থ দেহে বসিয়া আছে! এ অবস্থায় কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে—কে বলিতে পারে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এই জল্লাদটা এখানে মরিতে আসিল কেন?"

কুট্‌স বলিলেন, "এখন আমার স্মরণ হইতেছে, এই জল্লাদই এই দোকানের মালিক। সে জেলখানায় জল্লাদের কায করিলেও অবসর কালে এই দোকান চালাইত, এখানেই সে বাস করিত। মাকড়সা তাহার কারাকক্ষে আবদ্ধ থাকিয়াই জল্লাদের মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে পাইলে আনন্দে নাচিতে আরম্ভ করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জুজু বুড়ো বোধ হয় অনেক পূর্ব্ব হইতেই নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে!"

* * * *

একটি বলিষ্ঠদেহ, পীতাভবদন যুবক জাহাজের কুলীর পরিচ্ছদে কালো যেকের মদের আড্ডায় (drinking den) প্রবেশ করিয়া মদ্য-বিক্রেতার রেলিংঘেরা অপরিচ্ছন্ন কাঠরার গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার হাতে মদ্যপূর্ণ একটা নোংরা গ্লাস। তাহার চতুর্দ্দিকে হট্টগোল। জাহাজের খালাসী, কুলী, সাধারণ শ্রমজীবী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মাতালের দল ছিন্নপ্রায় পরিচ্ছদে তাহার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হল্লা করিতেছিল; সামান্য কারণে বা অকারণে, হয় ত তুচ্ছ কথা লইয়া বিবাদ আরম্ভ

করিয়াছিল ; কেহ দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল, কেহ বা এক জনের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। সকলেই নিজেদের খেয়ালে মজগুল ; সেই যুবকের প্রতি কাহারও দৃষ্টি ছিল না। তাহাকে দেখিয়া ডকের সাধারণ কুলী বলিয়াই মনে হইত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের সুযোগ্য সহকারী ছদ্মবেশী স্মিথ।—সে ডান রোপারের সন্ধানে এই আড্ডায় আসিবার জন্য মিঃ ব্লেকের অনুমতি লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল—ইহা পাঠক পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে।

স্মিথ সেই আড্ডায় প্রবেশ করিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যে সকল শ্রমজীবী সেই আড্ডায় মদ্য পান করিতে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, মাতাল হইয়া ঢলাঢলি করিতেছিল, বা স্খলিত পদে চারি দিকে ঘুরিয়া শিকার-সন্ধান করিতেছিল, স্মিথ তাহাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল এবং যেখানে দুই চারি জন একত্র মিলিয়া নিম্নস্বরে আলাপ বা পরামর্শ করিতেছিল, সে তাহাদের অদূরে দাঁড়াইয়া অন্য দিকে চাহিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। ডান রোপার ও জুজু বুড়ো সম্বন্ধে সে কোন কথা শুনিতে পায় কি না, তাহাদের সেখানে দেখিতে পায় কি না এই উদ্দেশ্যে সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই স্থান ত্যাগ করিল না।

স্মিথ সেখানে নানা বর্ণের ইতর শ্রমজীবিদের দেখিতে পাইল ; তাহাদের মধ্যে চীন দেশীয় কুলী ও জাহাজের নস্কর ছিল, স্থূলওষ্ঠ নিগ্রোরা সেখানে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং ডকের বহুসংখ্যক মজুর পানানন্দে বিভোর হইয়া পিয়েনো বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেছিল ; একটা লোক কিছু দূরে বসিয়া একটা ভাঙ্গা পিয়েনোতে সুর দিতেছিল। স্মিথ ঐ সকল লোকের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার আশা পূর্ণ হইল না ; সে ডান রোপার বা জুজু বুড়োর সন্ধান পাইল না।

কিছুকাল পরে কালো যেক দেশলাইয়ের একটা কাঠী দিয়া দাঁত খোঁচাইতে খোঁচাইতে পশ্চাতের একখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারও

পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতার সম্পূর্ণ অভাব। স্মিথ তাহাকে চিনিত না, কিন্তু তাহার মুরুব্বিথানা দেখিয়া তাহার ধারণা হইল—এই লোকটাই সেই আড্ডার মালিক; কিন্তু একটা মাতাল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি হে যেক! ঘরের কোণ হইতে বাহির হইয়াছ যে! আমরা এতগুলি অতিথি তোমার আড্ডায় একটু আমোদ করিতে আসিয়াছি, আর তুমি আমাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাও না! কি অন্যায়!"

কালো যেক দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "এ ত তোমাদেরই ঘর বাড়ী, আমি তোমাদের ভাঁড়ারী বৈ ত নই! টাকা ঝাড়, মাল টানো, আর হুশো মজা উড়াও! আমি ত তোমাদের স্ফূর্ত্তি যোগাইতেই আছি।"

অতঃপর সে মদ্যের পরিবেসককে নিম্নস্বরে দুই একটি কথা বলিয়া বাঁ হাতখানি সম্মুখে তুলিয়া ঘড়িটা দেখিয়া লইল, এবং গুণ-গুণ স্বরে গান করিতে করিতে তাহার বাস-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

স্মিথ আর এক গ্লাস মদ লইয়া গ্লাসটা ওষ্ঠে স্পর্শ করিল বটে, কিন্তু গ্লাসের মদ তাহার মুখে না পড়িয়া নীচে পায়ের কাছে পড়িল। সে মদের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া মুখ মুছিয়া মনে মনে বলিল, "ঐ বেটা কালো যেক? নোংরা বাঁদর! যদি আমি এখানে আসিয়া কোন কাদা পাঁকের গর্ত্তে পড়িতাম তাহা হইলেও—আমি এই নোংরা যায়গায় কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া যে অশুচি বোধ করিতেছি, তাহাতে ততখানি অশুচি ও অস্বস্তি বোধ করিতাম না। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সখ করিয়া এই ফ্যাসাদে পা দিয়াছি! কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারিয়া যদি একাকী বাড়ী ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে কি করিয়া কর্ত্তাকে মুখ দেখাইব?"

স্মিথ পুনর্ব্বার সেই কক্ষে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। সেই কক্ষের এক দিকের দেওয়ালে একটি ঘড়ি ঝুলিতেছিল; স্মিথ একবার ঘড়িটার দিকে চাহিয়া সময় দেখিয়া লইল। মুহূর্ত্তপরে অন্য দিকে একটা ঘণ্টা বাজিল, কালো যেক সেই শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সশব্দে অর্গল আঁটিয়া দিল।

দুই এক মিনিটের মধ্যেই সেই কক্ষের সকল কোলাহল যেন মন্ত্রবলে থামিয়া গেল, এবং চতুর্দ্দিকে সহসা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। যাহারা হো-হো শব্দে হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল, তাহারা হাসি বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া বসিল,এবং সভয়ে চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল; যাহারা উৎসাহ ভরে খোসগল্প করিতেছিল, তাহাদের গল্পস্রোত মধ্য-পথে অবরুদ্ধ হইল। যে লোকটা মনের আনন্দে পিয়েনোর ক্ষয়িতপ্রায় চাবী-গুলির উপর অঙ্গুলি চালাইয়া বেসুরো শব্দ-তরঙ্গে সেই কক্ষ প্লাবিত করিতেছিল তাহার অঙ্গুলিগুলি সহসা অচল ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পাশে তখনও আধ গ্লাস মদ তাহার অবসরের প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল। সে একবার চতুর্দ্দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া তাড়াতাড়ি সেই গ্লাসটা হাতে তুলিয়া লইল, এবং গ্লাসের মদটুকু গলায় ঢালিয়া দিয়া গ্লাসটা সরাইয়া ফেলিল।

স্মিথের ঠিক পাশে একটা জাহাজী লস্কর বসিয়া ঝিমাইতেছিল, এবং তাহার পার্শ্বস্থিত মদের গ্ল্যাসটার দিকে এক একবার স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া আলস্যভরে চক্ষু মুদিতেছিল। সে সহসা যেন বক্ষঃস্থলে বিজলি-প্রবাহের বেগ অনুভব করিল, এবং ত্রস্তভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গ্লাসটা তাড়াতাড়ি কম্পিতহস্তে তুলিয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের মদটুকু তাহার উদর-গহ্বরে আশ্রয় লাভ করিল; গ্লাসটা সে চেয়ারের নীচে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সুপ্রশস্ত কক্ষের সকল লোক অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "সামাল, ভাই সকল, সামাল! জুজু বুড়োর সাড়া পাওয়া গিয়াছে; কর্ত্তা এখনই আসিয়া পড়িবে।"

এ কথা শুনিয়া স্মিথ সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিল, তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। যাহার নামে লোকগুলার এত ভয়, যাহার আগমন-সম্ভাবনায় সকলেই এইরূপ সন্ত্রস্ত ও সংযত, সে কিরূপ লোক? তাহাকে দেখিবার জন্য স্মিথের হৃদয় কৌতূহলে পূর্ণ হইল; কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল!

মুহূর্ত্ত পরে একখানি বেগবান বৃহৎ মোটর-কার দ্রুতবেগে সেই আড্ডার সম্মুখস্থ দ্বার অতিক্রম করিয়া সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্বারের এক পার্শ্বে হঠাৎ থামিয়া গেল। গাড়ীর দরজা খুলিবার পর চক্ষুর নিমেষে তাহা নিঃশব্দে বন্ধ হইল। কালো যেকের আড্ডার পশ্চাদ্বারও সেই মুহূর্ত্তে খুলিয়া সশব্দে রুদ্ধ হইল। তাহার পর কালো যেকের খাস-কামরা হইতে বিভিন্ন কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া স্মিথের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই স্বর-লহরী অস্ফুট হইলেও স্মিথ বুঝিতে পারিল কালো যেকের খাস-কামরায় মাকড়সার কোন কোন অনুচরের বা কালো যেকের সহিত জুজু বুড়োর গুপ্ত পরামর্শ আরম্ভ হইয়াছে।

স্মিথের মনে হইল তাহার মস্তকের কেশরাশি কণ্টকিত হইয়াছে, তাহার ধমণীতে শোণিতের স্রোত যেন খরতর হইল! সে বুঝিতে পারিল জুজু বুড়ো সম্বন্ধে তাহার অনুমান মিথ্যা নহে, এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম ও পরিচয় যাহাই হউক—সে মাকড়সার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, (right-hand man) মাকড়সার অনুচরবর্গের নব-নির্ব্বাচিত অধিনায়ক, এবং দস্যু-দলের উপর তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ, সম্ভবতঃ মাকড়সার অপেক্ষাও অধিক; সে সত্যই কালো যেকের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছে! কিন্তু স্মিথ সেই রহস্যাবৃত মানুষটির কয়েক গজ মাত্র দূরে থাকিয়াও তাহাকে দেখিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিল না!

সেই আড্ডায় যাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের স্ফূর্ত্তি হঠাৎ মাঠে মারা গেল; তাহারা সকলেই কি এক অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিল! জুজু বুড়ো হঠাৎ সেই সময় সেই আড্ডায় উপস্থিত হইবে ইহা তাহারা জানিত না, তথাপি বিষধর সর্প শশকের বাসস্থানের নিকট উপস্থিত হইলে শশক যেমন সংস্কারবলে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে, ইহারাও সেইরূপ জুজু বুড়োর সান্নিধ্য অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কারাগারেও এইরূপ উৎকণ্ঠাপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে—যেদিন প্রভাতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন অপরাধী কারাকক্ষ হইতে বধমঞ্চে নীত হয়।

কিন্তু কালো যেকের আড্ডার নিস্তব্ধতা দুই তিন মিনিটের অধিক স্থায়ী না হইলেও সেই সময়টুকু এক ঘণ্টা দীর্ঘ বলিয়াই স্মিথের ধারণা হইল! যে লোকটা সেই আড্ডায় সমাগত শ্রমজীবীদের নিকট মদ্য বিক্রয় করিতেছিল সে তাহাদের ঐ প্রকার সন্ত্রস্ত ও কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং তাহাদের আকস্মিক সঙ্কোচের কারণ বুঝিতে না পারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমাদের রকমটা কি বল ত শুনি! তোমরা সকলেই কি এক সঙ্গে বোবা হইয়া গিয়াছ? তোমরা মাটীর পুতুলের মত স্থির ভাবে বসিয়া কান খাড়া করিয়া কি শুনিতেছ তাহা আমাকে বলিবে না?"

মদ্যবিক্রেতা বিস্ময়ব্যাকুল ঘূর্ণিত নেত্রের দৃষ্টি অদূরবর্ত্তী স্মিথের মুখের উপর সন্নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিল এই কুলী-যুবক তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; সে সেখানে নবাগত! স্মিথ তাহার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখভঙ্গি করিল; সে তখন এতই অন্যমনস্ক হইয়াছিল যে, নিজেকে সংযত করিয়া রাখা তাহার অসাধ্য হইল!

সহসা মেঘমালা অপসৃত হইয়া যেন সূর্য্যোদয় হইল! পুনর্ব্বার সেখানে আনন্দ-কল্লোল আরম্ভ হইল।—অন্ধকার কাটিয়া গেল। পূর্ব্ববৎ মহা উৎসাহে মদ্যপান চলিতে লাগিল। সকলে অসঙ্কোচে গল্প করিতে লাগিল। ভাঙ্গা পিয়েনোটা আবার বাজিয়া উঠিল। যেন সকল সঙ্কোচ ও উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হইল। মদের গ্লাস ও বোতলের সংঘর্ষণে ঠুন্-ঠুন্ শব্দ উঠিয়া তাহা চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

স্মিথ কালো যেকের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল সেই কক্ষের দ্বার তখনও পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ! সে উৎসাহিত হইয়া মনে মনে বলিল, "জুজু বুড়ো এখনও ঐ ঘরে বসিয়া আছে! আমি তাহার চেহারখানা একবার দেখিয়া লইব, এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিব না; আর সে এখানে কেন আসিয়াছে—তাহা জানিতে পারিলে আমার এইভাবে সময় নষ্ট ও নোংরা যায়গায় আসিয়া কষ্টভোগ করা কতকটা সার্থক হইবে।"

স্মিথ মিঃ ব্লেককে এ সকল কথা জানাইয়াছিল। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে

মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে সংবাদ দিলে তাঁহারই নিকট সরকারী জল্লাদ উইলিয়ম হর্ষ্টপয়েন্টের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইয়াছিল।

স্মিথ আর এক গ্লাস মদ লইয়া পানের অভিনয় শেষ করিল। সেই গ্লাসের মদও সে অধর-প্রান্ত দিয়া ধীরে ধীরে মেঝের উপর ঢালিয়া দিল; তাহার পর গম্ভীর ভাবে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সে যখন টেবিল চেয়ারগুলির পাশ দিয়া চলিতে লাগিল তখন মদ্য-বিক্রেতা ভিন্ন অন্য কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। অতঃপর সে দ্বারের বাহিরে পদার্পণ করিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

স্মিথ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়া চলিতে চলিতে দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সে যে পথে চলিল তাহার এক দিকে কালো যেকের সেই আড্ডা 'নিগ্রোজ হেড্'।

সে ধীরে ধীরে নিগ্রোজ হেডের পশ্চাতে উপস্থিত হইল।—সেখানে গাঢ় অন্ধকার বিরাজিত; সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে যেন কাহার আরক্ত নেত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল; যেন সেই অন্ধকারে কোন কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য ক্রোধরক্তিম নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল!—তাহা একখানি বৃহদাকার মোটর-গাড়ীর পশ্চাতের লাল আলো। (tail-lamp of the car) সে কিছু কাল পূর্ব্বে এই গাড়ীই কালো যেকের আড্ডার সম্মুখ দিয়া সবেগে ধাবিত হইতে দেখিয়াছিল।

স্মিথ সেই গতিহীন শকটের পাশ দিয়া চলিবার সময় দেখিল গাড়ীখানি যেমন বৃহৎ, সেইরূপ উৎকৃষ্ট। সে সেই গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত লাল আলোকে তাহার নম্বর দেখিতে পাইল, এবং একটি পেন্সিল বাহির করিয়া সেই সংখ্যাগুলি তাহার সার্টের সাদা আস্তিনে লিখিয়া রাখিল। তাহার মনে হইল—এই সংখ্যাগুলি ভবিষ্যতে কাযে লাগিতে পারে। সে সেই গাড়ীতে আরোহী বা সোফেয়ারকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে সে বিস্মিত হইল না; কারণ তাহারা উভয়েই সেই গাড়ী সেখানে রাখিয়া কালো যেকের খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল।

স্মিথ সেই গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া যেকের আড্ডার একটি প্রাচীর দেখিতে পাইল। প্রাচীরটি অনুচ্চ; তাহার উর্দ্ধে একটি জানালা ছিল। সে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর লাফাইয়া উঠিয়া সেই প্রাচীরস্থিত জানালার নীচের ধারী দুই হাতে চাপিয়া ধরিল এবং উভয় বাহুর পেশীর উপর দেহের ভর রাখিয়া দুই ঝুলে সেই প্রাচীরের ধারীর উপর উঠিয়া বসিল।

সেই জানালার কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল; স্মিথ তাহার ভিতর দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ আলোক-ধারা দেখিতে পাইল।

স্মিথ ধারীর উপর বসিয়া জানালার কপাট আর একটু ফাঁক করিয়া গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল। গৃহ-কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত; সেই আলোকে তাহার চক্ষু প্রথমে ধাঁধিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সে বুঝিতে পারিল সেই কক্ষটিই কালো যেকের খাস-কামরা। সহসা তাহার চক্ষু আনন্দে প্রদীপ্ত হইল; উৎসাহে তাহার বক্ষঃস্থল চঞ্চল হইল।

স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। সে সেই কক্ষে কালো যেক এবং আর একটি লোককে দেখিতে পাইল। সে বুঝিতে পারিল এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই জুজু বুড়ো!

কালো যেক অগ্নিকুণ্ডের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্মিথ জানালার ফাঁক দিয়া তাহার মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। তাহার মুখ গম্ভীর, ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল—যেন সে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত! সে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া জুজু বুড়োর কথা শুনিতেছিল। স্মিথ জুজু বুড়োর মুখ দেখিতে পাইল না; তাহার পিঠ তখন সেই জানালার দিকে ফিরানো ছিল। (his back turned towards the window)

স্মিথ রুদ্ধনিশ্বাসে বসিয়া রহিল; কিন্তু জুজু বুড়ো একবারও মুখ ফিরাইয়া জানালার দিকে চাহিল না। একটি সুদীর্ঘ মেল্‌টন কোটে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, এবং মাথায় ছত্‌রিদার টুপি। লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান, তাহার উভয় হস্ত দস্তানায় আবৃত।

অসহিষ্ণু স্মিথ মনে মনে বলিল, "ঐ লোকটাই জুজু বুড়ো; কিন্তু যদি

কোন উপায়ে উহার মুখ দেখিতে পাইতাম! লোকটা একবারও যে মুখ ফিরাইল না!"

স্মিথ তাহার কোন কথাও শুনিতে পাইল না; জুজু বুড়ো অস্ফুট স্বরে কথা বলিতেছিল; কালো যেক নির্ব্বাক, সে একটিও কথা বলিল না।

অবশেষে জুজু বুড়ো উঠিয়া দাঁড়াইল, সে দাঁড়াইয়া তাহার কোটের বোতাম আঁটিতে লাগিল। স্মিথের আশা হইল, মুহূর্ত্ত পরেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে, তাহা হইলেই সে তাহার মুখ দেখিতে পাইবে।

স্মিথ উৎসাহিত ভাবে জানালার ধারীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আশা হইল এইবার সে জুজু বুড়োর মুখ দেখিবে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আড়াল হইতে কেহ স্মিথের মাথায় সবেগে হাতুড়ি ঠুকিল! সেই প্রচণ্ড আকস্মিক আঘাতে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। সে সেই ধারী হইতে প্রাচীরের নীচে নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই স্থানেই মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

* * *

স্মিথের চেতনা-সঞ্চার হইলে সে বুঝিতে পারিল তাহাকে কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্যাঁতা, নোংরা কক্ষে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত থাকায় সে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার হাত পা উভয়ই দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ ছিল। তখনও সে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির! তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল এবং নীরস মুখের ভিতর কে যেন ধূলা মাড়িয়া দিয়াছিল!

সেই কক্ষের একটি জানালার ফাঁক ছিল; তাহার ভিতর দিয়া একটি ক্ষীণ আলোক-বিন্দু সেই কক্ষের এক কোণে প্রতিফলিত হইতেছিল। কিন্তু স্মিথ তাহার সাহায্যে কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল সে চারি দিকে কিচ্-কিচ্ শব্দ শুনিতে পাইল; অবশেষে একটা চতুষ্পদ প্রাণী তাহার দেহের উপর উঠিয়া তাহার গালে এক কামড় দিল! স্মিথ বুঝিল, ইঁদুরের পাল তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সে রজ্জুবদ্ধ পিছমোড়া হাত নাড়িয়া ইঁদুরটাকে তাড়াইয়া

দিল। তাহার ধারণা হইল—তাহাকে কোন গুদাম-ঘরে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

হঠাৎ তাহার পায়ের উপর আর দুইটা ইঁদুর উঠিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। স্মিথ ইঁদুর দুইটিকে দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য পা ঝাড়িল। সেই সময় তাহার পা দু'খানি দ্বারা তাহার পদপ্রান্তে শায়িত কোন লোকের বুকের উপর ধাক্কা লাগিল!

তাহার পা যাহার বুকে পড়িল সেই ব্যক্তি ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "কে রে বেল্লিক! মানুষের বুক তোর পা ঝাড়িবার যায়গা? জুতো শুদ্ধো পায়ের গুঁতো আমার বুকে?—সরাইয়া নে তোর পা!"

স্মিথ বলিল, "বাস্ রে! তুমি আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আছ তা' কিরূপে বুঝিব? তোমার দশাও বুঝি আমারই মত? কিন্তু কে তুমি? আমার কসুর মাফ কর, রাগ ক'র না দাদা!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমি কে? নাম বলিলে কি আমাকে চিনিতে পারিবে? আমার নাম ডান রোপার।"

স্মিথ বন্ধন-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি ডান রোপার? কি আশ্চর্য্য! আমি যে তোমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

"বটে! তবে ত তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, আমার সন্ধান পাইয়াছ।" বলিয়া ডান রোপার অন্ধকারে হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল।

চতুর্থ কল্প

বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো !

যে দিন প্রভাতে আটটার সময় মাকড়সার ফাঁসি হইবার কথা, সেই দিন প্রত্যূষে একজন লোক পেণ্টনভিল কারাগারের দেউড়ির সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমার নাম লেমুয়েল সোয়াইন ; আমি ম্যাঞ্চেষ্টারের সরকারী জল্লাদ, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীদের ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দেওয়াই আমার কায। আমি ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আসিতেছি।"—লোকটিকে শাস্ত্র শিষ্ট বলিয়াই মনে হইল। চক্ষুর দৃষ্টি কোমলতাপূর্ণ। তাহার কথা-বার্ত্তায় বা প্রকৃতিতে জল্লাদসুলভ রূঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল না।

এই জল্লাদ একজন সহকারীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, তাহার হাতে একটি কালো ব্যাগ ছিল ; কাহাকেও ফাঁসি দিতে হইলে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন তাহা তাহার সেই ব্যাগে সঞ্চিত ছিল।

কিংস্ ক্রশ পল্লীর ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীটে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সংবাদ প্রচারিত হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই সোয়াইনকে অবিলম্বে পেণ্টনভিলে উপস্থিত হইবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। পেণ্টন্‌ভিল কারাগারের জল্লাদ উইলিয়ম হষ্ট পয়েণ্ট তাহার তামাকের দোকানে কি ভাবে হঠাৎ নিহত হইয়াছিল—তাহার একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা সেই দিনের প্রাভাতিক দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হওয়ায় তাহা পাঠ করিয়া নাগরিকবর্গের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই কাণ্ডের কারণ যাহাই হউক, বা যে উদ্দেশ্যেই জেলখানার সরকারী জল্লাদকে হত্যা করা হউক, মাকড়সার দলভুক্ত দস্যুগণই যে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, এবিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছিল ; কারণ নিহত জল্লাদের ললাটে মাকড়সার চিত্রাঙ্কিত টিকিট আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মাকড়সার অনুচরবর্গের

ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্য অন্য কোন হত্যাকারী এই কৌশল অবলম্বন করিতে পারে—এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পায় নাই। মাকড়সার অনুচরেরা ঐরূপ কার্য্য বহুবারই করিয়া আসিয়াছিল; মাকড়সার অনেক শত্রু এই ভাবেই নিহত হইয়াছিল; সুতরাং মাকড়সার প্রাণদণ্ডের ভার যাহার উপর ন্যস্ত ছিল, তাহাকে মাকড়সার শত্রু বলিয়া গণ্য করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পেণ্টনভিলের কারাগারের দেউড়িতে যে ওয়ার্ডার পাহারায় ছিল সে জল্লাদ লেমুয়েল সোয়াইন ও তাহার সহকারীর পরিচয় পাওয়ায় তাহাদিগকে জেরা করা অনাবশ্যক মনে করিয়া কারাগারের অভ্যন্তরে লইয়া গেল। তখন বেলা সাতটার অধিক হয় নাই। তখন কালিডোনিয়ান রোডের পার্শ্বস্থিত সেই বিশালায়তন কারাগারের সর্ব্বত্র নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজিত ছিল; যেন তখনও তাহা নিদ্রাঘোরে সমাচ্ছন্ন! সেই নিস্তব্ধতায় তাহার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীরা তখনও বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিল। কারাধ্যক্ষ তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বাস-কক্ষের বাহিরে আসেন নাই। কারাগারের সেরিফ, ডাক্তার ও অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীরা তখনও দৈনন্দিন কার্য্যে যোগদান করেন নাই।

কারাধ্যক্ষের আফিসের কার্য্য তখন আরম্ভ করিবার সময় না হইলেও সরকারী কাযে গাফিলী করিবার উপায় নাই; আইনানুযায়ী সকল কায করিতেই হইবে; (the law must take its course.) এজন্য ওয়ার্ডার কারাধ্যক্ষের বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল, "জল্লাদ সোয়াইন ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে; সে বধ-মঞ্চে গিয়া মঞ্চের তক্তা প্রভৃতি পরীক্ষা করিতেছে।"

কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন কারবেল কারারক্ষীর কথা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে তাঁহার সুদীর্ঘ গোঁফে তা' দিতে লাগিলেন। তিনি দীর্ঘকাল হইতে কারাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার হাত দিয়া অনেক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীর ফাঁসি হইয়াছিল। কারাগারের বিধানানুসারে

তিনি এযাবৎ কাল যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন ; যে জল্লাদের হস্তে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ভার ছিল সেই জল্লাদও তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল, অপরাধীর প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে আর কখন তাঁহাকে নূতন জল্লাদ নিযুক্ত করিতে হয় নাই ; কিন্তু এবার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে, ম্যাঞ্চেষ্টারের কারাগার হইতে জল্লাদ আনাইয়া লইতে হইয়াছে।

পেণ্টনভিল কারাগারের ডাক্তার ষ্টরজেস্ একটা সিগারেট মুখে গুঁজিয়া তাহা ধরাইয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মাকড়সার মত অসাধারণ অপরাধী পেণ্টনভিল-কারাগারে আর কখন আবদ্ধ হয় নাই ; সে আজ প্রত্যুষে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, আমি তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে সে বলিল, তাহার একটু মাথা ধরিয়াছে ; অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, হাওয়া বদলাইলে তাহা তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হইবে কি না।" (a change of air would be beneficial to his health.)

কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "লোকটা আমাকে বিরক্ত করিয়া মারিতেছে ! তাহার কোন সৎপ্রবৃত্তি নাই, বিবেকও নাই। হোম-সেক্রেটারী আমাকে ফোন করিয়া জানাইয়াছেন, যে মুহূর্ত্তে ফাঁসে ঝুলিয়া তাহার মৃত্যু হইবে সেই মুহূর্ত্তেই সেই সংবাদ যেন তাঁহার গোচর করা হয়।"

ডাক্তার তাঁহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হষ্ট পয়েণ্টের হত্যাকাণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। আমি ডিটেক্‌টিভ না হইলেও একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি—মাকড়সার দলভুক্ত দস্যুরা তাহার হত্যাকাণ্ডের পরও নানাভাবে শান্তিভঙ্গ করিবে ; কিন্তু তাহারা আর যাহাই করুক, আইনের বিধান লঙ্ঘন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, অর্থাৎ মাকড়সার প্রাণ রক্ষার জন্য তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। তাহাকে কারাগার হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া তাহাদের অসাধ্য ; আর পনের মিনিট পরে পৃথিবী হইতে মাকড়সার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।"

মাকড়সা সে সময় তাহার কারা-প্রকোষ্ঠের শয্যায় বসিয়াছিল। সে তখন একটা সিগারেট মুখে গুঁজিয়া তৃপ্তির সহিত ধূমপান করিতেছিল। কারাগারের সাধারণ কয়েদীগণকে ধূমপান করিতে দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত কোন কয়েদী ধূমপানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহার সেই আব্‌দার উপেক্ষিত হয় না। সে সিগারেট টানিতে টানিতে দুইজন গম্ভীরপ্রকৃতি স্বল্পভাষী কারাপ্রহরীকে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতেছিল। প্রহরীদ্বয় জানিত তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; এ জন্য তাহারা তাহার অশ্রাব্য গালাগালি নীরবে সহ্য করিতেছিল।

কারাগারের দেউড়ির বাহিরে তখন অধিক লোকের সমাগম ছিল না। দেউড়ির বাহিরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল। তাহারা বাহিরের লোকজনদের দেউড়ির নিকট ভীড় করিতে দিবে না এইরূপ আদেশ পাইয়াছিল এবং সতর্ক ভাবে সেই আদেশ পালন করিতেছিল। সূর্য্যোদয়ের পর কালিডোনিয়ান রোড দিয়া জনপূর্ণ ব'সও পণ্যদ্রব্যপূর্ণ শকটসমূহ যাতায়াত করিতে লাগিল। পুলিশ তাহাদের গমনাগমন রহিত করিবার আদেশ পায় নাই।

* * * * *

মিঃ রবার্ট ব্লেক তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের ভবনের উপবেশন-কক্ষে চিন্তাকুল চিত্তে একাকী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর; তিনি এক একবার অধীর ভাবে ঘড়ির দিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহার প্রাভাতিক আহার্য্য দ্রব্য তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল—তাহা স্পর্শ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত, এবং চক্ষুতে গভীর উৎকণ্ঠা প্রতিফলিত।

তখন বেলা সাতটা, তাহার এক ঘণ্টা পরে অর্থাৎ আটটার সময় মাকড়সার ফাঁসি হইবে। স্মিথ তখন পর্য্যন্ত অনুপস্থিত। পূর্ব্ব-দিন রাত্রি আটটার সময় সে ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করিয়াছিল; তাহার কিছু কাল পরে যে কালো যেকের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিতেছিল, এবং সেই সময় সে একবার বাহিরে আসিয়া টেলিফোনে মিঃ ব্লেককে সেই সংবাদ জানাইয়াছিল। তাহার

পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাহার আর কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই ; তাহার বাড়ী ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইলে সে তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু ব্লেকের মনে হইল সে কোন প্রকারে বিপন্ন না হইলে সারারাত্রি বাহিরে কাটাইত না, অন্ততঃ তাঁহাকে একটা সংবাদও পাঠাইত ; কিন্তু এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। প্রভাতেও স্মিথকে ফিরিতে না দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাহার বিপদের আশঙ্কায় এরূপ ব্যাকুল হইলেন যে, খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন যদি সে ডান রোপারের সন্ধান পাইত, তাহা হইলে সেই সংবাদ তাঁহাকে জানাইত ; কিন্তু যদি সে ডান রোপারের ন্যায় সহসা রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হইয়া থাকে, যদি সে মাকড়সার অনুচরবর্গের কবলে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আর ফিরিবার আশা নাই !—মিঃ ব্লেকের মনে এই আশঙ্কাই প্রবল হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা কালো কফি পান করিলেন। তাহার পর তিনি ঘড়ির দিকে পুনর্ব্বার চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন মাকড়সার প্রাণদণ্ডের আর আধ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব নাই ; সুতরাং তাহার পর নিরুদ্দিষ্ট ডান রোপারেরও ইহজীবনের অবসান হইবে বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। তিনি ভাবিলেন পেণ্টনভিল কারাগারের জল্লাদ উইলিয়ম হর্ষ্টপয়েণ্ট যে ভাবে নিহত হইয়াছিল মাকড়সার অনুচরবর্গ ডান রোপারকেও হয় ত সেই ভাবেই ফাঁস দিয়া হত্যা করিবে।

কিন্তু স্মিথের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে ? মিঃ ব্লেক তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন মাকড়সার অনুচরেরা যদি তাহাকে চিনিতে পারিয়া আটক করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে ফিরিয়া পাইবার আর কোন আশা নাই !

স্মিথের স্বাধীন ভাবে কায করিবার শক্তি থাকিলে সে নিশ্চিতই

তাঁহাকে টেলিফোনে সংবাদ দিত ; কিন্তু সে যখন এই দীর্ঘকালেও তাঁহাকে কোন সংবাদ দিতে পারে নাই, তখন তাহার কোন না কোন বিপদ ঘটিয়াছে, মিঃ ব্লেক এইরূপই সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি ব্যাকুল ভাবে টেলিফোনের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; একবার তাঁহার আশা হইল স্মিথ হয় ত দুই চারি মিনিটের মধ্যে টেলিফোনে কোন সংবাদ দিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিবে।

দুই মিনিট পরে টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল ; তবে কি সত্যই তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে ? তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ব্যগ্রভাবে রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন। স্মিথের কণ্ঠস্বর অবিলম্বে তাঁহার কর্ণগোচর হইবে এই আশায় তাঁহার হৃদয় যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না ; তাঁহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল, কারণ তিনি টেলিফোনে সাড়া দিতেই গুণ্ডা ইগানের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সে কি স্মিথের কোন সংবাদ বলিতে পারিবে ? তিনি অধীরভাবে ইগানের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইগান উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক ! আপনিই কি আমাকে সাড়া দিলেন ? আমি পেণ্টনভিল জেলখানার কর্ত্তাকে টেলিফোনে দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু উহারা আমাকে কোন কথা বলিতে দিল না ! আপনি আমার কথাগুলা তাঁহাকে জানাইতে পারেন কি না একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি ? বিলম্ব করিলে কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিলম্ব ? বিলম্বে কোন্ চেষ্টা বিফল হইবে ?"

ইগান বলিল, "মাকড়সা জেলখানা হইতে পলায়ন করিলে জেলখানার প্রহরীরা ত দূরের কথা জেলখানার খোদ কর্ত্তার বাবা নিজে আসিয়া দৌড়াইয়া মরিলেও তাহাকে ধরিতে পারিবেন না।—সে কি কাহাকেও গ্রাহ্য করে ? তাহাকে ফাঁসে ঝুলিয়া মরিতে হইবে না। জুজু বুড়ো তাহার পলায়নের সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া তাহাকে জেলখানা হইতে কৌশলে বাহির করিয়া লইবায় ফন্দী করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! তুমি বলিতেছ কি ? তুমি কি হঠাৎ

ক্ষেপিয়া গিয়াছ? ইগান, তুমি কি জান না তোমার কথাগুলা অসম্ভব, পাগলের প্রলাপ মাত্র! সাধে কি আর তুমি জেলখানার অধ্যক্ষকে কোন কথা বলিবার অনুমতি পাও নাই?"

ইগান দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনার যাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই, তাহা আপনি অসম্ভব ভিন্ন আর কি বলিবেন? আপনি এখনও জুজু বুড়োর শক্তির পরিচয় পান নাই; এইজন্যই মনে করিতেছেন পেণ্টনভিলের কারাগার হইতে মাকড়সাকে বাহির করিয়া লওয়া, আইনের হুকুম বাতিল করা তাহার অসাধ্য! যাহারা আইনের হুকুম জারি করে, সেই হুকুম বাহাল রাখিবার জন্য তাহাদের লোক আছে। তাহাদের শক্তি আছে,অস্ত্র আছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অনেক কামান বন্দুক আছে; কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ বা প্রতিহত করিতে পারে—এ রকম শক্তিশালী লোক কি দুনিয়ায় নাই? বাহুবলই কি সকল বলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল? জানি না একথাগুলা আপনি পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন কি না। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি—আজ মাকড়সা ফাঁসে ঝুলিবে না। (the Spider won't hang to day) আমি এই সংবাদটা আপনাকে জানাইয়া রাখিতেছি। আপনি যদি তাড়াতাড়ি চেষ্টা না করেন তাহা হইলে মাকড়সার মুক্তিলাভে কেহই বাধা দিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "ডান রোপারের সংবাদ কি?"

ইগান অসহিষ্ণু স্বরে বলিল, "কর্ত্তার কোন সংবাদ আমি জানিতে পারি নাই। তাঁহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার সন্ধান নাই! কিন্তু আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করিয়া আর বিলম্ব করিবেন না মিঃ ব্লেক! আপনি এই মুহূর্ত্তেই পেণ্টনভিল জেলখানায় উড়িয়া যান। সেখানে কি কাণ্ড হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবেন; অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইবেন না বটে, তথাপি সেখানে মাকড়সার অনুকূলে কোন না কোন ব্যবস্থা হইতেছে—তাহা জেলখানার একবেটারও বুঝিবার শক্তি নাই!

নিরেট ওয়ার্ডারগুলা কেবল বোকার মত পাহারা দিতে আর কয়েদীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিতেই জানে। আমি আপনাকে যে সন্ধান দিলাম—তাহার আগাগোড়া সত্য ; আর—”

ইগানের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই টেলিফোন বন্ধ হইল ; হয় ত তাহাকে কেহ বলপূর্ব্বক সরাইয়া দিল, না হয় তাহাকে আর কথা কহিতে দেওয়া হইল না !

মিঃ ব্লেক ঘড়ির দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নম্বর বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে ব্যগ্রভাবে ডাকিতে লাগিলেন।

ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট ব্রাউন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে টেলিফোনে সাড়া দিয়া বলিল, “ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আফিসে নাই ; আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় তাঁহার আফিস-কামরায় বসিয়া আছি, কিন্তু তিনি কখন ফিরিবেন জানি না। আপনি ও রকম ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতেছেন কেন মিঃ ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন, “কুট্‌স আফিসে ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহাকে একটি সংবাদ জানাইবে—সেই সংবাদটি তুমি শুনিয়া রাখ।—তিনি ইগানের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন তাহা ব্রাউনকে বলিয়া রাখিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলিলেন, “গত রাত্রি হইতে স্মিথের কোন সংবাদ নাই, ইহাও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে জানাইবে।”

কিন্তু মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না ; তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পেণ্টনভিল কারাগারে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কয়েদী মাকড়সা তাহার কারা-প্রকোষ্ঠে শয্যার উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। সে নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করিতে করিতে তাহার প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইতে দেখিল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিতদ্বারের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিল ; মুহূর্ত্ত মধ্যে কয়েকজন লোক সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইল ; তাহারা মৃত্যুদূত ! মাকড়সাকে

বধমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য তাহারা সাজসজ্জা করিয়া সেখানে আসিয়াছিল। তাহাদের আড়ম্বর দেখিয়া মাকড়সার মুখে মৃদু হাসি ফুটিল।

সেই দলের প্রথমেই কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন কারবেল; তাঁহার পশ্চাতে জেলখানার পাদরী; তিনি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীকে মৃত্যুর পূর্ব্বে অপরাধ স্বীকার করিতে বলেন, তাহার অনুষ্ঠিত কুকার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে বলেন; তাহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করেন। এইরূপ নানাবিধ মামুলী অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সরকার হইতে বেতন পাইয়া থাকেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি শান্তপ্রকৃতির মানুষ, তাহার গাল দু'খানি লাল এবং তাহার চক্ষু দুটি নীল। কারাগারের অনেকেই তাহাকে চিনিত না; কিন্তু আসামীকে ফাঁসে লট্‌কাইয়া দেওয়াই তাহার কায।

এই শেষোক্ত ব্যক্তির হস্তে কদাকার পুরু চামড়ার ফিতা—জোড়া বগ্‌লস্ আঁটা; মোটা কার্পাস-সূত্র নির্ম্মিত একটি থলি—ইংরাজীতে যাহাকে 'হুড্' বলে। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন—এই ব্যক্তিই নবাগত জল্লাদ। তাহার সহকারী এবং কয়েকজন ওয়ার্ডার মুহূর্ত্তমধ্যে সতর্ক ভাবে মাকড়সাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের সঙ্গে তাহাকে বধমঞ্চের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে,—মহাপ্রস্থানের সময় আগতপ্রায়!

কারাধ্যক্ষ নীরস কঠোর স্বরে (in a hard, dry voice) বলিলেন, "ওহে বাপু কয়েদী! তোমার ইহলোকের মেয়াদ ফুরাইয়াছে—পরলোকে যাইবার সময় আসিয়াছে। আইনের আদেশ যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়—তাহারই ব্যবস্থা করা আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আমি সেই কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি।"

মাকড়সা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র সুগোল মাথাটা একবার সবেগে ঝাঁকাইয়া লইল; তাহার পর সে সমাগত বন্ধুগণের মুখের দিকে সকৌতুকে মিট্-মিট্ করিয়া চাহিয়া একটু হাসিল; সে হাসি তাচ্ছীল্যপূর্ণ ও অবজ্ঞামিশ্রিত—যেন তাহারা সকলেই তাহার কৃপার পাত্র!

সকলের মুখের দিকে চাহিয়া মাকড়সা সহর্ষ ভাবে বলিল, "মশায়রা ঠি

সময়েই এসেচো, এতে বেশ বুঝতে পারচি সরকারের নুন হজম ক'রে তোমরা তাদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করো না, এবং মোটা রকম ঘুষ-ঘাষ না পেলে যে নেমকহারামী করতে চাও না—এ কথা আমি অবিশ্বাস করি নে। তোমরা মনে ভাব্‌চো আমি ফাঁসির আসামী, প্রাণভয়ে হয় ত চোখের জলে তোমাদের জুতোর ধূলো—কাদা করে ফেল্‌ব; কিন্তু আমি বেশ জানি, এই স্যাঁতসেতে নোংরা, দুর্গন্ধময় আঁধার কুঠুরীতে শুয়ে ব'সে ও ঘুরে বেড়িয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেচি ভেবেই তোমরা কয়েকটি ছুঁচো একসঙ্গে জুটে আমাকে এই অন্ধকূপ হ'তে মুক্তি দিতে এসেচ। 'ছুঁচো' বল্‌লাম, এতে ক্ষাপ্পা হ'য়ো না মশায়রা! তোমাদের ঐ কথাগুলো ছুঁচোর কিচ্‌কিচ্‌ শব্দের মতই মনে হ'ল আমার!—বেশ চল, এই অন্ধকূপ ত্যাগ ক'রে বাইরে যাই; খোলা বাতাশে নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো। বেলা সাড়ে আটটার সময় আমাকে আবার একজন ভদ্দর লোকের নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে যেতে হবে কি না!—আমড়ার মত দুই চক্ষু কপালে তুলে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছ যে! আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হ'লো না—এই ভ্যাড়ার গোয়ালের রাখাল মশায়ের?"

যাঁহারা তাহাকে বধমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রথমে কিঞ্চিৎ সমবেদনার সঞ্চার হইলেও মাকড়সার অবজ্ঞাপূর্ণ কঠোর বিদ্রূপে তাঁহাদের হৃদয়ে করুণার উৎস পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল। নবাগত জল্লাদ মাকড়সার সম্মুখে আসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিল এবং তাহার উভয় হস্তে সেই স্থূল চামড়ার ফিতাটা বগ্‌লস্‌ দিয়া আঁটিবার চেষ্টা করিল; তাহা দেখিয়া মাকড়সা হাসিয়া বলিল, "হাষ্টপয়েণ্ট কি যমের বাড়ী থেকে কিছু কালের জন্য ছুটী নিয়ে এসে কর্ত্তব্য শেষ ক'রে যেতে পার্‌ল না? তোমাকে পাঠিয়েছে তার 'এক্‌টিনি' করতে? ওগো ভ্যাড়ার গোয়ালের রাখাল! তোমার ভাগাড়ের এই কুকুরটা ফাঁসের দড়ি চেনে তো?"

কারাধ্যক্ষ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি ভরে বলিলেন, "সেজন্য তোমার দুশ্চিন্তার ত কোন কারণ থাকিতে পারে না! এই লেমুয়েল সোয়াইন

কয়েক বৎসরে তোমার মত বারটা কয়েদীকে ফাঁসে লট্‌কাইয়াছে।—আজ তোমাকে দিয়া তেরজন হইবে।”

মাকড়সা বলিল, “কিন্তু তোমার তা দেখ্‌বার সুযোগ ঘট্‌বে না। তের সংখ্যাটা ভারী অপেয়ে ব'লে যে একথা বল্‌চি তা মনে ক'রো না। ও কুসংস্কার আমার নেই; কিন্তু আমি পূর্ব্বেই অন্য রকম বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেচি; তা তোমাকে জানানো দরকার মনে করি নি, কারণ আমি তোমার কোন তোয়াক্কা রাখি নে।”

জল্লাদ তাহার উভয় প্রকোষ্ঠ সেই চর্ম্মনির্ম্মিত ফিতায় আবদ্ধ করিয়া বগ্‌লস্ আঁটিয়া দিল। মাকড়সা তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না, বা তাহাকে বাধা দিল না।

পাদরী মহাশয় তখন একঘেয়ে সুরে প্রার্থনা-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহা শুনিয়া মাকড়সা কারাধ্যক্ষকে বলিল, “পরলোকের নৌকার ঐ মাঝিটাকে ঐ রকম কাঁদুনে-সুরে তার স্বর্গের বাবার দয়া ভিক্ষা করতে বারণ কর। বেটা এসেছে ত পেটের দায়ে পাদরিগিরি করতে, ওর ঐরকম ভণ্ডামী অসহ্য! আমি নরকেই যাচি, আর যেখানেই খুসী যাই—তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে বেটা! আমার হাড় ক'খানা গোরে ঢুক্‌বার অনেক আগেই ওর হাড়গুলা গোরের ভিতর ক্ষয় হবে তা বুঝি ও জানে না?”

যাহা হউক, মাকড়সার এইরূপ বীরদর্পে ফল হইল না; তাহাকে লইয়া সকলে বধ্যভূমিতে যাত্রা করিল। বধমঞ্চের নিকট উপস্থিত হইয়া মাকড়সা একবার উর্দ্ধদৃষ্টিতে সেই মঞ্চ নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু তাহাকে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিমর্ষ বলিয়া মনে হইল না। সে ফাঁসের দড়িগাছটা দেখিয়া দৃষ্টি ফিরাইল এবং যে সকল লোক তাহার প্রাণদণ্ড দেখিতে আসিয়াছিল তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

হঠাৎ মাকড়সা চমকিয়া উঠিল; তাহার মুখ বিকৃত হইল, চক্ষুতে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল। সে বিস্ফারিত নেত্রে সেরিফের পার্শ্বে দণ্ডায়মান মিঃ ব্লেকের সুদীর্ঘ গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইল!

মিঃ ব্লেককে সেই বধ্যভূমিতে উপস্থিত দেখিয়া মাকড়সা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অনিশ্চিত ভয়ে অভিভূত হইয়া কারাধ্যক্ষকে বিকৃত স্বরে বলিল, "এই হতভাগা পাজীটা এখানে কেন এসেচে—তা বল্‌তে পার কি কাপ্তেন ? এখানে মজা দেখ্‌বার জন্যে কে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল ? ঐ গোয়েন্দা ব্লেকের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা আছে আজ রাত্রে—ওরই বাড়ীতে ; আজ সকালে এখানে ত ওর সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা ছিল না ! ঐ গোয়েন্দাটা কি মনে করেছে আমার কথার খেলাপ হবে ? তাই কি তাড়াতাড়ি আজ সকালেই এখানে হাজির হয়েছে ?"

কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন কারবেল তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল্লাদকে তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ডান রোপারের সহকারী দাঙ্গাবাজ ইগান মিঃ ব্লেককে টেলিফোনে যে অনুরোধ করিয়াছিল, তদনুসারে কারাধ্যক্ষকে সতর্ক করিবার জন্যই তিনি মাকড়সার প্রাণদণ্ডের দুই মিনিট পূর্ব্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাকড়সা বধ্যভূমিতে নীত হইয়া বধমঞ্চে উঠিবার সময় যদি পলায়নের চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার সেই চেষ্টা বিফল করিবার জন্য মিঃ ব্লেক কারাধ্যক্ষের অনুরোধে শেষ মুহূর্ত্তে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের সময় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত অপ্রীতিকর কার্য্য। মিঃ ব্লেকও এইরূপ নিষ্ঠুর দৃশ্য দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন না ; তথাপি মাকড়সার প্রাণদণ্ডের সময় বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল, কারণ মাকড়সা শেষমুহূর্ত্তে পলায়নের চেষ্টা করিতেও পারে ; সুতরাং পলায়নের জন্য সে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিবে তাহা বুঝিতে না পারায়, সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহার ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইয়াছিল ; তবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষের কোন কার্য্যে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইবে না। তিনি সেখানে আসিয়া মাকড়সার পলায়নের কোন সুযোগ বা কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

মাকড়সা জল্লাদকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ ভরে বলিল, "আর বিলম্ব কি? মাচায় উঠে সকল কায শীঘ্র শেষ কর। মিঃ রবার্ট ব্লেকের সময় মূল্যবান। উনি আর বেশী সময় এখানে নষ্ট করতে পারবেন না। কায শেষ ক'রে আমি ওঁকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে চাই।"

জল্লাদ মাকড়সার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের উপর একবার চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর সে মাকড়সাকে ফাঁসে ঝুলাইবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। তদনুসারে তাহাকে মঞ্চের মধ্যস্থলে রক্ষিত জোড়াতক্তার উপর তুলিয়া তাহার পদদ্বয় বাঁধিয়া দেওয়া হইল। সে সেই তক্তার উপর দাঁড়াইয়া মুখ ঊর্দ্ধে একটু উচু করিয়া তুলিল। সেই সময় দড়ির ফাঁসটা তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইল। ফাঁসের গ্রন্থিটা তাহার বাঁ কানের নীচে উচু হইয়া রহিল। মিঃ ব্লেক বধমঞ্চের অদূরে দাঁড়াইয়া জল্লাদের প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহার কোন কার্য্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

বধমঞ্চের তলায় যে চালা-ঘর ছিল, তাহার নীচে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ পাদরী উচ্চকণ্ঠে সুর করিয়া সময়োচিত স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; তাঁহার সেই একঘেয়ে কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদ ও মর্ম্মান্তিক অন্তর্বেদনা পরিব্যক্ত হইয়া অপরাধীর অপকর্ম্মের জন্য তাহার পতিত আত্মার কল্যাণ-কামনায় সদাপ্রভুর করুণা-প্রার্থনায় চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অতঃপর জল্লাদ ফাঁসির অপরিহার্য্য অঙ্গ কয়েদীর মস্তকাবরণটি ঈষৎ ঊর্দ্ধে তুলিয়া তদ্দ্বারা মাকড়সার ক্ষুদ্র মস্তকটি আচ্ছাদিত করিল, এবং তাহা তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত নামাইয়া দিল।

এই কার্য্য শেষ করিতে কয়েক সেকেণ্ডের অধিক সময় না লাগিলেও মিঃ ব্লেক এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার মনে হইল এই সকল কায শেষ করিতে অত্যন্ত অধিক বিলম্ব হইতেছিল! তিনি জল্লাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে কোন ত্রুটি আবিষ্কার করিতে না পারিলেও, তাঁহার মনে হইল কোন কার্য্যে হয়ত ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, এবং কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কা প্রতি-

মুহূর্ত্তে ঘনীভূত হইতেছে। সকল কায নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আরব্ধ কার্য্যে হঠাৎ কি বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও তিনি সেই অপরিহার্য্য বিপদের আশঙ্কা দূর করিতে পারিলেন না।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মাকড়সার ধারণা হইয়াছিল ফাঁসে ঝুলিয়াও তাহাকে মরিতে হইবে না, সে মুক্তি লাভ করিবে; মৃত্যুভয়ে সে মুহূর্ত্তের জন্য কাতর হয় নাই! তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল, ইহা একটা কৌতুকাবহ অভিনয় বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল; জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য ইহার কারণ নহে, জীবনের স্থায়িত্বে অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভরতাই ইহার কারণ; কিন্তু মৃত্যুর চিরবিস্মৃতি-সমাচ্ছন্ন অন্ধকারপূর্ণ গহ্বর-প্রান্তে দাঁড়াইয়াও সে তখন মরিবে না তাহার এইরূপ বিশ্বাসের কারণ কি? তাহাকে ফাঁসে ঝুলিয়া মরিতে হইবে না—তাহার এরূপ ধারণা কেন হইল? —মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন জল্লাদ সেই বধমঞ্চের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক হাতে পকেট হাতড়াইতেছিল, এবং মাকড়সার পদতলস্থ জোড়া-তক্তা অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত ইস্পাতনির্ম্মিত উজ্জ্বল হাতলটি ধরিবার জন্য (to grip the bright steel lever) অন্য হাত বাড়াইতেছিল। সেই সময় তাহার পকেট হাতড়াইবার কি প্রয়োজন হইল, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেকের মনে খট্‌কা বাধিল; হঠাৎ তাঁহার মন সন্দেহে পূর্ণ হইল। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিলেন। প্রচ্ছন্ন সত্য বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত করিল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে এক লম্ফে জল্লাদ লেমুয়েল সোয়াইনকে জড়াইয়া ধরিলেন! তাহা দেখিয়া সেই স্থানে সমুপস্থিত সকল লোক বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন; কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, এবং মিঃ ব্লেকের এই অবৈধ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারায়, "হাঁ, হাঁ, কি করেন? কি

করেন ?” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া জল্লাদের হাত চাপিয়া-ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “থামো !”

আর থামো ! জল্লাদ এই ভাবে বাধা পাইবার পূর্ব্বেই সেই ইস্পাতের হাতল টিপিয়াছিল ; তাহার ফলে মাকড়সার পদতলস্থিত জোড়া-তক্তা দুই দিকে সরিয়া গেল এবং তাহার পায়ের নীচে ফাঁক হইয়া পড়িল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া মাকড়সা ঝুপ্ করিয়া ঝুলিয়া পড়িল ; কিন্তু যে রজ্জু দ্বারা তাহার গলায় ফাঁস দেওয়া হইয়াছিল তাহা উর্দ্ধস্থিত এড়ো কাঠে আবদ্ধ না থাকায় মাকড়সার দেহের ভারে সর-সর শব্দে খসিয়া পড়িল। মাকড়সা ফাঁসের দড়িতে শূন্যে না ঝুলিয়া সেই রজ্জুসহ বধমঞ্চের নীচে মাটীর উপর সোজা হইয়া পড়িয়া গেল।

মাকড়সার পদদ্বয় শূন্যে ঝুলিতে ঝুলিতে সবেগে মৃত্তিকা স্পর্শ করায় ‘ধপ্’ করিয়া একটা শব্দ হইল। এই ব্যাপারে দর্শকগণ সকলেই এরূপ বিস্ময়াভিভূত হইল যে, ক্ষণকাল কাহারও মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না ; সকলেই স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সকলে ‘কি হইল ? এ কি অদ্ভুত কাণ্ড !’ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

সর্দ্দার-ওয়ার্ডার মঞ্চের উর্দ্ধস্থিত এড়ো-বীমের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “দড়ি ! গলায় বাঁধা ফাঁসের দড়ি বীম হইতে খসিয়া নীচে পড়িয়াছে !’

কাপ্তেন কারবেল মিঃ ব্লেকের কার্য্যে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ব্লেক জল্লাদটাকে ও ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার কার্য্যে বাধা দেওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে মনে করিয়া কাপ্তেন কারবেল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, এ আপনার কিরূপ ব্যবহার ? আপনার এই অবৈধ অনধিকার-চর্চ্চার কারণ কি ? আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন ? আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে ?”

বধমঞ্চের নিম্নস্থিত ঘেরের ভিতর মুহূর্ত্তে যে কাণ্ড ঘটিল, তাহার ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া সকলেরই মনে কি ভাবের সঞ্চার হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। মিঃ ব্লেক লেমুয়েল সোয়াইনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এড়ো-

তক্তা দুইখানির মধ্যবর্ত্তী ফাঁকের কাছে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করায় সেই জল্লাদটার ব্যবহার ও ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল! সে সক্রোধে অধর দংশন করিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিতেছিল, এবং তাহার ক্রোধ রক্তিম বিস্ফারিত চক্ষু হইতে যেন আগুনের হল্‌কা বাহির হইতেছিল! মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে বনবিড়ালের মত তাঁহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া জর্জ্জরিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "উপরকার এড়ো বীমে ফাঁসের দড়ি না বাঁধিয়া তাহাতে কেবল জড়াইয়া রাখা হইয়াছিল! (it was only twisted round it) এই জল্লাদটা! যদি আসল লেমুয়েল সোয়াইন হয়, তাহা হইলে আমিও ভোল বদল করিয়া এখানে ঐ নামে পরিচিত হইতে পারিতাম।"

জল্লাদের অনুচরটি তখন আত্মরক্ষার জন্য জড়-সড় হইয়া বধমঞ্চের পাশে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সে যেন ভেল্‌কির সাহায্যে কোথা হইতে একটা নীলবর্ণ অটোমেটিক পিস্তল বাহির করিয়া, ব্লেকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিল; কিন্তু ব্লেক তখন সেই ছদ্মবেশী জল্লাদটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতেছিলেন। গুলী করিলে সঙ্গী আহত হইতে পারে ভাবিয়া সে মিঃ ব্লেককে গুলী করিতে সাহস করিল না।

কাপ্তেন কারবেল বিপদের আশঙ্কায় তাহাকে নিরস্ত্র করিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন; জাল জল্লাদের সঙ্গীটা জানিত কারা-কর্ম্মচারীরা মাকড়সাকে ফাঁসে লট্‌কাইবার জন্য বধ্যভূমিতে আসিবার সময় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসা প্রয়োজন মনে করেন নাই; তাঁহারা সকলেই তখন নিরস্ত্র, আত্মরক্ষার অসমর্থ। এই জন্য জাল জল্লাদের সঙ্গীটা কারাধ্যক্ষকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার ললাটে পিস্তল উদ্যত করিয়া বলিল, "ওরে আহাম্মুক, আমার সাম্‌নে থেকে সরে' যা। কেন বৃথা প্রাণ হারাবি? তোর সঙ্গীদেরও তফাতে সরে যেতে বল; নৈলে আমি তোদের সকলকে গুলী মেরে কাত ক'রবো।"

কাপ্তেন কারবেল সাহসী সৈনিক পুরুষ, রণক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বীরের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ; তিনি তাহার কথায় ভয় পাইলেন না, তাহাকে ধরিয়া নিরস্ত্র করিবার আশায় দৃঢ়পদে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। জল্লাদের অনুচরটা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে মর !'—তাহার পিস্তলে সাইলেন্সসার সংযোজিত ছিল, সে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিল, ফট্ করিয়া একটা শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল হইতে অগ্নিশিখাসহ গুলী বাহির হইয়া তাঁহার মাথা স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার কানের উর্দ্ধে মাথার খানিক চামড়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেল ; আহত স্থান হইতে রক্তের স্রোত বহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন, তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

জাল জল্লাদটা যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহার বাঁ হাতখানা মুক্ত করিয়া চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিল ; কিন্তু সে সেই পিস্তল হইতে গুলী বর্ষণ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক পিস্তলসহ তাহার সেই হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার হাত মোচড়াইয়া পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া প্রচণ্ড ধাক্কায় তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন।

কিন্তু সে ধরাশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক তাহার সহচরকে লক্ষ্য করিয়া যে মুহূর্ত্তে গুলীবর্ষণ করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে-ও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িল। উভয় পিস্তলই এক সঙ্গে অনল-স্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করিল ; মিঃ ব্লেকের আততায়ীর গুলী তাঁহাকে আহত করিতে পারিল না, কারণ তিনি পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়াছিলেন ; কিন্তু মিঃ ব্লেকের গুলী তাঁহার আততায়ীর হাতের কব্জীতে বিদ্ধ হইল। পিস্তলটা তাহার হাত হইতে খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া ডানা নাড়িতে নাড়িতে এক পাশে লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক জাল জল্লাদ ও তাহার সঙ্গীকে নিরস্ত্র দেখিয়া তাহাদের উভয়ের দিকে পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিয়া কারারক্ষীদের বলিলেন, "মাকড়সার উপর লক্ষ্য রাখ, যেন সে পলাইতে না পারে।"

জেলখানার ডাক্তার ষ্টারজেস্ বধমঞ্চের নীচে দাঁড়াইয়া বিহ্বলচিত্তে হাঙ্গামার নিবৃত্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; তিনি হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার মস্তক পুনঃ পুনঃ সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার 'ষ্টেথিস্‌কোপ'টা তাঁহার দাড়ির কাছে দুলিতে আরম্ভ করিল।

মাকড়সা বধ্যমঞ্চের তলা হইতে যখন ফাকা যায়গায় আসিল, তখন তাহার গলার ফাঁস, তাহার মস্তকের আবরণ, পদদ্বয়ের বন্ধনরজ্জু, এবং উভয় হস্তের সেই চামড়ার ফিতা, সে কি কৌশলে অপসারিত করিয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তাহার কেশবহুল শীর্ণ হস্তদ্বয়ে দুইটি চ্যাপ্‌টা অটোমেটিক পিস্তল অগ্নিবর্ষণের জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই পিস্তল দুইটি কি কৌশলে তাহার হস্তগত হইল তাহা কেহ বুঝিতে না পারিলেও তাহা সংগ্রহ করিতে তাহার অসুবিধা হয় নাই, বা সেজন্য তাহাকে অধিক বুদ্ধি ব্যয় করিতে ও হয় নাই ; জাল জল্লাদ সাদা কার্পাশ-নির্ম্মিত যে মস্তকাবরণটা লইয়া আসিয়াছিল, তাহার ভিতর সেই দুইটি পিস্তল সংগুপ্ত ছিল।

মাকড়সা তাহার অনুচরদ্বয়কে নিরস্ত্র ভাবে মাটীতে গড়াইতে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষেপিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক পিস্তল হস্তে তাহাদের দুইজনকেই গুলী করিবার ভয় দেখাইতেছিলেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া সে বিকট মুখভঙ্গি করিয়া অশ্রাব্য ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল ; শেষে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া জোড়া পিস্তল উদ্যত করিল।

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "যদি তুমি আর এক পা সরিয়া যাও তাহা হইলে তুমি সেইখানেই মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। তোমার সকল চালাকী বিফল হইয়াছে মাকড়সা ! তুমি আত্মরক্ষার জন্য শেষ-চেষ্টা করিয়া ঠকিয়া গিয়াছ। তোমার হাতের পিস্তল এই মুহূর্ত্তে মাটীতে ফেলিয়া দাও, নতুবা আমি তোমাকে গুলী করিয়া মারিব।"

মাকড়সা মিঃ ব্লেকের পিস্তল তাহার ললাটে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে গুলী করিতে সাহস করিল না ; সে বুঝিয়াছিল মিঃ ব্লেক তাহার ললাট লক্ষ্য

করিয়া গুলী করিলে সেই গুলী ব্যর্থ হইবে না ; সুতরাং তাহার গুলী ব্যর্থ না হইলেও তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ! সে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া এক অদ্ভুত কায করিয়া বসিল !

সে বিড়ালের মত একপাশে লাফাইয়া পড়িয়াই পক্বকেশ, ভয়কম্পিত বৃদ্ধ পাদরীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, এবং মিঃ ব্লেক তাহাকে গুলী করিবার সুযোগ না পান এই উদ্দেশ্যে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া পাদরীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর তাহার হাতের একটি পিস্তলের নল পাদরীর ঘাড়ে চাপিয়া ধরিল। সেই পিস্তলের শীতল স্পর্শে ধর্ম্মাত্মা বৃদ্ধ আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিলেন ; তাঁহার স্তোত্র-টোত্র সব ভুল হইয়া গেল !

পাদরীর দেহের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাকড়সা পিশাচের ন্যায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কেমন জব্দ, গোয়েন্দা সাহেব ! আমাকে গুলী ক'রবে না ? তুমি আমাকে গুলী ক'রলেই সেই গুলীতে অক্কা পেয়ে এই বুড়ো দেবদূতের ল্যাজ ধ'রে সটান স্বর্গে গিয়ে দাখিল হ'বে—তা কি এখনও বুঝ্‌তে পার-নি ইষ্টুপিড ! তুমি তোমার হাতের হাতিয়ার এই মুহূর্ত্তেই মাটীতে ফেলে দাও, নতুবা আমার এই পিস্তলের গুলী বুড়োর মগজে প্রবেশ ক'রবে। চক্ষুর নিমেষে ধর্ম্মাত্মার প্রাণ-বিহঙ্গ খাঁচা-ছাড়া হ'বে।"

কয়েকজন ওয়ার্ডার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেরিফ পাদরীর অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি মাকড়সার কথা শুনিয়া ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন ; কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের পিস্তল ত্যাগ না করিলে সেই নরপিশাচ পাদরীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কাপ্তেন কারবেল মস্তকে আঘাত পাইয়া এক দিকে পড়িয়া ছিলেন ; তখন পর্য্যন্ত তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হয় নাই। জাল জল্লাদ ও তাহার সঙ্গীটা মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিলেই মিঃ ব্লেক তাহাদিগকে গুলী করিবেন—এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ছিল না ; এইজন্য তাহারা অন্য দিকে পলায়ন করিতে সাহস করে নাই।

মিঃ ব্লেক হতাশ ভাবে পাদরীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, তাঁহার চক্ষুতে উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিয়াছিল : তিনি মাকড়সাকে ধরিয়া তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে পারিবেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন ; কিন্তু ঘটনাচক্রে আকস্মিক পরাজয়ের আশঙ্কায় তাঁহার মন দমিয়া গেল, তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলেন। তিনি অদ্ভুত তৎপরতার সহিত মাকড়সার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন, জয়লাভে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু সহসা এ কি বিভ্রাট ! তিনি বুঝিতে পারিলেন সেই আতঙ্কবিহ্বল, পক্ককেশ নিরপরাধ বৃদ্ধ পাদরীর জীবনের বিনিময়ে তাঁহাকে জয়লাভ করিতে হইবে। বৃদ্ধ জীবিত থাকিতে মাকড়সাকে ধরিবার চেষ্টা বিফল হইবে ; এমন কি, যদি তিনি অস্ত্রত্যাগ না করিলে মাকড়সা পাদরীকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি হয় ত অস্ত্র ত্যাগ করিতেও বাধ্য হইবেন !

মাকড়সা পাদরীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার জীর্ণ পাঁজরে এরূপ জোরে চাপ দিতে লাগিল যে, বৃদ্ধের পাঁজরের অস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল ; সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের নল তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল ! তিনি যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল ; তাঁহার উভয় চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেই পিশাচের কবল হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই !

মাকড়সা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "গোয়েন্দা সাহেব, তুমি এই মুহূর্ত্তে তোমার হাতের পিস্তল দূরে ফেলে দাও, আমার আদেশ অবিলম্বে পালন কর। এই ভয়কম্পিত, দুর্ব্বল বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজককে হত্যা করবার জন্যে আমার একবিন্দুও আগ্রহ নেই ; কিন্তু তুমি আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে—"

মাকড়সার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ পাদরী তাঁহার নিষ্প্রভ নেত্র মিঃ ব্লেকের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "না, মিঃ ব্লেক ! আপনি উহার আব্‌দার গ্রাহ্য করিবেন না। আমি এই নরপ্রেতের আক্রমণে কষ্ট পাইতেছি সত্য, কিন্তু আমি সকল অবস্থা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির

করিয়াছি। আমি জীবন-বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; আর আমি প্রাণভয়ে কাতর নহি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর কয়দিনই বা বাঁচিব? আমার জীবন রক্ষার জন্য দেশের ও সমাজের এত বড় শত্রুকে পলায়নের সুযোগ দিবেন না। আমার প্রাণ যায় ক্ষতি নাই, আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক।"

পাদরী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া চক্ষু মুদিলেন এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—যেন ইহজীবনের অবসানে তাঁহার আত্মা ভগবানের করুণায় বঞ্চিত না হয়।

সেরিফ অদূরে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিলেন; তাঁহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল। তিনি ব্যাকুল স্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, এ কি ভীষণ সঙ্কটজনক অবস্থা! কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! কিন্তু মাকড়সার মত পিশাচকে চূর্ণ করিবার জন্য এই নিরপরাধ ধার্ম্মিক বৃদ্ধের প্রাণ যাইবে—ইহা হইতেই পারে না। আপনার আশা পূর্ণ করিবার উপায় নাই; আপনি এই মুহূর্ত্তেই অস্ত্রত্যাগ করুন।"

মাকড়সা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, এই মুহূর্ত্তেই অস্ত্রত্যাগ কর,—নতুবা এই ধার্ম্মিক বৃদ্ধের মৃতদেহ মুহূর্ত্ত পরে মাটীতে লুটাইবে।"—সে তাহার হাতের পিস্তলের ঘোড়ার উপর অঙ্গুলির চাপ দিল। (Finger tightened on the trigger,)

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে পাদরীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার হাতের পিস্তলটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন না, কারণ মাকড়সা ও তাহার অনুচরেরা ইচ্ছা করিলেই যে বধমঞ্চের প্রাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না; সেই বধ্যভূমি উচ্চ কারাপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বা কারাগারের রুদ্ধদ্বার অতিক্রম করিয়া পলায়ন করা তাহাদের অসাধ্য।

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের পিস্তলটি দূরে নিক্ষেপ করিবামাত্র জাল জল্লাদ ও তাহার সহকারী তাহাদের পিস্তল দুইটি কুড়াইয়া লইল এবং তাহা

কারাগারের কর্ম্মচারীগণের সম্মুখে উচাইয়া ধরিল; জল্লাদ দৃঢ়স্বরে বলিল, "যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ—সেখান থেকে নড়েছ কি মরেছ। যে এক পা নড়বে তাকেই গুলী ক'রে মারব!"

মিঃ ব্লেককে অস্ত্রত্যাগ করিতে দেখিয়া মাকড়সা পুনর্ব্বার হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল; সে পাদরীকে এক ধাক্কায় এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল এবং বিজয়-গৌরবে উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ওহে গোয়েন্দা সায়েব, এখানে তুমি কি মতলবে এসেছিলে? আমার ফাঁসি দেখ্‌তে এসেছিলে? তুমি এখানে আসায় আমার একটু অসুবিধে হয়েছে বটে, কিন্তু আমাকে ফাঁসে ঝুলে' মরতে হয় নি' তা দেখ্‌তেই পাচ্ছ। হয় ত শীঘ্রই কেও ফাঁসে ঝুল্‌বে, কিন্তু সে আমি নই।"

মিঃ ব্লেক ক্ষুব্ধ ভাবে ফাঁসি-কাঠের দিকে চাহিলেন। মাকড়সার অনুচর জাল সোয়াইন বলিল, "সর্দ্দার, আর আমাদের এ ভাবে সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন দেখি নে। এখনও যে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ হ'তে পারি নি। আমরা সময় বেঁধেই কাযে নেমেছিলাম, কিন্তু এই ধূর্ত্ত গোয়েন্দাটার বদমায়েসীতে আমাদের অনেকখানি সময় বৃথা নষ্ট হ'ল! আপনার হুকুম পেলে একগুলীতেই ওটার মাথার খুলী গুঁড়ো ক'রে দিতে পারি। আপনার কি হুকুম সর্দ্দার, পিস্তলের ঘোড়া টিপব কি?"

সে মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল; কিন্তু মাকড়সা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এখন উহাকে গুলী করিয়া মারিবার প্রয়োজন নাই; ও ত আমার হাতেরই শিকার, যখন প্রয়োজন হইবে তখনই উহাকে হাতে পাইব। আমি আজ রাত্রে উহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিব—এ সংবাদ পূর্ব্বেই উহাকে জানাইয়া রাখিয়াছি। কোন কারণে আমার সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না; তবে ঐ লোকগুলা সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়।—যদি উহারা শান্ত ভাবে জেলখানায় ফিরিয়া যাইতে রাজী না হয় তাহা হইলে গুলী মারিয়া উহাদিগকে ঠাণ্ডা না করিলে চলিবে কি?"

তাহার পর সে মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি সে সময় ঘরে থাকবে। আমার কথার খেলাপ হ'বে না। রাত্রি দশটার সময় আমি তোমার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ব।"

মিঃ ব্লেক তখন নিরস্ত্র, তিনি তখন আর তাহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিলেই তাহারা নিরস্ত্র শত্রুদের উপর গুলী চালাইতে আরম্ভ করিবে।

মাকড়সা যে কক্ষে আবদ্ধ ছিল সেই কক্ষ হইতে তাহাকে যে পথে বধ্য-ভূমিতে পরিচালিত করা হইয়াছিল সেই পথেই তাঁহারা ফিরিয়া চলিলেন। কাপ্তেন কারবেল তখনও চেতনা লাভ করিতে পারেন নাই; কয়েকজন ওয়ার্ডার তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ বহিয়া লইয়া চলিল। সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বধ্যভূমি ত্যাগ করিলে সেই দিকের দ্বার অর্গলরুদ্ধ হইল। মাকড়সার কারাকক্ষের সম্মুখের দ্বার খুলিতে পারা যাইত; কিন্তু সেইদিকে কারা-প্রাঙ্গণ, সে দিকে জন প্রাণীও না থাকায় তাহা উদ্ঘাটিত হইল না, সুতরাং মিঃ ব্লেক এবং কারাগারের কর্ম্মচারীরা মাকড়সার বাস-কক্ষে আটক পড়িলেন, তাঁহারা কোন উপায়ে সেই কক্ষের বাহিরে আসিবেন তাহার সম্ভাবনা রহিল না। বস্তুতঃ, ফাঁসির আসামীর বাস-প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের সকলকেই অবরুদ্ধ হইতে হইল।

মাকড়সা জাল জল্লাদের নিকট চাবী লইয়া সেই দ্বারটি খুলিয়া ফেলিল; সেই দ্বার দিয়া কারা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারা যাইত। কারা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া তাহারা বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর সুপ্রশস্ত মুক্ত প্রাঙ্গণ পার হইয়া পিস্তলহস্তে কারাগারের দেউড়ির দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

সেই সময় একজন কারারক্ষী সেই প্রাঙ্গণের এক কোণে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। পলাতক দস্যুগণকে দেখিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সে তাহাদের গতিরোধ করিবার পূর্ব্বেই জাল জল্লাদের পিস্তলের আঘাতে ধরাশায়ী হইল। তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

আর একজন ওয়ার্ডার সদর দেউড়ির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সে আফিস

হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আশা করিয়াছিল—অবিলম্বেই সে 'মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর ফাঁসি নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে'—এই নোটিস কারা-গারের বাহিরের প্রাচীরে আঁটিয়া দেওয়ার আদেশ পাইবে। কারণ প্রত্যেক আসামীর প্রাণদণ্ডের পর কারাগারের বাহিরে ঐ ইস্তাহার লট্‌কাইবার নিয়ম ছিল; কিন্তু তাহার সেই আশা পূর্ণ হওয়া দূরের কথা—সে সেই সময় তিনজন উন্মাদের মত লোককে আরক্তনেত্রে, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া পিস্তল হস্তে দেউড়ির দিকে সবেগে দৌড়াইতে দেখিল! সে মাকড়সাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তাহার ধারণা ছিল কিছু কাল পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট সময়েই তাহার ফাঁসি হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে অক্ষতদেহে জল্লাদের সঙ্গে দেউড়ির দিকে দৌড়াইতে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু জাল জল্লাদের হাতের পিস্তল হইতে একটা গুলী তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক তাহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। সেই মুহূর্ত্তে মাকড়সা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যদি প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে তা হ'লে এই মুহূর্ত্তেই দেউড়ির কপাট খুলে দাও, নতুবা দ্বিতীয় গুলী তোমার মাথার উপর দিয়ে না গিয়ে তোমার মাথার খুলী ফুটো ক'রে বেরিয়ে যা'বে।—জল্‌দি কেয়াড়ি উতারো!"

এই ওয়ার্ডারকে একটি বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। সেই দিন তাহার একটি কন্যার জন্মতিথি; সে তাহাকে বলিয়া আসিয়াছিল কায শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় তাহার জন্য একটি সুন্দর উপহার কিনিয়া লইয়া যাইবে। মুহূর্ত্তমধ্যে সে বুঝিতে পারিল—তাহার কঠোর কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয় হইলেও সেই কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়াও তাহাকে প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে; কর্ত্তব্য পালনের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করা তাহার অসাধ্য। সে যে আফিসের ভিতর আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিবে তাহারও উপায় ছিল না; কারণ আফিসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃতদেহ দেউড়ির অদূরে লুটাইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল।

সঙ্কট বুঝিয়া সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিতে লাগিল। সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল; কিন্তু সে চিন্তা করিবারও আর অধিক সময় পাইল না। পুনর্ব্বার মাকড়সার তাড়া খাইয়া সে চাবী লইয়া দেউড়ির নিকট অগ্রসর হইল।

সেই সময় পেণ্টনভিল কারাগারের দেউড়ির বাহিরে কয়েকজন পুলিশ-ম্যান দাঁড়াইয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন বহু কৌতূহলী দর্শকেরও সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের মনোবৃত্তি এতই হীন যে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া ঠিক সময়ে হত্যা করা হইয়াছে কি না এই সংবাদ শুনিবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উৎসাহ ভরে সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছিল! এই সংবাদটি না শুনিলে তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল না। সাদা দাড়িওয়ালা একটি ধার্ম্মিক লোক একটি নিশান লইয়া খোলা মাথায় দেউড়ির অদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার সেই নিশানে বাইবেলের কয়েকটি পবিত্র বাণী অঙ্কিত ছিল। পাপীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ-কামনায় সেই দেড়ে ধার্ম্মিকটির এই আয়োজন! সে সেই নিশান উড়াইয়া মাকড়সার দেহ-নির্ম্মুক্ত আত্মার কল্যাণ ঘোষণা করিতেছিল! বিলাতের অনেক কাণ্ডই এই রকম উদ্ভট। জেলখানার বাহিরে কালিডোনিয়ান রোড। সেই পথে অবিশ্রান্ত ট্রাম চলিতেছিল। যাহারা দূরে চাকরী করে—তাহারা সেই সকল ট্রামে প্রভাত হইতেই কর্ম্মস্থানে চলিয়াছিল। যত বেলা বাড়িতেছিল—পথে পথিকের সংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতেছিল। তখন বেলা আটটা বাজিবার পর দশ মিনিট অতীত হইয়াছিল।

একটি শীর্ণকায় যুবক মাথায় তৈলাক্ত টুপি আঁটিয়া সস্তাদামের একটা সিগারেট মুখে গুঁজিয়া তালি দেওয়া ছেঁড়া জুতার ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতে করিতে কারাগারের দেউড়ির বাহিরে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মাথা নাড়িয়া আক্ষেপ করিয়া বলিল, "দেরী হ'য়ে গেল; ঠিক সময়ে এসে মজা দেখা হ'ল না! ডাকাত-বেটা খানিক আগে ফাঁসি কাঠে ঝুলে অক্কা পেয়েছে। সুখরবটা পেয়ে অনেকেই বোধ করি চলে গিয়েছে। কিন্তু ফাঁসি

হ'ল ত ঘণ্টা বাজে না কেন ? আজ কাল কি ফাঁসির পর জেলখানায় ঘণ্টা বাজানোর রেয়াজ উঠে গিয়েচে ?"

তাহার কথা শুনিয়া আর এক ছোকরা বলিল, "ঘণ্টা বাজলেই বা কি, আর না বাজলেই বা কি ! মাকড়সা ত আর গোর থেকে উঠে তা শুন্‌তে আস্‌বে না ; তবে ঘণ্টা বাজানো উচিত ছিল বটে, বাহিরের সকলে জান্‌তে পার্‌তো—ফাঁসি নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়ে গিয়েচে ।"

আরও এক মিনিট অতীত হইল। লণ্ডনের একটি সম্ভ্রান্ত বণিক-কোম্পানীর নামাঙ্কিত একখানি সুবৃহৎ মোটর-ভ্যান সেই পথে উপস্থিত হইল। কারা-প্রাচীরের নিকট আসিয়া সহসা তাহার গতিরোধ হইল। সেই গাড়ীর ড্রাইভার পরিচালন-চক্রের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া তাহার আসনে বসিয়া রহিল ; সে একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া জেলখানার দেউড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পার্শ্বে একটি 'মাইক্রোফোন' যন্ত্র প্রচ্ছন্ন ছিল। সে তাহার নিকট মুখ রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "বার চোদ্দ জন লোক আর জন পাঁচ ছয় পুলিশম্যান দেউড়ির সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।—ভাই সকল, হুঁসিয়ার !"

গাড়ীর ভিতর অনেকের পদশব্দ, শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ও ইস্পাতে-ইস্পাতে সংঘর্ষণের শব্দ উত্থিত হইতেছিল। মাকড়সার দলের গুণ্ডারা সেখানে সব-মেসিন-গন্ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল এবং গাড়ীর ইস্পাতনির্ম্মিত জানালার ফাঁক দিয়া অধীর ভাবে কারাদ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

সহসা কারাগারের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; কিন্তু কাহারও প্রাণদণ্ডের পর যে সুরে ঘণ্টা বাজে—ঘণ্টার শব্দ সেরূপ নহে ! সেই শব্দে অধীরতা; ব্যস্ততা ও বিপদের আভাস ধ্বনিত হইতেছিল। গভীর আবেগে তাহা অশ্রান্ত ভাবে বাজিতে লাগিল ! সেই শব্দ শুনিয়া দেউড়ির বাহিরে দলবদ্ধ সকল লোক পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, তাহারা বুঝিতে পারিল সেই ঘণ্টা-ধ্বনি দস্যুপতি মাকড়সার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার শব্দের অনুরূপ নহে ! সকলের চোখে চোখে প্রশ্ন হইল, তবে উহার অর্থ কি ?

দেউড়ির অর্গলের শৃঙ্খল ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল ; তালা খুলিবার শব্দ হইল। প্রধান কপাটের মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল। দর্শকগণ ব্যাকুল ভাবে, আগ্রহ ভরে সেই দিকে সরিয়া গিয়া সম্মুখে মাথা বাড়াইল ; কিন্তু তাহারা অনাবৃত মস্তক, বিশৃঙ্খল বেশ, বিস্ফারিত নেত্র, উন্মাদের ন্যায় ভাব-ভঙ্গিবিশিষ্ট তিনজন লোককে পিস্তল-হস্তে সেই দ্বার দিয়া ব্যগ্রভাবে বাহির হইতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে সভয়ে দূরে পলায়ন করিল। কেহ কাহারও গায়ে পড়িয়া মাটীতে গড়াইতে লাগিল! হ্রস্ব নলবিশিষ্ট ও সাইলেন্সার-সংযুক্ত সেই পিস্তলগুলি যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ বলিয়াই তাহাদের মনে হইল।

সকলের সম্মুখে অদ্ভুতাকৃতি মাকড়সার বিকট মূর্ত্তি! তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে লাল উল্‌কিচিত্রিত মাকড়সা, অস্বাভাবিক দেহের গঠন,—দেখিলেই ভয় হয়। সে পিস্তল উচাইয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "তফাৎ!—ওরে ছুঁচোর দল—পথ ছেড়ে সরে' পড়।"—সে দেউড়ির বাহিরে আসিয়াই প্রায় কুড়িগজ দূরবর্ত্তী মোটর-ভ্যানখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

দর্শকগণ দূরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু কালো গাড়ী হইতে গুলী চলিতে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া, যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। একটি ফুলওয়ালীর মাথায় এক ঝোড়া ফুল ছিল ; সে সেই ঝোড়া মাথায় লইয়া পলাইতে পারিল না, ঝোড়াটা পথের উপর ফেলিয়া তাহার পাশে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। সে কাঁদিয়া বলিল, "ওরে বাবা! এ যে সেই খুনে ডাকাত মাকড়সা! জেলখানা থেকে পালাচ্চে—তবে না কি আজ ওর ফাঁসি হয়েছে?"

"চুপ্ কর, মাগী!"—বলিয়া মাকড়সা এরূপ বিকট স্বরে গর্জ্জন করিল যে, স্ত্রীলোকটা তাহার ওড়না (apron) দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রাণভয়ে রোদন করিতে লাগিল।

পেণ্টনভিল কারাগারের উচ্চ অবরোধ-অন্তরালে সেই দিন প্রভাতে যে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল, সেরূপ ভয়াবহ কাণ্ড তৎপূর্ব্বে লণ্ডনে সংঘটিত হয়

নাই। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কারাগারের দেউড়ির বাহিরে ছয় জন পুলিশ প্রহরী সশস্ত্র দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করে নাই। তাহারা তিন জন উন্মত্তপ্রায় লোককে কারাগারের দেউড়ি খুলিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিলেও, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দ্রুতবেগে তাহাদের অনুসরণ করিল। পলাতকগণ তখন পূর্ব্বোক্ত মোটর-ভ্যান লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতেছিল।

পুলিশের শান্ত্রীদলকে তাহাদের অনুসরণ করিতে দেখিয়া মাকড়সা হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইল। একজন দীর্ঘকায় স্থূলোদর প্রহরীর স্কন্ধে একটি গুলী বিদ্ধ হওয়ায় সে আহত হইয়া আর একজন প্রহরীর ঘাড়ে পড়িল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা উভয়েই ধরাশায়ী হইল! পরমুহূর্ত্তে তৃতীয় প্রহরীর জানুতে গুলী বিদ্ধ হওয়ায় তাহাকেও ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। অবশিষ্ট তিনজন প্রহরী, সঙ্গীত্রয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও কর্ত্তব্যবিমুখ হইল না; তাহারা পূর্ব্বোক্ত মোটর-ভ্যানের সম্মুখীন হইয়া পলাতকদের গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভয়চকিত পথিকগণের ও দর্শকমণ্ডলীর আর্ত্তনাদ, কোলাহল, কারাগারের অশ্রান্ত ঘণ্টাধ্বনি, সকল শব্দ ডুবাইয়া সেই মোটর-ভ্যান হইতে মেসিন-গন্ বজ্রনাদের ন্যায় সুগম্ভীর গর্জ্জন করিয়া কারাগারের দেউড়ির উপর গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সকল গুলী কারাগারের সুদৃঢ় কপাটে বিদ্ধ হইতে লাগিল। পুলিশের প্রহরীগণের মাথার উপর দিয়া অগ্নিমুখ গুলীর স্রোত চলিল! প্রাণভয়ে সকলেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিল; কেহই আর পলাতকত্রয়ের নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

মুহূর্ত্ত পরে সেই মোটর-ভ্যানের পশ্চাৎস্থিত দ্বারটি খুলিয়া গেল। মাকড়সা ও তাহার অনুচরদ্বয় সেই দ্বার দিয়া গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে দ্বারটি সশব্দে রুদ্ধ হইল। গাড়ীর ভিতর সংরক্ষিত মেসিন-গন্‌ও নীরব হইল। মোটর-ভ্যানের ইঞ্জিন তৎক্ষণাৎ সচল হইল, এবং শকটখানি বায়ুবেগে তাহার গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। মাকড়সার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

পঞ্চম কল্প

জুজু বুড়োর কঠোর আদেশ

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি ট্যাক্সিতে চাপিয়া কালিডোনিয়ান রোড দিয়া পেণ্টনভিল কারাগারের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন ; মানসিক চাঞ্চল্যে ও উদ্বেগে তাঁহার প্রকাণ্ড গোঁফ-জোড়াটা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, হাঁড়ির মত গোলমুখ চুপ্‌সাইয়া গিয়াছিল, তাঁহার বুক ধড়-ফড় করিতেছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া অধীর ভাবে বলিতেছিলেন, "আর কত দূর ? পথ যে ফুরায় না !"

তিনি বাহিরের কায শেষ করিয়া যখন আফিসে ফিরিয়াছিলেন তখন সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে জানাইবার জন্য ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট ব্রাউনকে টেলিফোনে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন কুট্‌স আফিসে প্রত্যাগমন করিবামাত্র ব্রাউন সেই সকল কথা তাঁহার গোচর করিয়াছিল।

কুট্‌স ব্রাউনের নিকট আরও জানিতে পারিলেন, স্মিথ তখন পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই ! দাঙ্গাবাজ ইগান মিঃ ব্লেককে বলিয়া গিয়াছিল সেই দিন প্রভাতে মাকড়সাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার দলভুক্ত দস্যুরা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহা বিফল করিতে না পারিলে মাকড়সার মুক্তিলাভ অপরিহার্য্য ;—এই জন্যই মিঃ ব্লেক কুট্‌সকে অবিলম্বে পেণ্টনভিল কারাগারে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সকল কথা শুনিয়া 'নিগ্রোস্ হেড্' নামক আড্ডার সন্নিহিত পপ্‌লারের থানার পুলিশকে অবিলম্বে সেই আড্ডা খানাতল্লাস করিতে অনুরোধ করিলেন ; তাঁহার ধারণা ছিল, সেখানে অনুসন্ধান

করিলে স্মিথের সন্ধান মিলিতে পারে। অতঃপর তিনি পেণ্টনভিল কারাগারের অধ্যক্ষকে টেলিফোনে সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই; কারণ হঠাৎ টেলিফোনের 'লাইন' খারাপ হওয়ায় কারাধ্যক্ষ তাঁহার কোন কথা শুনিতে পান নাই। কি কারণে টেলিফোনের ঐ লাইন অচল হইয়াছিল, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়া তিনি সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। এই ব্যাপারে মাকড়সার অনুচরবর্গের কোন কৌশল ছিল কি না—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহা জানিতে না পারিলেও তাঁহার মন অজ্ঞাত ভয়ে ও সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছিল।

যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি এই সকল কায শেষ করিয়া আফিসের বাহিরে আসিলেন, এবং একখানি ট্যাক্সি সংগ্রহ করিয়া যখন পেণ্টনভিলের কারাগারে যাত্রা করিলেন তখন আটটা বাজিতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি ছিল। তিনি যখন কারাগারের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছিল; আটটারপূর্ব্বে কারাগারে উপস্থিত হইতে না পারায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু মাকড়সার ফাঁসিতে কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছিল —ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল ইগান মিঃ ব্লেককে মাকড়সার উদ্ধারের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছিল—তাহা অমূলক জনরব মাত্র; মিঃ ব্লেক সেই মিথ্যা জনরবে নির্ভর করিয়া অনর্থক চঞ্চল হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন! কিন্তু মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তিনি ট্যাক্সিওয়ালাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "জোরে, আরও জোরে গাড়ী চালাও! হাউইয়ের মত উড়িয়া চল।"

ট্যাক্সিওয়ালা বিরক্তিভরে বলিল, "আপনি কি রকম ভাড়াটে মশায়! দেখ্‌চেন আমি পূরোবেগে গাড়ী চালাচ্চি; তবু বল্‌চেন আরও জোরে, আরও জোরে! আপনাকে গাড়ীতে তুলে দেখ্‌চি ভারী ঝক্‌মারি করেচি! আমার গাড়ী কি ঘণ্টায় এক শো মাইল বেগে—"

ট্যাক্সিওয়ালার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে হঠাৎ ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ব্রেক চাপিয়া ধরিল; কিন্তু তাহার ট্যাক্সি মুহূর্ত্তমধ্যে বেচাল হইয়া লাটিমের মত মত ঘুরিতে ঘুরিতে এক দিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল!—সেই ধাক্কায় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এক পাশে কাত হইয়া পড়িয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিলেন। তিনি অদূরে কারা-প্রাচীর দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু একখানি কৃষ্ণবর্ণ মোটর-ভ্যান নক্ষত্রবেগে তাঁহার ট্যাক্সির উপর আসিয়া পড়িল এবং তাহার মাথার একধার চূর্ণ করিয়া সবেগে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষ্ণবর্ণ মোটর-গাড়ী হইতে বিকট চিৎকারধ্বনি উত্থিত হইল এবং মেসিন-গনের এক পশলা গুলী তাঁহার ট্যাক্সির চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইল। একটা গুলী তাঁহার ট্যাক্সির 'হুড' বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার মাথার ছয় ইঞ্চি উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আতঙ্কে মুখব্যাদান করিয়া দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিলেন!

কিন্তু অত সহজে তাঁহার ট্যাক্সি পরিত্রাণ লাভ করিল না; তাঁহার ট্যাক্সির আগাগোড়া অবিশ্রান্ত গুলী-বর্ষণে জখম হইল। তাহার কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িল, টায়ারগুলি ফাঁসিয়া গেল, 'হুড' ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইল।

এই বিপদে কুট্‌স হতবুদ্ধি হইলেন; তিনি সাংঘাতিক আহত না হইলেও তাঁহার দেহ অক্ষত ছিল না, দেহের নানাস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। সেই গাড়ীতে বসিয়া থাকিলে তাঁহার প্রাণরক্ষার আশা নাই বুঝিয়া তিনি গাড়ী হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন এবং টুপিটা মাথায় আঁটিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে চারি দিক লক্ষ্য করিতে করিতে অদূরবর্ত্তী কারাগারের দেউড়ির দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন।

তখন সেই দেউড়ির দিক হইতে বহু লোক প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছিল। 'ভ্যাড়ার গোয়ালে' আগুন লাগিলে ভ্যাড়াগুলার যে অবস্থা হয়, তখন তাহাদের সেইরূপ অবস্থা! কারাগারের ভিতর হইতে তখন উচ্চনিনাদে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। কারাগারের দেউড়ির প্রায় দশ বার গজ দূরে দুই জন পুলিশ-প্রহরী আহত দেহে পড়িয়া থাকিয়া রক্তস্রোতে

ভাসিতেছিল। অন্য কয়েকজন পুলিশ-প্রহরী বিপদসূচক 'হুইশ্ল'-ধ্বনি করিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া থোঁড়াইতে থোঁড়াইতে দেউড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কোনও একটা ভীষণ বিভ্রাট ঘটিয়াছে ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। যে সকল লোক প্রাণভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদের আলাপ ও বিলাপ শুনিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, মাকড়সা সত্যই কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে! তাহাকে বধমঞ্চে তুলিয়া ফাঁসে ঝুলাইয়া দেওয়া হইলেও কোন অদ্ভুত উপায়ে সে মৃত্যুমুখ হইতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। সে কয়েকজন অনুচরের সাহায্যে জেলখানার দেউড়ি খুলিয়া একখান কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ মোটর ভ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই গাড়ী হইতে মেসিন-গনের গুলী বর্ষিত হওয়ায় কেহই তাহাদের পলায়নে বাধা দিতে পারে নাই। সেই গাড়ীখান কারাগারের দেউড়ির অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। পুলিশ-প্রহরীরা তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু মেসিন-গনের গুলীতে আহত হইয়া তাহাদের দুইজনকে ধরাশায়ী হইতে হইয়াছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একদল পুলিশ-ফৌজ কারাগারের দেউড়িতে উপস্থিত হইয়া মহাসমারোহে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। বেতারে আদেশ পাইয়া একখানি ভ্রাম্যমান পুলিশ-শকট কালিডোনিয়ান রোড দিয়া কারাগারের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা যে পথে আসিল সেই পথেই মাকড়সা তাহার অনুচরদের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু পুলিশের এই ভ্রাম্যমান শকট সেই কৃষ্ণবর্ণ মোটর-ভ্যানের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে নাই। মাকড়সা সেই গাড়ীতে পলায়ন করিতেছিল এরূপ সন্দেহ তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। মাকড়সা পথিমধ্যে বাধা না পাইয়া সেই অঞ্চল হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিল।

পুলিশের ভ্রাম্যমান শকটে একজন পুলিশ সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্ট সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট; তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। যে সকল পুলিশ-প্রহরী দ্বার

করিতেছিল, তাহাদের ভিতর দিয়া কুট্‌সকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহারা সুপারিণটেন্‌ডেন্টের ইঙ্গিতে তাঁহার গতিরোধ করিল না। তিনি দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন ; তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া মিঃ ব্লেকের মাথার সহিত তাঁহার মাথার ঠুকাঠুকি হইল !

মিঃ ব্লেকের মুখ মলিন, ললাটের শিরা কুঞ্চিত, অবসাদে তাঁহার দীর্ঘ-দেহ ঈষৎ অবনত ; ক্লান্ত দেহে অবসন্ন হৃদয়ে তিনি দেউড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সামলাইয়া লইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "ব্লেক, আমি যখন তোমার প্রেরিত সংবাদ পাইলাম, তখন আটটা বাজিবার অধিক বিলম্ব ছিল না। এই জন্য আমার এখানে পৌঁছিতে খানিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে ; সেই সুযোগে মাকড়সা পলায়ন করিয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক কুট্‌সের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "হাঁ, তোমার এখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছে, মাকড়সা পলায়ন করিয়াছে। কেহই তাহাকে আটক করিতে পারে নাই।"

কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু এই অসম্ভব কাণ্ড কিরূপে সম্ভবপর হইল ?"

জেলখানার ডাক্তার ষ্টজেস্ মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিতেছিলেন ; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে যে প্রশ্ন করিলেন ডাক্তারই তাহার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "মিঃ ব্লেকের কোন ত্রুটির জন্য মাকড়সা পলায়ন করিতে পারিয়াছে —এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না। উনি ত মাকড়সার অনুচরদের চাতুরী ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন ; মাকড়সাকেও এমন কায়দায় ফেলিয়াছিলেন যে, তাহার সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু উঁহাকে দায়ে পড়িয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল ; সেই সুযোগে মাকড়সা সদলে পলায়ন করিয়াছে। আর একজন নিরপরাধ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের জীবন রক্ষার জন্যই উনি মাকড়সাকে হাতে পাইয়াও বাঁধিতে পারেন নাই। সে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, তাহা না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না ; কিন্তু আমি আগাগোড়া সকল ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।"

কুট্‌স বলিলেন, "কিন্তু ফাঁসের দড়ি গলায় পরিয়া সে ঝুলিয়া পড়িলেও কিরূপে—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "যে জল্লাদটা তাহার গলায় ফাঁস দিয়াছিল সে একটা জাল জল্লাদ! সে মাকড়সারই দলের দস্যু! কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে কেহই তাহাকে মাকড়সার ছদ্মবেশী অনুচর বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "মিঃ ব্লেকই শেষ মুহূর্ত্তে সেই জাল জল্লাদটার কারসাজি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন।"—তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলেন।

কুট্‌স সেই অদ্ভুত চাতুরীর বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মিঃ ব্লেক বৃদ্ধ পাদরীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য লোভনীয় বিজয়-গৌরব প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুগ্ধ হইলেন। কুট্‌স কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ হইলেও, একজন নিরীহ ধার্ম্মিক ভদ্রলোকের জীবনের বিনিময়ে এইরূপ পরাজয় যে কতখানি ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

ডাক্তার ষ্টজেস বলিলেন, "কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন কারবেলের মাথায় গুলী লাগায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; চিকিৎসা ও শুশ্রূসার জন্য আমরা তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়াছি। সেরিফ মহাশয় কারাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে হোম-সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন, কারণ জল্লাদটা যখন ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে এখানে আসিয়া জল্লাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময় লোকটা খাঁটি কি মেকি তাহা পরীক্ষা না করিয়া কেবল তাহার কথায় নির্ভর করিয়া কিজন্য দায়িত্ব-ভার তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল হোম-সেক্রেটারী ইহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। আজ সকালে জল্লাদ লেমুয়েল সোয়াইন এখানে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলে, তাহাকে সনাক্ত করিবার জন্য কোনও রকম ব্যবস্থা করা হয় নাই; এই ভ্রমের জন্য বোধ হয় কারাধ্যক্ষকেই দায়ী হইতে হইবে।—কাপ্তেন বারবেল বহুদর্শী

ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী, কিন্তু এই অমার্জ্জনীয় ভ্রমের জন্য তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই মনে হয় ; অথচ গুলীর আঘাতে বেচারার জীবন সংশয় ! ইহা কি অল্প বিড়ম্বনার বিষয় ? আমার বিশ্বাস, আসল সোয়াইন ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে এখানে আসিবার সময় পথিমধ্যে মাকড়সার অনুচরদের হাতে পড়িয়াছিল। তাহারা তাহাকে হয় খুন করিয়াছে, না হয় ধরিয়া লইয়া গিয়া কোথাও গুম্ করিয়া রাখিয়াছে। কারণ ম্যাঞ্চেষ্টার-কারাগার হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে জল্লাদকে এখানে প্রেরণ করা হইয়াছে।"

কুট্‌স বলিলেন, "তাহাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই ; ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে জল্লাদ আসিয়া মাকড়সাকে ফাঁসে লট্‌কাইবে, ইহা অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদ, বাহিরের লোকের জানিবার সম্ভাবনা নাই ; তথাপি এই সংবাদ তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না ! মাকড়সার দলের গোয়েন্দাগুলা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের অপেক্ষা হীন নহে। গুপ্ত সংবাদ-সংগ্রহে তাহাদের দক্ষতা অসাধারণ। মাকড়সার প্রাণরক্ষার জন্য তাহার অনুচরেরা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহা কিরূপ কৌশলপূর্ণ ও অব্যর্থ, ইহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয় ! যে ব্যক্তি মাথা খাটাইয়া এই ষড়যন্ত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার উদ্ভাবনী-শক্তি অসাধারণ, তাহার প্রতিভা প্রশংসনীয়। মাকড়সা অপেক্ষা তাহার বুদ্ধি, তাহার সামর্থ্য ও কৌশল সহস্র গুণ অধিক। মাকড়সা যতই শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান দস্যু হউক, তাহার জুতার ফিতা খুলিবার যোগ্যতাও মাকড়সার নাই—ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের আরও একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, শত্রুপক্ষের কোন চালই আমাদের বুঝিবার উপায় নাই ! আমরা তাহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি। তাহারা প্রতি পদে আমাদিগকে প্রতারিতও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে ; অথচ আত্মরক্ষার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ! আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম—মাকড়সাই দস্যুদলের নায়ক ; তাহারই নেতৃত্বে দস্যুদল, তাহার

অনুচরবর্গ পরিচালিত হইতেছে ; দলের মধ্যে মাকড়সাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু এখন বুঝিতেছি আমাদের এই ধারণা সত্য নহে। তাহাকেই দস্যুদলপতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা অমার্জ্জনীয় ভুল করিয়াছিলাম! ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের বাহিরে যে সকল দস্যুদল সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা চূর্ণ করিতেছে, সমাজের শোণিত শোষণ করিতেছে—তাহাদের মধ্যে মাকড়সাকেই সর্ব্বপ্রধান মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন কি অন্য রকম দেখিতেছ? মাকড়সার চাতুর্য্যে, শক্তিতে, বুদ্ধিমত্তায় কি সন্দেহের কোন কারণ পাইয়াছ?"

মিঃ ব্লেক আবেগ ভরে বলিলেন, "এতদিনে আমি বুঝিতে পারিয়াছি মাকড়সা দস্যুদলের প্রকৃত অধিনায়ক নহে। আমি স্বীকার করি দস্যুদল পরিচালিত করিতে, নিষ্ঠুরতায় শত্রুর মনে আতঙ্কসঞ্চার করিতে, উপদেশানুসার সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে—মাকড়সার শক্তির অভাব নাই; কিন্তু মাথা খাটাইয়া কোন নূতন ষড়যন্ত্র করিতে, অদ্ভুত চাতুর্য্যবলে সেই ষড়যন্ত্র সফল করিতে যে বুদ্ধির, বহুদর্শিতার, চাতুরীর প্রয়োজন তাহা মাকড়সার ধারণার অতীত; কোন নূতন ব্যবস্থা স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া মাকড়সার সাধ্যাতীত।—না, মাকড়সার সে শক্তি নাই, ইহা আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি! তুমি ইহার প্রমাণ চাহিতে পার। আমি জিজ্ঞাসা করি—মাকড়সা কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া কিরূপে তাহার উদ্ধারের উপায় স্থির করিল? এই ষড়যন্ত্র সে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিল?—এই ষড়যন্ত্র বাহিরের কোন লোকের চেষ্টার ফল; কিন্তু বাহিরের কোন্ লোক এই চেষ্টা করিয়াছে? কাহার নিখুঁত কার্য্য-প্রণালীতে এই ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছে?"

কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য! তবে তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে—মাকড়সা 'তরবার বাঁয়া' মাত্র; অর্থাৎ সে হুকুমদার নহে, সে হুকুম তামিল করে মাত্র; সে সেনাপতির সুদক্ষ সহকারী, এইমাত্র বুঝিতে পারিতেছি।—কিন্তু এই অনুমান সত্য হইলে

সে কাহার আদেশে পরিচালিত হইতেছে ? তাহা হইলে প্রকৃত সর্দ্দার বা অধিনায়ক কে ?" (then who is the real boss ?)

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জুজু বুড়ো।—তাহাকেই আমরা 'দস্যু-রাজ্যের লাট' (the Lord of Gangland) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।"

* * * *

বেকার ষ্ট্রীটের প্রায় আধ মাইল দূরে একটি অট্টালিকার সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে দুইজন লোক মুখোমুখী বসিয়া নিম্নস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। সেই কক্ষের সাজ সজ্জা, ও আসবাব-পত্রগুলির মহার্ঘতা লক্ষ্য করিলে গৃহস্বামী যে বিপুল বিত্তের অধিকারী এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না!

দিবাভাগ উজ্জ্বল রৌদ্রে উদ্ভাসিত হইলেও স্থূল পর্দ্দাদ্বারা সেই কক্ষের দ্বার জানালাগুলি আবৃত; কক্ষদ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। অট্টালিকার বাহিরে কয়েকজন ভৃত্য বিভিন্ন কার্য্যে রত ছিল বটে, কিন্তু কোন অপরিচিত ব্যক্তি সেই বাড়ীর দিকে আসিতেছিল কি না, বা সেই বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল কি না—সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি ছিল।

জুজু বুড়ো সুদৃশ্য ম্যাণ্টল্‌পিসে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া যে চুরুট টানিতেছিল, তাহার মুল্য ঠিক এক গিনি! একটি চুরুটের মূল্য এক গিনি—ইহা আমাদের ধারণার অতীত; শুনিয়াছি আমাদের দেশের কোন কোন বিলাসী উকীল, ব্যারিষ্টারও এইরূপ মহামূল্য চুরুটের ধূম পান করিতেন। তাঁহাদিগকে তাহা ক্রয় করিতে হইত; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করিতে জুজু বুড়োর অর্থব্যয় হইত না; (they cost him nothing) সে আদেশ করিলে তাহার দলভুক্ত দস্যুরা দলপতির মনোরঞ্জনের জন্য যেখান হইতে পারিত তাহা সংগ্রহ করিত। বস্তুতঃ, জুজু বুড়োর বিলাসের কোন উপকরণ ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইত না, তাহার ইঙ্গিতে প্রত্যেক দ্রব্য ঠিক সময়ে তাহার হস্তগত হইত;—যেন তাহা ভূতে যোগাইত! পৃথিবীতে এরূপ কোন সামগ্রী ছিল না যাহা তাহার অনুচর দস্যুদল তাহার জন্য সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হইত। তাহার আদেশই তাহার নিকট আইন,—অকাট্য, অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্যপালনীয়।

জুজু বুড়ো নামে বুড়ো, বয়সে প্রবীন। এই প্রৌঢ় মানুষটির দেহে যেমন অসীম শক্তি, সেইরূপ মনের বলেও সে অপরাজেয়। তাহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প কখন ব্যর্থ হইত না, এবং সকল লোককে সে অবজ্ঞার পাত্র মনে করিত। অত বড় 'দুর্দ্ধারিষ' দস্যু মাকড়সাও তাহার কাছে যেন কেঁচো!

মাকড়সা অবনত মস্তকে স্পন্দিত বক্ষে তাহার আদেশ শুনিতেছিল।

জুজু বুড়ো বলিল, "আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—তাহা পালন করিয়াছি। আমি তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিয়াছি; কারাপ্রাঙ্গণের বধমঞ্চ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি।"—তাহার কণ্ঠস্বর সুদৃঢ়, তাহা তেজোব্যঞ্জক ও দৃপ্ত। সে মিঃ ব্লেকের সহিত অন্য সুরে কথা বলিয়াছিল; কিন্তু তাহার সতেজ কণ্ঠস্বরে সেই নিস্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল।

মাকড়সা কোন কথা না বলিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে জুজু বুড়োর মুখের দিকে চাহিল। সে কম্পিত হস্ত মুখে তুলিয়া তদ্বারা মুখ মুছিল। তাহার কদাকার মুখ লাল উল্কিতে অঙ্কিত মাকড়সার চিত্রে অতি ভীষণ দেখাইতেছিল। পল্লী-গ্রামের গোয়ালারা গরুগুলাকে বাঁধিয়া মাটীতে ফেলিয়া, লোহা পোড়াইয়া যে ভাবে দাগিয়া দেয়, ডান রোপারের অনুচরেরা তাহাকে বাঁধিয়া সেই ভাবে উল্‌কি দিয়া দাগিয়া দিয়াছিল; এজন্য তাহার কদাকার মুখ অধিকতর কুৎসিৎ দেখাইতেছিল। সেই নরপিশাচের মুখের দিকে চাহিতেও ঘৃণা হইত। জুজু বুড়োর অনুগ্রহে মাকড়সার জীবন রক্ষা হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল; জীবনের প্রতি তাহার ঘৃণা হইয়াছিল। তথাপি সে মাকড়সার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া জুজু বুড়ো অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "এখন পুনঃ পুনঃ এই একটা প্রশ্নই আমার মনে হইতেছে; মনে হইতেছে তোমাকে মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমি যে এত চেষ্টা যত্ন করিলাম, মাথা খাটাইয়া নানা রকম ষড়যন্ত্র করিলাম, তোমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিলাম; এ কি আমি ভুল করিলাম? (If I made a mistake) এ জন্য আমাকে যে পরিমাণ কষ্ট

ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে, মৃত্যুর সহিত যে ভাবে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, অনেকের জীবন যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে তোমার তুচ্ছ জীবন রক্ষা করিয়া আমি কি সঙ্গত কায করিয়াছি ? ইহাতে আমাদের কোন লাভের সম্ভাবনা আছে কি ?—মাকড়সা, আমার স্পষ্ট কথায় তুমি ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইও না। সত্য কথা বলিতে কি, এই ব্যাপারে তোমার জাত গিয়াছে ! (you have iost cast) তুমি দস্যুসমাজে তোমার পূর্ব্বসম্মান আর ফিরিয়া পাইবে না ! দস্যুদলের উপর তোমার যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।"

মাকড়সা কাতর দৃষ্টিতে জুজু বুড়োর মুখের দিকে চাহিয়া শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিল। তাহার চক্ষুতে নিরাশার সঙ্গে একটা কঠোর নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের ছায়া পড়িল। সে জুজু বুড়োর কথা অস্বীকার করিতে পারিল না। সে জুজু বুড়োর প্রধান সহকারী ও তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র ছিল ; কিন্তু যে স্থান সে অধিকার করিয়াছিল সেই আসনে সে আর বসিবার যোগ্য নহে, ইহা সে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল।

অল্পদিন পুর্ব্বে জুজু বুড়ো রোপার ও তাহার পরিচালিত দস্যুদলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য মাকড়সাকে আদেশ করিয়াছিল। মিঃ রবার্ট ব্লেক ডান রোপারের সহায়তা করায় তাঁহারও মাথা লইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছিল ; কিন্তু মাকড়সা তাঁহাদের উভয়কে হত্যা করিবার সুযোগ পাইয়াও সেই সুযোগ নষ্ট করিয়াছিল। "মাকড়সার মোড়লী"তে ইতিপূর্ব্বে তাহার সেই পরাজয়-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার এই পরাজয়ে সে অনুচরবর্গের বিশ্বাস হারাইয়াছিল ; তাহার পর রোপারের অনুচরেরা তাহাকে ধরিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, এবং স্বদলে তাহার যে প্রতিপত্তি ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং সে বুঝিতে পারিল তাহার শক্তি হ্রাস হইতেছে। (his power was on the wane) তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল, এ কথা সত্য ; কিন্তু ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব বা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহা জুজু বুড়োরই অসাধারণ

বুদ্ধিকৌশলের পরিচয়, তাহা দস্যুদলের অজ্ঞাত ছিল না ; মাকড়সার জীবন রক্ষার জন্য জুজু বুড়ো আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার উপকার করা তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। আইন আদালত সে গ্রাহ্য করে না, পুলিশের শক্তি তাহার শক্তির তুলনায় তুচ্ছ, জনসমাজে ইহাই প্রতিপন্ন করা তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

জুজু বুড়ো চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া-ফেলিয়া মাকড়সার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার মর্ম্মভেদী কথায় ক্রোধে ও অপমানে তাহার কদাকার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে ; সম্ভব হইলে সে হয় ত জুজু বুড়োকে তখনই গুলী করিয়া এই অপমানের প্রতিফল দিত। জুজু বুড়ো তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, এ জন্য সে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে—সেরূপ মনোবৃত্তির সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। জুজু বুড়ো তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিল ; কিন্তু মাকড়সা দ্বারা তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। তাহারা যে কক্ষে বসিয়া ছিল, সেই কক্ষের পর্দ্দার অদূরে জুজু বুড়োর দুইজন দেহরক্ষী রাইফেল লইয়া পাহারা দিতেছিল; জুজু বুড়োর ইঙ্গিতে তাহারা ফুৎকারে দীপ-নির্ব্বাণের ন্যায় অতি সহজে মাকড়সার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিতে পারিত।

জুজু বুড়ো তীব্র দৃষ্টিতে মাকড়সার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার অনুচরদের পরাজয়ের আশঙ্কা করি না। তুমি ডান রোপারের হাতে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছ দেখিয়া আমি তাহাকে ধরিয়া গুম্ করিয়া রাখিয়াছি। রবার্ট ব্লেক দুইবার তোমার হাতে পড়িয়াও তোমার মুঠোর ভিতর হইতে সরিয়া পড়িয়াছে! আমি তোমাকে আর একবার মাত্র সুযোগ দিব ; যদি এই সুযোগ নষ্ট কর তাহা হইলে তোমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না, এমন কি, তোমার প্রাণ রক্ষা করাও কঠিন হইবে।"

মাকড়সা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বেশ, আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আপনি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছেন, সর্দ্দার! আমি এখনও এতদূর অকর্ম্মণ্য হই নাই যে, আমার অনুচরগণের অবজ্ঞাভাজন হইয়া অবজ্ঞাত জীবনের ভার বহন করিব। না, এখনও আমার ততদূর

অধঃপতন হয় নাই। আপনি যদি আমাকে ডান রোপারের মুণ্ড উড়াইয়া দিতে বলেন, আমি সে জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।”

জুজু বুড়ো মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, “বনের বাঘকে খাঁচার ভিতর পাইলে সকলেই তাহাকে গুলী করিয়া মারিতে পারে, সে রকম সহজ কায আর কিছুই নাই। রোপার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা উচিত আমিই তাহা করিব। আমার আশা আছে, আমি এখনও তাহাকে বশীভূত করিয়া আমার দলভুক্ত করিয়া লইতে পারিব। আমার পরাক্রমে সকলেই শঙ্কিত, দস্যু-সমাজ নতশিরে আমার আদেশ পালন করে; কেবল ডান রোপারই আমার পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করে নাই; সে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে! আমি তাহার দর্প চূর্ণ করিব, তাহাকে আমার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিব; যদি তাহাতে সে অসম্মত হয়—তখন তাহার মুণ্ডপাত করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না।”

জুজু বুড়োর কথা শুনিয়া মাকড়সা চমকিয়া উঠিল; সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি বলেন কি সর্দ্দার! ডান রোপার নিজের জিদ ছাড়িয়া আমাদের দলে ভিড়িবে? আমরা তাহাকে আমাদের দলে টানিয়া লইয়া তাহার উপর কাযের ভার দিব? অসম্ভব! সর্দ্দার, আপনার মতিভ্রমের পরিচয় পাইয়া আমার অত্যন্ত আফ্‌সোস হইতেছে! তাহাকে আপনি দলে টানিয়া লইবেন? আপনি এত বড় সাংঘাতিক ভুল করিবেন, আর আমরা মাথা গুঁজিয়া, মুখ বুঁজিয়া তাহা সহ্য করিব? কিন্তু এ জন্য আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; ডান রোপার প্রাণের ভয়েও আপনার অনুরোধ রক্ষা করিবে না; আপনার আদেশ উপেক্ষিত হইবে। সে আমাদের দলে যোগদান করিবে না, কারণ রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত অধিক; সে রবার্ট ব্লেকের সংস্রব ত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। ব্লেক আমাদের মহাশত্রু; তাহার কোন মিত্রকে আমাদের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ব্লেকের বন্ধুকে আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে পারিব না সর্দ্দার!”—

ঘৃণায় ও ক্রোধে মাকড়সার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। (Hatred and fury flamed the Spider's eyes.)

জুজু বুড়ো অচঞ্চল স্বরে বলিল, "আমি পাগল নহি ; ব্লেক জীবিত থাকিতে ডান রোপারকে আমার দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে তাহা তোমার অপেক্ষা আমার বেশী জানা আছে। সেইজন্যই ব্লেককে অবিলম্বে সাবাড় করিতে হইবে। তুমি পেণ্টনভিল কারাগার হইতে ব্লেককে যে পত্র লিখিয়াছিলে, সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে তোমাকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। তাহার পর তোমার কর্ত্তব্য তুমিই স্থির করিবে ; তোমার বুদ্ধি আছে, মস্তিষ্ক পরিচালনের শক্তি আছে, তুমি সত্যই অকর্ম্মণ্য হও নাই, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি তোমাকে এই শেষ সুযোগ দান করিলাম। সেই সুযোগ নষ্ট করিলে তোমার দুঃখ দুর্গতির সীমা থাকিবে না ; তোমাকে জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার কথা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ?"

মাকড়সা বাতাসে মাথা ঠুকিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল সে তাহার সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছে।

জুজু বুড়ো তাহার চুরুটের দগ্ধাবশিষ্ট অংশটা ভস্মদানীর উপর নিক্ষেপ করিয়া মাকড়সাকে বলিল, "আজ রাত্রি আটটা হইতে দশটার মধ্যে তুমি বেকার ষ্ট্রীটে গিয়া ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিবে, এবং কোন কৌশলে তাহার বাড়ীতেই তাহাকে সাবাড় করিবে। যদি তোমার চেষ্টা বিফল হয়, যদি তুমি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হও, তাহা হইলে জানিও তোমার মঙ্গল নাই। হয় ব্লেককে, না হয় তোমাকে মরিতেই হইবে। তোমাদের উভয়েরই জীবিত থাকা চলিবে না। ইহাই আমার শেষ কথা।"

জুজু বুড়োর নির্ঘাত বাণী শুনিয়া মাকড়সা বিরাগভরে একবার মুখ বাঁকাইল। তাহার কুটিলতাপূর্ণ চক্ষুতে উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিল ; সে বুঝিল জুজু বুড়োর আদেশ যদি সে পালন করিতে পারে তবেই সে তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে, জুজু বুড়োর প্রধান সহকারী হইয়া

'দস্যুরাজ্যের ছোটলাটগিরি' করিতে পারিবে ; নতুবা কূলে আসিয়াও জুজু বুড়োর একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে তাহার জীবন-তরি বানচাল হইয়া যাইবে ! জুজু বুড়োর ক্রোধ হইতে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দলপতির প্রতিজ্ঞা অটল, তাহার আদেশ অকাট্য ; তাহার কঠোর সঙ্কল্প হইতে কেহই তাহাকে টলাইতে পারিবে না, তাহার কথার পরিবর্ত্তন হইবে না। তাহার রায়ের আপীল নাই !

মাকড়সা কয়েক মিনিট নতমস্তকে চিন্তা করিয়া বলিল, "সর্দ্দার, আমি আপনার প্রদত্ত ভার গ্রহণ করিলাম। আপনি আমার অঙ্গীকারে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন ; আমি সুকৌশলে সকল কায শেষ করিব। কি ভাবে কায করিতে হইবে তাহা আমি স্থির করিয়া ফেলিয়াছি ; আজই সকল কায শেষ করিব। কাল আর ব্লেককে কেহ জীবিত দেখিতে পাইবে না ; আমাদের কোন কাযে সে আর অনধিকার-চর্চ্চা করিতে আসিবে না।"

অদূরবর্ত্তী টেবিলে টেলিফোন ছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া মাকড়সা পুনর্ব্বার বলিল, "আজ রাত্রি দশটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পরে আপনি ঐ টেলিফোনে আমার সাড়া পাইবেন। আমি আপনাকে জানাইব —ব্লেকের মৃতদেহ বহনের জন্য একটি শবাধার সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে ; শবাধারটি শীঘ্রই তাহার গৃহে আনীত হইবে।"

জুজু বুড়ো তাহার অঙ্গীকারে প্রসন্ন হইয়া এক গিনি মূল্যের আর একটি চুরুট মুখে গুঁজিল, এবং তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া মাকড়সাকে বলিল, "দেখিও তোমার কথার যেন খেলাপ না হয় ; ব্লেককে হত্যা করিবার দুইটি সুযোগ নষ্ট করিয়াছ, তৃতীয় সুযোগ যেন ব্যর্থ না হয়। আমার অনুচরেরা আগ্রহ ভরে তোমার কার্য্যফলের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে নিরাশ হইতে না হয়। তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে তাহারা তোমাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তোমার জীবনের শেষ আশা বিলুপ্ত হইবে। তাহাদের কেহ কেহ এই কঠিন কার্য্যের ভার লইতে উৎসুক হইয়াছে ; কিন্তু তোমার শক্তি পরীক্ষার জন্য আমি তোমারই উপর এই ভার অর্পণ করিলাম।

তুমি কোন কারণে অকৃতকার্য্য হইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য—ইহা স্মরণ রাখিও!”

মাকড়সার সহিত কথা শেষ হইলে জুজু বুড়ো তাহার কয়েকজন অনুচরকে আহ্বান করিল। তাহারা সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত দ্বারের সম্মুখে প্রসারিত পুরু পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া আগ্রহভরে দলপতির ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছিল। জুজু বুড়োর সাড়া পাইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

জুজু বুড়ো তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, “ভাই আমাদের পরামর্শ শেষ হইয়াছে; মাকড়সা কায শেষ করিতে যাইতেছে। শীঘ্র গাড়ী আনিতে পাঠাও, আমি এই মুহূর্ত্তেই ডান রোপারকে ও ব্লেকের ছদ্মবেশী অনুচর স্মিথকে দেখিতে যাইব; তাহাদের মনের কথা বাহির করিয়া লইতে হইবে। তাহাদের কি বলিবার আছে তাহা না চলিতেছে না।”

ষষ্ঠ কল্প

জুজু বুড়োর এক খোঁচা

নিজের উপর স্মিথের বড় রাগ হইয়াছিল। সে ডান রোপারের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহাকে তাহার পদতলে ভূমিশয্যায় শায়িত দেখিয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহাতে নিজের কোন কৃতিত্ব নাই, একথা স্মিথ বুঝিতে পারিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সে ডান রোপারের দেখা পাইয়াছিল; কিন্তু উভয়েই তখন বন্দী, স্বাধীনভাবে তাহাদের কোন কায করিবার শক্তি ছিল না। সুদৃঢ় রজ্জু-বন্ধনে স্মিথের হাত পা অবসন্ন, তাহার উঠিয়া দাঁড়াইবারও শক্তি ছিল না; পলায়নের সুযোগ লাভ ত দূরের কথা! সে বুঝিতে পারিল—সে ভূগর্ভস্থ কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন গুদামে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই স্থানটি কোথায়, সে সেখানে কিরূপে নীত হইয়াছিল, তাহা তাহার অনুমান করিবার সামর্থ্য ছিল না। সে যে কাযের ভার লইয়া মহা উৎসাহে সদর্পে পপ্‌লারে আসিয়াছিল, মিঃ ব্লেককে ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিল—ডান রোপারকে সঙ্গে না লইয়া সে বাড়ী ফিরিবে না। তাহার সেই অহঙ্কারের পরিণাম এইরূপ শোচনীয়!—বন্ধনমুক্ত হইয়া সে যে অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরিবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভের আশা সুদূর-পরাহত!

ডান রোপার যখন জানিতে পারিল মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথই তাহার সম-অবস্থাপন্ন, তাহার ন্যায় বিপন্ন, তখন সে স্মিথকে তাহার সেইরূপ দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। স্মিথ কি উদ্দেশ্যে কালো যেকের মদের আড্ডায় আসিয়াছিল, এবং সেই আড্ডার বাহিরে আসিয়া কি ভাবে ধরা পড়িয়াছিল—তাহার সকল বিবরণ সে ডান রোপারের নিকট প্রকাশ করিল।

ডান রোপার স্মিথের পদপ্রান্তে পড়িয়া-থাকিয়া নিস্তব্ধভাবে তাহার সকল কথাই শুনিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ যে বড়ই বিপদের কথা! তুমি আমার সন্ধানে আসিয়া এ রকম ভয়ানক ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছ যে, এখন তুমি কিরূপে নিস্কৃতি লাভ করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! তুমি যাহাকে দেখিবার জন্য লোভ করিয়া বিপদে পড়িয়াছিলে, তাহাকে দেখিতে ঐ রকম লোভ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এবিষয়ে তুমি আমার অপেক্ষা সৌভাগ্যবান; কিন্তু দুঃখ এই যে, তুমি শেষ রক্ষা করিতে পারিলে না!"

স্মিথ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "হাঁ ডানিয়েল, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। কিন্তু আমি নিরেট বোকার মত কায করিয়াছিলাম; বোধ হয় ভয়ানক ভুল করিয়া ফেলিয়াছি! কিন্তু এই বিপদে পড়িয়া আমি কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হই নাই; বরং বিপদে পড়িয়া উদ্ধার লাভের চেষ্টাতেই আমার আনন্দ। জীবনে বহুবার বহু বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু কোন দিন প্রাণভয়ে কাতর হই নাই, হতবুদ্ধি হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করি নাই। আমার এখন কি ইচ্ছা হইতেছে জান ডানিয়েল? যে ইতর কাপুরুষটা আমাকে কালো যেকের খাস-কামরার জানালার ধারীর উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়া, চোরের মত আসিয়া আমার মাথায় দাণ্ডা মারিয়াছিল, তাহার মাথায় সেই রকম এক দাণ্ডা ঝাড়িবার জন্য যদি কেহ আমাকে সাহায্য করে তাহা হইলে আমি তাহাকে একশো টাকা বকশিস্ দিতে রাজী আছি।"

স্মিথ নীরব হইল, এবং তাহার হাত পায়ের দড়ির বাঁধন আল্‌গা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু স্মিথের সেই চেষ্টা সফল হইল না, টানাটানিতে তাহার হাত পায়ের পেশীগুলি টন্-টন্ করিতে লাগিল; পরিশ্রান্ত হইয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। সে কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "দেখ ডান, তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে; কিন্তু কতক্ষণ আমাদের নির্ব্বিঘ্নে আলাপ করিবার

সুযোগ থাকিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ! হয় ত এখনই কেহ এখানে আসিয়া পড়িয়া জুলুম আরম্ভ করিবে। যতক্ষণ সেরূপ কোন উপসর্গ আসিয়া না জোটে ততক্ষণ আমরা দুই চারিটা কাযের কথার আলোচনা করি।—একটা কথা জানিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।—তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুদলের প্রধান সর্দ্দার জুজু বুড়ো সম্বন্ধে কতটুকু কি জান তাহা আমাকে বলিবে কি ?"

ডান রোপার কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিল, "আমি ? আমি এই মাত্র জানি যে, তাহার অনুচরেরা, তাহার পরিচালিত দস্যুদল তাহাকেই তাহাদের লাট বলিয়া মনে করে, প্রাণপণে তাহার আদেশ পালন করে, তাহাকে যমের মত ভয় করে ; এমন কি, নরপিশাচ মাকড়সা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে হাড়ে কাঁপে ! জুজুই ঐদলের আসল দলপতি, মাকড়সা তাহার তাঁবেদার মাত্র, তাহার হুকুমে চলে।—ইহার অধিক আর কোন কথা আমার জানা নাই, তাহা জানিবারও সুযোগ পাই নাই।"

স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "হুম্ ! আমার ধারণা ছিল তুমি নিজে ভুক্ত-ভোগী, দস্যুরাজ্যের অনেক সংবাদ তোমার সুবিদিত ; সুতরাং জুজু বুড়ো সম্বন্ধে অনেক খবরই তোমার জানা আছে। মাকড়সাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে জেলখানা হইতে কৌশলে উদ্ধার করিবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল ; একটা লোক সেই ষড়যন্ত্রের সন্ধান জানিত, এই জন্য তুমি না কি ঐ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সকল গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার আশায় সেই ছুঁচোটার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে ? তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কি জানিতে পারিয়াছিলে তাহা আমাকে বলিবে কি ?"

ডান রোপার মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ওঃ, তুমি বুঝি লিপী জর্ডানের কথা বলিতেছ ? হাঁ, কালো যেকের আড্ডার পশ্চাতে যে কামরা আছে—সেই কামরায় লিপী জর্ডানের সঙ্গে আমার দেখা করিবার কথা ছিল ; কিন্তু আমি কালো যেকের আড্ডায় গিয়া তাহাকে দেখিতে পাই নাই। সেই আড্ডার মালিক কালো যেক একটা ধাড়ী শয়তান ; তাহার মত

বিশ্বাসঘাতক ভণ্ড দুনিয়ায় দুটি নাই! আমি তাহার আড্ডায় গিয়া এক গ্লাস মদ লইয়া গ্লাসে চুমুক দিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু সেই শয়তান যে আমার মদের গ্লাসে চেতনানাশক কোন আরোক মিশাইয়া তাহা বিষাক্ত করিয়াছিল, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই! আমি নিঃসন্দেহে গ্লাসটা খালি করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল; আমি অবসাঙ্গ হইয়া সেইখানে ঢলিয়া পড়িলাম! তাহার পর কি হইল আমার স্মরণ নাই। আমি চেতনালাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম—এই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুদামে ঠাণ্ডা মেঝের উপর পড়িয়া আছি!"

স্মিথ বলিল, "তোমার অবস্থা আর আমার অবস্থা প্রায় সমান! আমার মাথায় লাঠী পড়ায় আমি অজ্ঞান, আর তোমার মদের গ্লাসে বিষ পড়ায় তুমি অজ্ঞান! কালো যেক আমাকে চিনিতে পারিলে আমারও মদের গ্লাসে কি বিষ চালাইত না? তবে এক বিন্দু মদও আমার পেটে পড়ে নাই, ঠোঁটে ঠেকিয়া মাটীতে পড়িয়াছিল। কি করি! মদের আড্ডায় আসিয়া মদ্যপানের অভিনয় না করিলে চলে কি? কিন্তু তোমার দোস্ত লিপী জর্ডানের শোচনীয় পরিণামের সংবাদ শুনিতে পাও নাই বুঝি?—তাহার মৃতদেহ নদী গর্ভ হইতে তীরে তুলিয়া পুলিশ দেখিতে পাইয়াছে, তাহার আধখানা মাথা নাই,—এবং বন্দুকের গুলীতে তাহার কপাল ফুটা!"

এই সংবাদ শুনিয়া ডান রোপার সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই ব্যাপারের সঙ্গে কালো যেকের সংস্রব আছে—এ কথা আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি। লিপী জর্ডান ষড়যন্ত্রের সংবাদটা কাহাকেও বলিতে না পারে এই জন্যই ঐ রকম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।"

স্মিথ তাহার কথা শুনিয়া গড়াইতে গড়াইতে ডান রোপারের পাশে আসিল, এবং নিম্নস্বরে বলিল, "কালো যেক যে জুজু বুড়োর দলে মিশিয়া তাহার ইঙ্গিতে এই সকল কায করিতেছে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। সে যে মদের আড্ডাটা খুলিয়া বসিয়াছে জুজুই তার মহাজন।—সেখানে জুজু বুড়োর দলের ডাকাতগুলা জুটিয়া শলা-পরামর্শ করে; মদবিক্রয় একটা উপলক্ষ মাত্র!

জুজু বুড়োই হয় ত আড্ডার আসল মালিক। আজ রাত্রে, কি কাল রাত্রে, কি অন্য কোন রাত্রে অর্থাৎ যে রাত্রে আমার মাথার হাতুড়ি ঠুকিয়া আমার চেতনা বিলুপ্ত করা হইয়াছিল, সেই রাত্রে জুজু বুড়ো সেখানে আসিয়া কালো যেকের খাস-কামরায় ঢুকিয়াছিল। সেখানে তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। জুজু বুড়োর মোটর-কার সেই আড্ডার পিছনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। এ সকল আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।—যাহা হউক, তোমার এখন ক্ষুধা কেমন?

ডান রোপার বলিল, "সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ? আমার ভয় হইতেছে—ক্ষুধায় আমার নাড়ীগুলা বিলকুল হজম হইয়া না যায়! তখন পেটটি ফাঁপা ফুটবলের মত পড়িয়া থাকিবে। আমার এত ক্ষুধা পাইয়াছে যে, কোন জানোয়ারের ঠ্যাংএর বদলে টেবিলের একখান ঠ্যাং পাইলে তাহাও খাইয়া সাবাড় করি।" (I'm hungry enough to eat the leg of a table!)

স্মিথ তাহার কথায় আমোদ বোধ করিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, "না, না, অত শক্ত ঠ্যাং চিবাইয়া দাঁতের মাথা খাইবার দরকার নাই; আমি তোমাকে তাহা অপেক্ষা নরম জিনিস চিবাইতে দিতেছি। জিনিসটি ষাঁড়ের ল্যাজের চেয়ে বেশী শক্ত নয়, তবে রসের অভাব বটে!—যে দড়ি দিয়া আমার হাত দু'খানা বাঁধা আছে—সেই দড়িটা চিবাইয়া সাবাড় করিতে পারিবে না? যদি কোন রকমে বাঁধনটা দাঁত দিয়া কাটিয়া ফেলিতে পার—তাহা হইলে পেট না ভরিলেও আনন্দের অভাব হইবে না। আমাদের দু'জনেরই সুবিধা হইতে পারে। পাজী বেটারা যদি হাত দু'খানা পিছমোড়া করিয়া না বাঁধিত, তাহা হইলে আমি নিজেই দাঁতের শক্তির পরীক্ষা করিতাম।—এখন সময় কত, আমার হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিতে পারিবে?"

রোপার বলিল, "অন্ধকারে উহার কাঁটা দেখা যাইলেও তাহা দেখিয়া ফল হইবে না; দম ফুরাইয়া যাওয়ায় ঘড়ি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে আমি অনুমান করিয়া বলিতে পারি—আট নয় ঘণ্টা হইতে তুমি এখানে পড়িয়া আছ।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে এখন অনেকখানি বেলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মাকড়সাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যদি কোন ষড়যন্ত্র হইয়া থাকে তাহা হইলে এতক্ষণ সেই ষড়যন্ত্র হয় সফল হইয়াছে, না হয় তাহা বিফল হওয়ায় মাকড়সাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়া অকালাভ করিতে হইয়াছে।"

ডান রোপারের দাঁত দু'পাটি এরূপ শক্ত ছিল যে, ইঁদুরের মত তাহা কাঠ পর্য্যন্ত ফুটা করিতে পারিত! কিন্তু সে সেই মোটা ও শক্ত দড়ি ক্রমাগত চিবাইয়াও কাটিতে পারিল না, কিন্তু ইহাতে তাহার উদ্যম শিথিল হইল না; সে অক্লান্তভাবে চিবাইতে চিবাইতে আধ ঘণ্টা পরে দড়ি ফেঁসো করিয়া ফেলিয়া স্মিথকে বলিল, "একবার টানাটানি করিয়া দেখ ত।" স্মিথ উভয় হস্ত সবলে টানিতেই দড়ির চব্বিত অংশ দ্বিখণ্ডিত হইল। স্মিথ উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে আন্দোলিত করিতে লাগিল; তাহার পর তাহার হাতের আড়ষ্ট স্থান ডলিতে ডলিতে তাহার জড়তা অপসারিত হইল। স্মিথ উঠিয়া বসিয়া রোপারকে উৎসাহ ভরে বলিল, "বাহবা তোমার দাঁত! এখন তুমি উপুড় হইয়া পড়িয়া থাক, আমি তোমার হাতের বাঁধন কাটিতে পারি কি না পরীক্ষা করিয়া দেখি। আমি বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই—"

ডান রোপার তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "চুপ! অদূরে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি।"

তাহারা উভয়ে যে গুদামে আবদ্ধ ছিল, তাহার উর্দ্ধে কাহারও পদধ্বনি হইতেছিল; তাহা শুনিয়া ডান রোপার বুঝিতে পারিল তাহাদিগকে ভূগর্ভস্থ কোনও কক্ষে আবদ্ধ করা হইয়াছে। স্মিথের হাতের বাঁধন তখন অপসারিত হইয়াছিল; এজন্য সে বন্ধনমুক্ত হাত দুইখানি লুকাইবার উদ্দেশ্যে দুই হাত পিঠের নীচে রাখিয়া চিত হইয়া পড়িয়া রহিল। দুই মিনিট পরে সেই প্রকোষ্ঠের উর্দ্ধস্থিত একটি গুপ্তদ্বার খুলিবামাত্র উজ্জ্বল দিবালোকে সেই কক্ষ উদ্ভাসিত হইল। সেই আলোকে একটি সঙ্কীর্ণ-কাঠের সিঁড়ি দৃষ্টিগোচর হইল; তাহা ছাদ হইতে সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষের দেওয়াল ঘেঁসিয়া মেঝের এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল।

সেই সিঁড়ি দিয়া একজন দীর্ঘদেহ জোয়ান ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। তাহার এক হাতে একটি বিজলি-বাতি; আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাহার অন্য হাতে চ্যাপ্‌টা আকারের সুবৃহৎ অটোমেটিক পিস্তল!

ডান রোপারও পিছমোড়া হাত দু'ইখানি পিঠের নীচে রাখিয়া চিত হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই জোয়ানটা ডান রোপার ও স্মিথের কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার হাতের বিজলি-বাতির তীব্র আলোক-ধারা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।

সেই জোয়ানটা দুই এক মিনিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডান রোপারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার পাঁজরে জুতার এক ঠক্কর দিল, তাহার পর কঠোর স্বরে বলিল, "শোন্ বেটা কয়েদী! আমার কথা শোন্। সর্দ্দার তোকে দুই একটা কথা বল্‌বেন। তিনি উপর-তালায় অপেক্ষা করচেন। আমি তোর পায়ের বাঁধন খুলে দিচ্ছি, তা হলে তুই সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাঁর সাম্‌নে যেতে পারবি। কিন্তু যদি সে সময় কোন রকম চালাকি খাটাবার চেষ্টা করিস্, তা' হ'লে আমি এক গুলীতে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করবো। বুঝ্‌তে পেরেছিস্ আমার কথা?" (D'you get me?)

ডান রোপার ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া অবজ্ঞাভরে বিকৃত স্বরে বলিল, "কেবল পা কেন, আমার হাতের বাঁধনও খোল্; আমার হুকুম তামিল না করলে আমি তোকে ছিঁড়ে দু' টুক্‌রো করবো।" (I'ill tear you in halves)

কিন্তু সেই জোয়ানটা ডান রোপারের কথা গ্রাহ্য করিল না। সে তাহার হাতের বাঁধনের দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না; স্মিথ তাহার হাতের বন্ধন-রজ্জু চর্ব্বণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আগন্তুকের পদশব্দ শুনিয়া সতর্ক হইয়াছিল, সুতরাং ডান রোপারের প্রকোষ্ঠের বন্ধন অবিকৃত ছিল।

আগন্তুক জোয়ানটা এক হাতে পিস্তল উদ্যত করিয়া অন্য হাতে ডান রোপারের পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিল। সেই সময় সে তাহার হাতের বিজলি-বাতিটা বাহুমূলের সাহায্যে বগলে চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে ডান রোপারের পায়ের বাঁধন খুলিয়া পুনর্ব্বার তাহার পাঁজরে জুতার গুঁতা মারিল; তাহার

পর তাহার পিঠে পিস্তলের নলের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তুই এখন পায়ে ভর দিয়ে উঠে' দাঁড়া! ঐ সিঁড়ি দিয়ে আমার আগে আগে তাড়াতাড়ি উপরে চল্।"

সে কথা শেষ করিয়া একবার তীব্র দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর নীরস স্বরে বলিল, "তুই কি মনে করেছিস ঐ ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে' থাক্‌লেই চল্‌বে? তা হচ্ছে না। ও বেটার সঙ্গে কথা শেষ ক'রে সর্দ্দার তোকে তাঁর সাম্‌নে হাজির করবার হুকুম দেবেন। সর্দ্দার তোর মত ক্ষুদ্র কীটের কথা শুন্‌বার জন্যে বেশী সময় নষ্ট করবেন না। তুই ত তুই, তোর মনিব সেই ধাড়ী গোয়েন্দা ব্লেক ও-ভাবে ধরা পড়লেও সর্দ্দার তার কথা শুন্‌বার জন্যে বেশী সময় নষ্ট করতেন না। তিনি কি তোদের মত নগণ্য প্রাণীদের গ্রাহ্য করেন?"

স্মিথ তাহার দুর্ব্বাক্য শুনিয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং চক্ষুর নিমেষে উঠিয়া-বসিয়া জোয়ানটার হাঁটুতে এমন জোরে জোড়া পায়ের লাথি মারিল যে, সে দুই হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া মেঝের উপর চিত হইয়া পড়িল। সেই কক্ষের প্রস্তরনির্ম্মিত মেঝের উপর তাহার মাথা এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত হইল যে, সেই আঘাতে তাহার মাথার খুলী নড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল; তাহার মুখ হইতে একটি শব্দও নিঃসারিত হইল না। সে অসাড় দেহে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

ডান রোপার এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। সেই অবস্থায় সে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না, কারণ তাহার উভয় হস্ত তখনও রজ্জুবদ্ধ ছিল, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ছিল না; কিন্তু আগন্তুক ডান রোপারকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পাজরে দুইবার জুতার গুঁতা মারিয়াছিল; সেই অপমানে সে ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এইবার তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়ার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার শত্রুর মাথার কাছে আসিয়া

তাহার চুয়ালের উপর সবেগে পদাঘাত করিল। সেই আঘাতে তাহার মুখ বাঁকিয়া গেল। তখনও সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

ডান রোপারের কায দেখিয়া স্মিথ গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ, মুখের মত জুতা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা শেষ রক্ষা করিতে পারিব কি না তাহাই এখন চিন্তার বিষয়!"—সে তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য শত্রুর পকেটে হাত পুরিয়া তাহার ছুরীখান বাহির করিয়া লইল এবং তদ্বারা ডান রোপারের হাতের বাঁধন মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসারিত করিল।

স্মিথ সেই লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া ডান রোপারকে বলিল, "দেখ ডানিয়েল, আমার বিশ্বাস উহার চুয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; চেতনা লাভ করিলেও উহার মুখ নাড়িবার শক্তি হইবে না।"

ডান রোপার মাথা নাড়িয়া বলিল, "চুয়ালের বদলে উহার ঘাড় ভাঙ্গিলেই বেশী খুসী হইতাম।"—হাতের বন্ধন অপসারিত হওয়ায় সে উভয় হস্ত সজোরে ডলিয়া হাত দুইখানির অসাড়তা দূর করিতে লাগিল। তাহার পর সে তাহার আততায়ীর অচেতন দেহের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে পিস্তলটি দেখিতে পাইল; ডান রোপার ঈষৎ হাসিয়া পিস্তলটা তুলিয়া লইল, এবং তাহাতে টোটা আছে কি না পরীক্ষা করিল। পিস্তলটি সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহার মন উৎসাহে পূর্ণ হইল। হাতে পিস্তল থাকিলে ডান রোপার—মানুষ দূরের কথা, শয়তানকেও ভয় করিত না। (feared neither man nor devil.)

অতঃপর ডান রোপার মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিয়া স্মিথকে বলিল, "উহার ওয়েষ্ট-কোটের নীচে খুঁজিয়া দেখ; আমার বিশ্বাস সেখানেও একটা পিস্তল লুকান আছে। একটা পিস্তল লইয়া আমাদের মত দুই জন শত্রুর কাছে এই মরদ ঘেঁসিতে সাহস করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না স্মিথ!"

স্মিথ তাহাদের শত্রুর পকেট হাতড়াইতে লাগিল; সে তাহার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে পিস্তল পাইল না বটে, কিন্তু তাহার কাঁধের নীচে কোটের যে গুপ্ত পকেট ছিল তাহার ভিতর টোটাভরা আর একটা চ্যাপ্‌টা পিস্তল

দেখিতে পাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তগত করিল। আত্মরক্ষার জন্য সে তাহা নিজের হাতে রাখিল।

অতঃপর রোপার পূর্ব্বোক্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়া সেই গুদামের ছাদের দিকে উঠিতে লাগিল। স্মিথ ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল।

ডান রোপার কিছু দূর উঠিয়া সোপানপ্রান্তে একটি সঙ্কীর্ণ ফুকর দেখিতে পাইল। সেই ফুকরের ভিতর মস্তক ও উভয় স্কন্ধ প্রসারিত করিলে সুদীর্ঘ একটা বারান্দা ও সেই বারান্দার অন্য প্রান্তে একটি দ্বার তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। রোপার বুঝিতে পারিল তাহা সেই গুদামের উর্দ্ধস্থিত কোন-কক্ষের দ্বার।

ডান রোপার প্রথমে বারান্দায় উঠিল; স্মিথ তাহার পশ্চাতে বারান্দায় উঠিয়া সিঁড়ির প্রান্তস্থিত ফুকরের দ্বারটি বন্ধ করিল। তাহার পর তাহারা উভয়েই বারান্দার উপর সেই রুদ্ধ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, কোনও দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। তাহাদের মনে হইল তাহারা যেন পিরামিডের অন্তর্দ্দেশে সমাহিত হইয়া যুগযুগান্তের নিস্তব্ধতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে!

সেই বারান্দার অন্য প্রান্তে যে দ্বার ছিল, তাহারা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সেই দ্বারটি উদ্ঘাটিত ছিল, এজন্য তাহারা সেই দ্বারের ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া আর একটি নির্জ্জন পথ দেখিতে পাইল। পথটির দুই দিকে উচ্চ প্রাচীর, উর্দ্ধে ছাদ। প্রাচীরের উর্দ্ধদেশে লোহার গরাদে-পরিবেষ্টিত একটি বাতায়ন ছিল, সেই বাতায়ন-পথে সূর্য্যালোক নিম্নস্থিত পথের উপর বিক্ষিপ্ত হওয়ায় পথটি আলোকিত হইয়াছিল।

স্মিথ ডান রোপারকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আকাশের অনেক উর্দ্ধে সূর্য্যোদয় হইয়াছে; কিন্তু আমাদের সেই বিপদের রাত্রির পর কয়দিন কাটিয়াছে কিরূপে বলিব?—ঘড়ি বন্ধ, সময় জানিবার উপায় নাই! কিন্তু আজ কি বার? কোন্ তারিখ?"

ডান রোপার বলিল, "কি করিয়া বলি? অনুমান করা অসাধ্য।

আমরা কোথায় আসিয়াছি তাহাও ত জানিবার উপায় নাই! কিন্তু এ সকল কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া ফল কি? চল, আমরা যত শীঘ্র এই কদর্য্য স্থান ত্যাগ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করি। এখান হইতে বাহির হইলেই আমরা কোথায় আসিয়াছি তাহা জানিতে পারিব।"

কিন্তু তাহাদের সম্মুখে একটি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। সেই পথের অপর প্রান্তে একটি দ্বার ছিল; কিন্তু তাহারা দ্বারটি রুদ্ধ দেখিল। দ্বারের যে হাতল ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া তাহাদের আশা হইল, সেই হাতল ঘুরাইলে দ্বারটি হয় ত সহজেই খুলিয়া যাইবে। কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে না পাওয়ায় এবং এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাদের গমনে বাধা না দেওয়ায় তাহাদের সঙ্কোচ দূর হইয়াছিল; মনে কতকটা সাহসও হইয়াছিল। এ জন্য তাহারা ধীরে ধীরে সেই রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল।

ডান পিটার অগ্রসর হইয়া হাতল ঘুরাইয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

তাহারা দ্বারের ভিতর পা বাড়াইয়াই পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের পা তুলিবারও শক্তি হইল না! তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় অবসন্ন হইল, এবং শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। তাহারা কম্পিত বক্ষে বিস্ফারিত নেত্রে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যে মনুষ্য-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল তাহা অতি ভয়াবহ!

স্মিথ মনে মনে বলিল, "এই লোকটাই জুজু বুড়ো—দস্যুরাজ্যের লাট বলিয়া পরিচিত; কিন্তু কি ভয়ানক চেহারা! ও মূর্ত্তি দেখিলে আতঙ্ক না হয় কার?"

সেই দ্বারের দশ বার ফিট দূরে একটি লোক একটি বৃহৎ ডেকের সম্মুখে বসিয়া কি লিখিতেছিল; সেই দ্বারের দিকেই তাহার মুখ ছিল। তাহার স্কন্ধদ্বয় কুব্জের স্কন্ধের ন্যায় সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মস্তকে ছতরিওয়ালা বৃহৎ টুপি; তাহা এরূপ বৃহৎ যে, তদ্বারা তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়াছিল। তাহার শুভ্র হস্তে হংসপুচ্ছের একটি কলম; একখানি সাদা কাগজের উপর কলমটি সচ্ছন্দগতিতে চালিত হইতেছিল। লিখিবার ভঙ্গি দেখিয়া স্মিথের ধারণা হইল, দস্যু তস্করের দলপতি হইলেও

লোকটা সাধারণ দস্যুদের মত খুঁট-আখুরে নহে, একটা নাম সহি করিতে যাহাদের তিনটা কলম ভাঙ্গে—সে সে দলের লোক নহে। তাহার লিখিবার ভঙ্গি প্রশংসনীয় বটে!

লোকটি এরূপ তদ্‌গত চিত্তে লেখনি চালনা করিতেছিল যে, সেই কক্ষে কোন লোক প্রবেশ করিয়াছে—তাহা সে বুঝিতে পারিল না; খচ্-খচ্ শব্দে তাহার কলম চলিতে লাগিল। (Scratch—Scratch! went the pen.)

স্মিথের মনে হইল, কালো যেকের আড্ডার বাহিরে তাহার খাঁস-কামরার জানালার ধারীর উপর দাঁড়াইয়া সে যখন কোন অজ্ঞাত আততায়ীর লগুড়াঘাতে অজ্ঞান হইয়াছিল, তাহার মুহূর্ত্ত কাল পূর্ব্বে সেই জানালার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া সে যাহার দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, সে এই লোকই বটে! স্মিথ সে সময় তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই; এখানেও তাহার মুখ প্রকাণ্ড টুপির আড়ালে থাকায় সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না। ছায়াচ্ছন্ন মুখের বিশেষত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারিল না।

সেই বিশাল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ডান রোপারের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। তাহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইল, এবং তাহার হাতের পিস্তলের ঘোড়ার উপর তাহার অঙ্গুলি চাপিয়া বসিল। তাহার মনে হইল এই ব্যক্তি তাহার মহাশত্রু, এবং তাহাকে সেই স্থানে গুলী করিয়া মারিতে না পারিলে সেই কক্ষের অপর দ্বারে উপস্থিত হওয়া তাহাদের অসাধ্য হইবে!

কিন্তু ডান রোপার কর্ত্তব্য স্থির করিবার পূর্ব্বেই সেই ব্যক্তি কলমটা ডেস্কের উপর ফেলিয়া রাখিয়া কাগজখানির উপর ব্লটিং কাগজ চাপা দিতে দিতে মুখ তুলিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল।

সম্মুখে ডান রোপার ও স্মিথকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহার মুখ অত্যন্ত কঠিন ভাব ধারণ করিল—যেন তাহা তুষারশীতল ইস্পাত! গভীর বিস্ময়ে তাহার অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইল, কিন্তু বিস্ময়সূচক একটা শব্দও তাহার মুখ হইতে নিঃসারিত হইল না। সেই কক্ষের বায়ুস্তর যেন কি এক অজ্ঞাত আতঙ্কে ও বিপদের সম্ভাবনায় স্তম্ভিত হইয়া উঠিল!

জুজু বুড়োর সম্মুখে মুখো-মুখি হইয়া দাঁড়াইয়া স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ হীম হইয়া গেল : সে পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে অন্য কাহারও সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জীবনে কখন এরূপ অসচ্ছন্দ অনুভব করে নাই, বা তাহাকে হতবুদ্ধি হইতে হয় নাই! প্রথমে তাহার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইয়াছিল ; সেই কৌতূহল আগ্রহে, এবং সেই আগ্রহ অবশেষে গভীর বিস্ময়ে পরিণত হইল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—এ মুখ কি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত? না পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিল? কিন্তু কোথায়? কোথায়? সে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও পূর্ব্ব-স্মৃতির রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারিল না। লাঙলের ফালে যেন তাহার মস্তিষ্ক কর্ষিত হইতে লাগিল!

দুই তিন মিনিট কাহারও মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। উভয় পক্ষই নিস্তব্ধ, মূকবৎ নির্ব্বাক! অবশেষে ডান রোপার সহসা তাহার হাতের পিস্তল তুলিয়া সেই অপরিচিত পুরুষের ললাট লক্ষ্য করিল।

স্মিথ আতঙ্কে উত্তেজনায় অধীর হইয়া আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি—তুমিই কি দস্যুনায়ক জুজু বুড়ো?"

ডান রোপার ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কে সে?—আমি জানিতে চাই সে কে? আমি এত কালের মধ্যে কখন তাহাকে দেখি নাই, তাহাকে জানি না।"

জুজু বুড়োর মুখে মৃদু হাসি ফুটিল ; সে হাসি অত্যন্ত সাংঘাতিক, তাহা অবজ্ঞা ও স্পর্দ্ধা মিশ্রিত। সে হাসিয়া বলিল, "তাহা কখন জানিতে পারিবেও না।"—সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার বাঁ পা ডেস্কের নীচে প্রসারিত করিয়া তদ্বারা লৌহনির্ম্মিত একটা গোঁজের উপর চাপ দিল।

ঘণ্টাধ্বনির মত ঢং করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে—মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীর পদতল হইতে বধমঞ্চের তক্তা যে ভাবে অপসারিত হয়, সেই ভাবে ডান রোপার ও স্মিথের পদতলস্থ মেঝে সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে অপসারিত হইল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা উভয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহারা আর একটিও কথা বলিবার অবসর পাইল না!

কিন্তু তাহাদিগকে আহত হইতে হইল না; তাহারা একটা সুকোমল ঢালু যায়গায় পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ কক্ষে নিক্ষিপ্ত হইল।

জুজু বুড়ো সেই গোঁজের উপর হইতে পা সরাইয়া লইতেই সেই কক্ষের মেঝে পূর্ব্বের অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইল; তাহা যে অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল—তাহা বুঝিবার উপায় রহিল না।

জুজু বুড়ো ডেস্কের উপর হইতে অটোমেটিক টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইল, এবং তাহার একটি শুভ্র বোতাম টিপিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "মুলিন্স, ওখানে আছ কি?—হাঁ। জলের কুঠুরীতে দুটো ইঁদুর পড়িয়াছে, একটা ধাড়ী, আর একটা বাচ্চা। সুড়ঙ্গের কপাট সরাইয়া সেই কামরাটা জলপূর্ণ কর। তাহার পর স্লাইডারকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার গাড়ী ঠিক করিতে বল। বাড়ী যাইব। ডান রোপারের জন্য আর আমাকে মাথা ঘামাইতে হইবে না; আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না।"

সপ্তম কল্প

যমের সহিত যুদ্ধ

মাকড়সা পেণ্টনভিলের কারাগার-সংলগ্ন বধ্যভূমিতে নীত হইলে গলার ফাঁস লইয়া বধমঞ্চ হইতে পলায়ন করিয়াছে ; যে জল্লাদটা তাহাকে ফাঁসে ঝুলাইয়া ছিল, সে জাল জল্লাদ—মাকড়সারই দলভুক্ত দস্যু ; মাকড়সা তাহার ও তাহার সহকারীর সাহায্যে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া কারাধ্যক্ষকে আহত করিয়াছে, কারা-কক্ষের বাহিরে যে সকল পুলিশ প্রহরী তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—তাহাদের দুই জনকে তাহারা ধরাশায়ী করিয়াছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আটক করিবার চেষ্টা করিলে কৌশলে তাঁহাকে অস্ত্র ত্যাগে বাধ্য করিয়া, জেলখানার দেউড়ি খুলিয়া একখান মোটর-ভ্যানে সঙ্গীদের লইয়া চম্পটদান করিয়াছে—ইত্যাদি সংবাদ লণ্ডনের দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হইলে লণ্ডনের নর নারীবর্গ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যেরূপ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল, সেইরূপ আন্দোলন আলোচনা, বিস্ময় ও আতঙ্কের নিদর্শন লণ্ডনে কেবল এক দিন মাত্র লক্ষিত হইয়াছিল—যেদিন জর্ম্মানী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল ! ভীষণ ভূমিকম্পে লণ্ডনের বাড়ী ঘরগুলি একসঙ্গে চারি দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে জন সাধারণের মানসিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয়, মাকড়সার মুক্তি লাভের সংবাদেও সকলের মনের অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়াছিল। এই সংবাদে সকলেই এরূপ বিচলিত হইয়াছিল যে, 'কেবল'ও 'রেডিও'র সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা সমগ্র সভ্য জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের জনসমাজ আর কোন সংবাদে সেরূপ বিচলিত হইত কি না সন্দেহের বিষয়।

এই উপলক্ষে হুজুগে' সংবাদ পত্রগুলির উৎসাহ ও উদ্দীপনার সীমা ছিল না! তাহারা মাকড়সার পলায়ন-কাহিনী পল্লবিত করিয়া এরূপ লোমাঞ্চকর ভাষায় তাহা তাহাদের কাগজে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাদের অনেকে দুই এক দিনের কাগজ বিক্রয় করিয়াই কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া লইল।

লণ্ডনের ফ্লীট ষ্ট্রীট সংবাদপত্র সমূহের প্রধান আড্ডা; সেখানে এই উপলক্ষে বিপুল কর্ম্ম-কোলাহলের সাড়া পড়িল। রিপোর্টারগণ চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, সম্পাদকেরা নূতন সংবাদের জন্য রুদ্ধনিশ্বাসে বসিয়া আছেন। যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—প্রেসে তাহাই সশব্দে ছাপা হইতেছিল; সংবাদপত্র-বিক্রেতারা ভিজা কাগজের স্তূপ ঘাড়ে লইয়া পথে বাহির হইয়াছিল, এবং নানা রকম ছড়া বলিয়া তাহা পথে পথে ফেরি করিতেছিল। তাহারা কাগজ বিক্রয়ের জন্য সুর করিয়া যে ছড়া বলিতেছিল, তাহা বঙ্গভাষায় পরিবর্ত্তিত করিলে কতকটা এইরূপ হয়,—

"মাকড়সা ভাঙ্‌লো জেলের আগড়!
ফাঁসের দড়ি ফস্‌কালো, কি মজা!
গুণ্ডা জেলের জাল-জল্লাদ,
জেলার—পেলেন সাজা!
চল্‌লো গুলী ফাঁসির মাঠে
গোয়েন্দা দিশেহারা!
বজ্র আঁটুনি—ফস্কা গেরো,
কাণ্ড সৃষ্টিছাড়া'!"

পেণ্টনভিল কারাগারের সকল লোক আতঙ্কে অভিভূত; কেহই আর নিজের ঘর ছাড়িতে সাহস করিতেছে না। এদিকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে পুলিশের চীফ কমিশনর এক কৈফিয়ৎ ছাপিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিলেন; তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন—মাকড়সার পলায়নের জন্য লণ্ডনের পুলিশ দায়ী নহে। মাকড়সার পলায়নের সংবাদ শুনিয়া পুলিশ যখন কারাদ্বারে

উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মাকড়সা সদলে জেলের বাহিরে আসিয়া একখানি কৃষ্ণবর্ণ মোটর-ভ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চীফ কমিশনর যে সঙ্ক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, মাকড়সার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে তাহাকে আসামীর কাঠরা হইতে অপসারিত করিয়া কারাগারের সেরিফ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পরিচালকবর্গের হস্তে অর্পণ করা হয়; সেই সময়েই পুলিশের দায়িত্ব শেষ হইয়াছিল। (the work of police had been completed) স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ত্রুটিতে মাকড়সা পলায়ন করিয়াছিল—এ কথা সত্য নহে।

চীফ-কমিশনরের এই মন্তব্যের উত্তরে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা লিখিলেন, "মাকড়সাকে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার করা হউক", "জুজু বুড়োকে খুঁজিয়া বাহির করা পুলিশের প্রধান কর্ত্তব্য।" "কারাগার হইতে কয়েদীকে যে কৌশলে উদ্ধার করা হইয়াছিল—তাহা অচিন্তপূর্ব্ব; এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড পূর্ব্বে কখন সংঘটিত হয় নাই! কাহার ষড়যন্ত্রে এই দুরূহ কার্য্য সাধিত হইয়াছে?"

ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে সংবাদ আসিল—সেই কারাগারের সহকারী জল্লাদ লেমুয়েল সোয়াইনের ছদ্মবেশে অন্য লোক তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল।—সোয়াইন অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার সন্ধান নাই! মাকড়সার অনুচরেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ডান রোপারেরও সন্ধান হইল না, মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথকেও পাওয়া গেল না; উভয়েই নিরুদ্দেশ! তাহাদের অন্তর্দ্ধান দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

সেই দিন অপরাহ্ণে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বেকার ষ্ট্রীটে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছিল, মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ; তিনি একখানি চেয়ারে হতাশ ভাবে বসিয়া-পড়িয়া কম্পিত হস্তে হুইস্কির বোতল ও গ্লাস টানিয়া লইলেন। অবসন্ন দেহ মন চাঙ্গা করিবার জন্য তাঁহাকে এই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে হইল!

তিনি গ্লাস-খানেক হুইস্কি উদরস্থ করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, "দেখ ব্লেক, তোমাকে নূতন কোন কথা বলিবার নাই ; মাকড়সার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, জুজু বুড়ো কে, কোথায় তাহার আড্ডা—তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। যে মোটর-ভ্যান পেণ্টনভিল কারাগারের দেউড়ির বাহিরে উপস্থিত হইয়া মাকড়সা ও তাহার সঙ্গীদের লইয়া উধাও হইয়াছিল, তাহার কোন চিহ্ন মাত্র আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই ; তাহা যেন বাতাশে মিশিয়া গিয়াছে ! ডান রোপার ও তোমার সহকারী স্মিথের অন্তর্দ্ধানও সেইরূপ রহস্যাবৃত !"

মিঃ ব্লেক সংযত স্বরে বলিলেন, "ডান রোপার ও স্মিথের জন্য ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই ; তাহারা উভয়েই আত্মরক্ষা করিতে জানে। তাহারা এখনও জীবিত আছে ; যদি তাহারা নিহত হইত—তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু-সংবাদ গোপন থাকিত না ; কোন রূপে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু মাকড়সা মুক্তি লাভ করায় তাহাদের বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে আমার এক বিন্দুও সন্দেহ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "দাঙ্গাবাজ ইগান বা ডান রোপারের অন্য কোন অনুচরের নিকট হইতে আর কোন সংবাদ পাইয়াছ কি ?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, রোপারের দলের কাহারও নিকট হইতে কোন সংবাদ পাই নাই ; তবে ঘণ্টা-খানেক আগে জুজু বুড়ো আমাকে ফোন করিয়াছিল বটে !"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "কে তোমাকে ফোন করিয়াছিল বলিলে ? জুজু বুড়ো ?—সে টেলিফোনে তোমাকে কি বলিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে বলিল, আজ রাত্রে আমি যেন ঘরে থাকি, কারণ রাত্রি এগারটার পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। মাকড়সা স্বয়ং এখানে উপস্থিত থাকিয়া আমার পরলোক-গমনের সকল ব্যবস্থা শেষ করিবে !"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কণ্ঠরোধ হইল, তিনি হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "আমার কঠিন সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন, আমি তাহা শেষ করিয়া রাখিয়াছি। ইহাতে অনেক ঝঞ্ঝাটের লাঘব হইবে। মাকড়সা আজ রাত্রি আটটা হইতে দশটার মধ্যে আমার এখানে উপস্থিত হইবে। সে পেণ্টনভিল কারাগার হইতে পত্রযোগে যে কথা আমাকে জানাইয়াছিল, তাহার অন্যথা হইবে না,—জুজু বুড়ো ইহাই আমাকে স্মরণ রাখিতে বলিয়াছে।"

কুট্‌স বলিলেন, "কি বলিলে? তোমার কি বিশ্বাস সে সত্যই আজ রাত্রে এখানে আসিবে?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার পাইপে তামাক সাজিয়া লইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার বিশ্বাস—সে আসিবে; আশা করি সে কথার খেলাপ করিবে না। সে যাহা বলে, তাহা করে—ইহার পরিচয় পাইয়াও ও-কথা অবিশ্বাস করিতেছ কেন? যদি সে কোন কারণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, এখানে না আসে, তাহা হইলে আমার ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। আমি তাহার কাছেই স্মিথের সংবাদ পাইব—এইরূপ আশা করিতেছি। তোমাকে মাকড়সার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

আকস্মিক উত্তেজনায় কুট্‌সের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তিনি রুমালে মুখ মুছিয়া সশব্দে নাক ঝাড়িলেন; সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁহার ওষ্ঠে পরিস্ফুট হইল। তিনি দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "কিন্তু মাকড়সা তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সুযোগ পাইবে না; আমি তোমার বাড়ীতে এবং তোমার বাড়ীতে আসিবার পথে পাহারা দেওয়ার জন্য একশত লোক নিযুক্ত করিব। তোমার বাড়ী ত দূরের কথা—এই বেকার ষ্ট্রীটে সে পা বাড়াইবামাত্র তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পড়িবে।"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "না, না, ওকায তুমি কিছুতেই করিতে পাইবে না। আমার বাড়ীর পথেও একশত গজের মধ্যে যেন একজনও

ডিটেক্‌টিভ না থাকে। যদি তুমি ঐ রকম নির্ব্বোধের মত কায কর—তাহা হইলে আমার সকল কৌশল, সকল ফন্দী বিফল হইবে।"

কুট্‌স বলিলেন, "তোমার ফন্দী? তুমি কি রকম ফন্দী করিয়াছ? যদি কোন কারণে তোমার কৌশল ব্যর্থ হয় তাহা হইলে জুজু বুড়োর ভবিষ্যৎ বাণী হয় ত সফল হইবে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ থাকিতেও সে তোমাকে হত্যা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িবে। তুমি কি মনে কর আমরা তাহার দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়াও তাহাকে পলায়নের সুযোগ দিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আমাকে হত্যা করিবার সুযোগ পাইবে, আমি তাহার ছোরা খাইবার প্রত্যাশায় পিঠ পাতিয়া বসিয়া থাকিব—আমাকে এরূপ নির্ব্বোধ মনে করিবার কি কোন কারণ আছে? না, আমি তত নির্ব্বোধ নহি—আমার একথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার। আমি যে ফন্দী করিয়াছি তাহা বিফল হইবে না; মাকড়সা আমার ফাঁদে ধরা পড়িবে। এজন্য তাহার এখানে আসা চাই। যদি সে আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে আসে—তাহা হইলে দুই হাতে লোহার বালা না পরিয়া এই বাড়ীর বাহিরে যাওয়া তাহার অসাধ্য হইবে। হয় হাতকড়ি না হয় তাহার বুকে বা কপালে পিস্তলের একটি গুলী—এই শিরোপা তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহার সাহসের যোগ্য পুরস্কারে সে বঞ্চিত হইবে না। হয় আমি তাহাকে মুঠায় পুরিব, না হয় সে আমাকে হত্যা করিবে; কিন্তু তাহাকে মুঠার পুরিবার এত বড় সুযোগ আমি নষ্ট করিব না।"

কুট্‌স বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? এক ডজন উন্মত্তপ্রায় গুণ্ডার আক্রমণ হইতে তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? মাকড়সা তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে—সে যে একাকী আসিবে—তোমার এরূপ আশা করিবার কি কোন কারণ আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে একাকী না আসিয়া যদি দল বাঁধিয়া আসে—তাহা হইলে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করা কি তাহাদের সাধ্য হইবে? সে দল বাঁধিয়া আসিলে পথেই ধরা পড়িবে না? একজন লোক—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার কথায় বাধা দিয়া অধীর ভাবে বলিলেন, "কিন্তু যদি সে একাই আসে, তাহা হইলেও তুমি সতর্ক হইবার পূর্ব্বে সে তোমার মস্তিষ্ক চূর্ণ করিবে না, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? সে একা আসিলেও তোমার বিপদের আশঙ্কা অল্প হইবে—এরূপ মনে করা ভুল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য কিরূপ ফন্দী করিয়াছি—তাহা জানিতে পারিলে তুমি আমার বিপদের আশঙ্কায় কাহিল হইতে না। কুট্‌স! বিপদের আশঙ্কা আমার অপেক্ষা মাকড়সার অনেক অধিক!"

কুট্‌স ঔৎসুক্যভরে বলিলেন, "তোমার সেই অনিন্দসুন্দর ফন্দীটা কি শুনি?"—কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস সুস্পষ্ট!

মিঃ ব্লেক কি কৌশলে মাকড়সাকে ফাঁদে ফেলিবেন—তাহা কুট্‌সের নিকট প্রকাশ করিলেন। কুট্‌স স্তব্ধভাবে গভীর বিস্ময়ে তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন; মিঃ ব্লেকের বুদ্ধি, কৌশল ও চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তিনি মনে মনে মিঃ ব্লেকের অজস্র প্রশংসা করিলেন।

কুট্‌স উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "হুম্! কি তোফা ফন্দী! তোমার পাকা মাথাতেই ইহার উদ্ভব হইতে পারে; তবে কথা এই যে, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেও কোন ডিটেক্‌টিভ আজ রাত্রে তোমার বাড়ীর উপর নজর রাখিবে না—তোমার নিকট আমি এরূপ অঙ্গীকার করিতে পারিব না। কিন্তু তাহারা এ ভাবে লুকাইয়া থাকিবে যে, কেহ এখানে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। তুমি তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী না হইলে তাহারা তোমার কোন কাযে বাধা দিবে না। আর যদি আমার কথা বল—তাহা হইলে আমি তোমার কাছে বসিয়া মাকড়সার শুভাগমন প্রত্যক্ষ করিব—ইহাতে আশা করি আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তুমি সে সময় এখানে থাকিতে পাইবে না, সকল কায আমি একাই শেষ করিতে চাই।—সেই সময় আমি ভিন্ন আর এক

প্রাণীও এ বাড়ীতে থাকে—ইহা আমার ইচ্ছা নহে ; (I don't intend to have a soul in this house except myself) এমন কি, আমার পাচিকা মিসেস্ বার্ডেলকেও বিদায় করিয়া দিব।"—মিঃ ব্লেক এরূপ দৃঢ় স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন যুক্তি তর্কে তাঁহার গোঁ ফিরাইবার আশা নাই !

সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আর অধিক বাক্‌বিতণ্ডা নিস্ফল বুঝিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি স্থির করিলেন ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, মাকড়সা মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যখন শেষ বারের মত বুদ্ধির যুদ্ধ (final battle of wits) আরম্ভ হইবে—তখন তাহা দেখিবার সুযোগ ত্যাগ করিবেন না। যদি তাহার দ্বারা মিঃ ব্লেকের জীবন বিপন্ন হয়—তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন এবং মাকড়সা কোনও কৌশলে পলায়ন করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করিবেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আর একটা কথা বলিয়া যাই ব্লেক ! কথাটা তুমি ভুলিও না। আমার বিশ্বাস, মাকড়সা এখানে একা আসিবে না। যদি তাহার মুরুব্বি ও দলপতি জুজু বুড়ো তাহার কৌশল ও কার্য্যতৎপরতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার সঙ্গে আসে—তখন তুমি তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিবে—তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিবে। আমার আশঙ্কা হইতেছে জুজু বুড়োও হয় ত মাকড়সার সঙ্গে আসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "সে ত আরও ভাল। মাকড়সার সেই মুরুব্বিটার চেহারাখানা দেখিবার জন্য আমার ভয়ঙ্কর কৌতূহল হইয়াছে। তদ্ভিন্ন 'এক ঢিলেই দুই পাখী মারা' বলিয়া একটা কথা আছে (there is such a thing as killing two birds with one stone) তাহা বোধ হয় তোমার অজ্ঞাত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ তাহা জানি; কিন্তু এ কথাও জানি যে, সুদক্ষ বন্দুকধারী একটি মাত্র অটোমেটিকের সাহায্যে একাকী দশ জন লোককে গুলী করিয়া মারিতে পারে; এক ঢিলে দুই পাখী শিকার তাহাদের নিকট নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার!—আমার কথাটা ভুলিও না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক তাঁহার চেয়ারে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধূমপানে অতিবাহিত করিলেন! কতবার পাইপে তামাক সাজিলেন, এবং তাহা ভস্মীভূত হইলে পুনর্ব্বার ঢালিয়া সাজিলেন তাহা তিনি বলিতে পারিতেন না; তাঁহার মুখবিবর হইতে ধূমরাশি নিঃসারিত হইয়া কুণ্ডলীকৃত ভাবে তাঁহার মাথার উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া তুলিল। তিনি অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিতে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। শীঘ্রই যে তাঁহাকে একটা ঘোর সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে—এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না বা অসচ্ছন্দ বোধ করিলেন না। তিনি মাকড়সার অভ্যর্থনার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই—ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

কিন্তু জুজু বুড়ো মাকড়সার সঙ্গে যদি সত্যই তাঁহার গৃহে উপস্থিত হয়? এরূপ সম্ভাবনার কথা একবারও তাঁহার মনে হয় নাই, এবং তিনি তাহার অভ্যর্থনার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ঐ কথার উল্লেখ না করিলে তিনি তাহা মনেও স্থান দিতেন না। মাকড়সা ধরা পড়িলেও দস্যু-দলের প্রকৃত অধিনায়কের অভাব হইত না, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এমন কি, জুজু বুড়ো যত দিন নাম ধাম ও নিজের ব্যক্তিত্ব গোপন রাখিতে সমর্থ হইবে, তত দিন সে নিরাপদ, পুলিশ তাহাকে সনাক্ত করিতে না পারিলে তাহার কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না—ইহা সে জানিত। এই জন্য সে দস্যু রাজ্যের লাট হইলেও যাহাতে তাহাকে জনসমাজের বা পুলিশের সংস্পর্শে আসিতে হয় এরূপ কোন কার্য্যে সে প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপণ করিত ন। লাটের ত তাঁবেদারের অভাব নাই, তাহারও কার্য্যক্ষম, লুণ্ঠনকুশল, সাহসী

অনুচরের অভাব ছিল না ; তাহারা তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত, তাহার উপদেশে ও আদেশে অসাধ্য সাধন করিত, সুতরাং বাহিরের লোক তাহার অস্তিত্ব অবগত ছিল না।

কিন্তু এই অপরিচিত, নিবিড় রহস্যান্ধকারে প্রচ্ছন্ন অসাধারণ লোকটি কে ? —তাহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বৃটীশ দ্বীপের প্রত্যেক নগরের ও গ্রামের যত দস্যু, তস্কর, দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা, সশস্ত্র ঠগী, শান্তি শৃঙ্খলা পদদলিত করিয়া সমাজের শোণিত শোষণ করিত, ব্যাঙ্ক লুঠ করিত, ধনকুবেরগণের দুর্ভেদ্য সিন্দুক ভাঙ্গিয়া হীরক রত্নাদি আত্মসাৎ করিত, আইন অগ্রাহ্য করিত, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও কারাগারগুলিকে উপেক্ষা করিত। সে সাধারণ অপরাধী নহে। সাধারণ অপরাধীর চরিত্রে ও তাহার চরিত্রে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! মিঃ ব্লেক টেলিফোনে তাহার যে দুই চারিটি কথা শুনিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল লোকটি শিক্ষিত ও সামাজিক আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। তাহার প্রতিভায় মিঃ ব্লেকের সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু সে কি ভাবে প্রতিভার অপব্যবহার করিতেছিল তাহা কারাগার হইতে মাকড়সার উদ্ধারেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। লোকটি অতি ভয়ঙ্কর, এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই তাহা তাহার ব্যবহারেই প্রকাশ। পাছে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে এই ভয়ে সে সর্ব্বদা সতর্ক, এবং কখনও সাধারণের সম্মুখে বাহির হইত না।

মিঃ ব্লেক এই সকল বিষয়ই মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন ; কিন্তু তিনি কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া মনে মনে বলিলেন, "অনুমানে নির্ভর করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিব না ! আগে মাকড়সাকে ধরিয়া ফেলি, তাহার পর তাহার মুরুব্বি জুজু বুড়োর বিরুদ্ধ একাগ্রচিত্তে আমার সকল শক্তি প্রয়োগ করিব।"

মিঃ ব্লেক তখন সেই কক্ষে একাকী ছিলেন ; তাঁহার 'ব্লডহাউণ্ড' টাইগার তাঁহার টেবিলের এক প্রান্তে শয়ন করিয়া এক একবার তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় তিনি সেই কক্ষ ত্যাগ

করিয়া তাঁহার গৃহের প্রত্যেক কক্ষ, এমন কি, ছাদ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মাকড়সার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তিনি সেই কক্ষের খড়খড়িগুলির পাখী নামাইয়া সেই কক্ষে কমলারঙের আবরণবিশিষ্ট একটি আলো জ্বালিলেন। মৃদু আলোকে সেই কক্ষ উদ্ভাসিত হইল। সেই কক্ষে উজ্জ্বল আলো থাকিলে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল। টাইগারকে সেখানে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া তিনি তাঁহার লেবরেটরিতে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিলেন। মিঃ ব্লেকের লেবরেটরি সেই অট্টালিকার এক প্রান্তে অবস্থিত।

মিঃ ব্লেক একটি অটোমেটিক পিস্তল পকেটে ফেলিয়া একখানি ইজি-চেয়ারে বসিলেন, এবং গম্ভীর ভাবে মৃত্যুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল না। তিনি একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার মনে হইল ঘড়ি অত্যন্ত ধীরে চলিতেছে। সেই কক্ষ তখন এরূপ স্তব্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার বক্ষের স্পন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

রাত্রি নয়টার সময় ব্লেক চেয়ার হইতে উঠিয়া বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তখন সমগ্র প্রকৃতি কুজ্ঝটিকাজালে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বেকার ষ্ট্রীটের কোন অংশ তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন না। পথের আলোগুলি শুভ্র বস্ত্রাবৃত প্রতীয়মান হইল। বৃক্ষগুলি প্রেতের ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতে লাগিল, এবং বিচালী-বোঝাই যে গাড়ীগুলি মন্থর গতিতে পথ দিয়া চলিতেছিল, কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন সেই গাড়ীগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল পথ দিয়া হাতী চলিয়াছে! (rolling elephant resolved itself into a wagon-load of hay.)

মিঃ ব্লেক খুসী হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কুয়াসায় চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! ইহা আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির কতকটা অনুকূল হইবে।"

তিনি অগ্নিকুণ্ডের পাশে পর্দ্দা টানিয়া দিয়া তাঁহার ডেস্কের কাছে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার ঘড়িতে সাড়ে নয়টার ঘণ্টা বাজিবা মাত্র তাঁহার মনে একটা অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল।

সহসা তাঁহার হল-ঘরে একখান আলগা তক্তায় 'মড়াৎ' করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং তাঁহার সেই কুঠুরীর দরজার পিত্তল-নির্ম্মিত হাতলটি ঘুরাইবার শব্দ তিনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, সেই বাড়ীতে তিনি: আর একা নহেন। (was no longer alone in the house !)

* * * *

আল্‌গা তক্তাখানির উপর হঠাৎ পা পিছলাইয়া যাওয়ায় নিজের উপর মাকড়সার বড় রাগ হইল। ছাদে ছাদে যে সকল চিমনী ছিল, কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে সেইগুলির দিকে চাহিয়া মাকড়সার মনে হইল যেন এক দল প্রহরী উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল! মিঃ ব্লেকের গৃহের অদূরে একটা খালি অট্টালিকার জীর্ণসংস্কার হইতেছিল; এজন্য রাজ-মিস্ত্রীরা সেই অট্টালিকার ছাদ পর্য্যন্ত আড় বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ইহাতে মাকড়সার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। সে সেই আড়ের সাহায্যে সেই বাড়ীর ছাদে উঠিয়াছিল। সেই ছাদ হইতে ছাদে ছাদে মিঃ ব্লেকের বাড়ীর ছাদে উপস্থিত হওয়া তাহার মত নিপুণ দস্যুর পক্ষে কঠিন কায ছিল না। সেই খালি বাড়ীর পর চারিখান বাড়ী ছিল; তাহার পরবর্ত্তী অর্থাৎ পঞ্চম অট্টালিকাই মিঃ ব্লেকের বাস-ভবন। পাঁচখানি সংলগ্ন অট্টালিকার ছাদগুলির মধ্যে ব্যবধান ছিল না; এই জন্য এক বাড়ীর ছাদ হইতে অন্য বাড়ীর ছাদে যাইতে তাহার কোন অসুবিধা হইল না। ছাদগুলিতে পথের দিকে উচ্চ আলিসা থাকায় পথ হইতে কেহ ছাদে দৃষ্টিপাত করিলেও মাকড়সাকে দেখিতে পাইত না; বিশেষতঃ, সেই কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রে পথে দাঁড়াইয়া কেহ ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও তাহাকে দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না, তবে ছাদে ঐরূপ উচ্চ আলিসা না থাকিলে পথ হইতে হঠাৎ কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে ভাবিয়া তাহার

একটু দুশ্চিন্তা হইত, তাহাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত; তাহার সেরূপ সতর্কতার প্রয়োজন হইল না, সে নিশ্চিন্ত মনে চলিতে লাগিল।

তখন রাত্রি স-নটা। মাকড়সা জানিত সে যে বাড়ীর ছাদে উঠিয়াছিল তাহার পর চারিটি ছাদ পার হইলে মিঃ ব্লেকের বাড়ীর ছাদে উপস্থিত হইতে পারিবে; এই জন্য সে চলিতে চলিতে ছাদগুলি গণিতে লাগিল। (counting each house as he progressed.)

সে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল, এবং যে জুতা পরিয়াছিল তাহার তলা রবার-নির্ম্মিত। তাহার বাম স্কন্ধের নীচে চর্ম্মনির্ম্মিত থলিতে একটি চেপ্টা অটোমেটিক পিস্তল সঞ্চিত ছিল; সেই পিস্তলটি সাইলেন্সারযুক্ত। —সম্ভবতঃ মিঃ ব্লেককে নিঃশব্দে হত্যা করিবার জন্যই তাঁহার এই আয়োজন।

অবশেষে সে পঞ্চম গৃহের—মিঃ ব্লেকের অট্টালিকার ছাদে উপস্থিত হইল। তাহার লোমশ হস্তের মণিবন্ধে যে ঘড়িটি বাঁধা ছিল, অন্ধকারে তাহার কাঁটা দেখা যাইত, সে হাত তুলিয়া সময় দেখিয়া লইল; হঠাৎ তাহার মনে হইল—সে ছাদের উপর যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নীচের কোন কক্ষে মিঃ ব্লেক তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন! এই কথা স্মরণ হওয়ায় সে অত্যন্ত গম্ভীর হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেকের শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ তাহার অজ্ঞাত ছিল না; সে একাধিক বার তাঁহার হাতে পড়িয়া কিরূপ অপদস্থ ও বিপন্ন হইয়াছিল, মুখের গ্রাস ফেলিয়া কত কষ্টে তাহাকে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল তাহাও তাহার স্মরণ ছিল; তাঁহাকে সংবাদ দিয়া, তাঁহাকে সতর্ক থাকিবার সুযোগ দিয়া তাঁহারই গৃহে তাঁহাকে হত্যা করিতে আসা এবং নির্ব্বিঘ্নে পলায়নের আশা করা যে, কিরূপ বিপদজনক দুঃসাহসের কায তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাকে আসিতে হইল। জুজু বুড়ো তাহাকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিল—হয় ব্লেককে না হয় তাহাকে মরিতেই হইবে; যদি সে এই সুযোগ নষ্ট করে, ব্লেককে হত্যা করিতে না পারে—তাহা

হইলে তাহার ভবিষ্যতের সকল আশা বিলুপ্ত হইবে, নিজের দলে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইবে, তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া জুজু বুড়োর ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইতে হইবে। তাহার নিষ্কৃতিলাভের ত অন্য কোন উপায় ছিল না। তাহাকে বাধ্য হইয়া এই দুরূহ ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জুজু বুড়োর নিকট সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা কি পালন করিতে পারিবে ?—এই সকল চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল।

মাকড়সা মিঃ ব্লেকের অট্টালিকার ছাদ পরীক্ষা করিয়া একটি 'স্কাই-লাইট' দেখিতে পাইল ; সে সতর্ক ভাবে তাহা খুলিয়া ফেলিল। সে সেখানে কান পাতিয়া দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিল—কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাইল না ; নীচের ঘরে কেহ নাই ভাবিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, এবং সেই পথে ঘরের ভিতর নামিয়া পড়িল।

সে যে কক্ষে নামিল—সেই কক্ষে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না ; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ যেন সেখানে শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজিত ! মাকড়সা একটি কক্ষ হইতে নিঃশব্দে অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া অদূরে একটি রুদ্ধদ্বার-কক্ষ দেখিতে পাইল ; সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও দরজার ফাঁক দিয়া আলোকের একটি রেখা দেখা যাইতেছিল। তাহা মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষ।

সেই কক্ষের দিকে চাহিয়া মাকড়সার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল, তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল ; এমন কি, তাহার দস্তানাবৃত হাত দু'খানিও ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে চর্ম্মনির্ম্মিত আধার হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া হাতে লইল, তাহার পর মিঃ ব্লেকের হলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল।

মাকড়সা পিস্তলটি বাগাইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল ; সেখানে সে রুদ্ধ নিশ্বাসে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া দ্বারটি ঈষৎ ফাঁক করিল ; সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কক্ষের ভিতর চাহিল, কিন্তু ঘরে কোন লোক আছে কি না তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই কক্ষে কাহারও সাড়া না পাইয়া সে দ্বারটি অর্দ্ধোন্মুক্ত করিল। সেই কক্ষের

অপর প্রান্তে একটি বাতায়ন ছিল, সেই বাতায়নের দিকে চাহিয়া সেখানে সে একটি বৃহৎ ডেস্ক দেখিতে পাইল ; ডেস্কের অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে পুস্তকপূর্ণ সেল্‌ফ, ডেস্কের সম্মুখে একখানি বৃহৎ আরাম-কেদারা, কিন্তু তাহা খালি পড়িয়া ছিল।

মাকড়সা মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে দেখিতে পাইল না।

অতঃপর মাকড়সা সেই অর্দ্ধোদ্ঘাটিত দ্বারের ভিতর দিয়া তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি কক্ষ মধ্যে প্রসারিত করিল। তাহার বুকের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেন তাহার চোখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার সঙ্কোচ, ভয় দূর হইয়াছিল, তাহার হৃদয় উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়াছিল ; প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাহার মাথায় যেন খুন চাপিল! সে তাহার হাতের পিস্তলটা সজোরে চাপিয়া ধরিল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের এক প্রান্তে প্রসারিত পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া ছিলেন। একটি হ্যাঙিং ল্যাম্প হইতে স্বর্ণাভ আলোকধারা নিঃসারিত হইয়া তাঁহাকে পরিপ্লাবিত করিতেছিল। দ্বারের দিকে তাঁহার পিঠ এড়োভাবে সংস্থাপিত ছিল। তাঁহার সম্মুখে একখানি ছোট টেবিল ছিল, সেই টেবিলের উপর দুই হাতের কনুই রাখিয়া তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে একটা চুরুট ছিল, তাহার নীলাভ ধূমরাশি তাঁহার মাথার উপর ঘুরিতে ঘুরিতে উর্দ্ধে উঠিতেছিল।

মাকড়সা মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষের প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে তাঁহাকে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল; পৈশাচিক আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল, তাঁহাকে এরূপ নির্ব্বিঘ্নে হত্যা করিবার সুযোগ হইবে—ইহা সে মুহূর্ত্তের জন্য আশা করে নাই ; তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই সে তাঁহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, তাহার মান সম্ভ্রম, ক্ষমতা প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, দলপতির সে বিশ্বাস ভাজন হইবে, মুহূর্ত্তেই তাহার মহাশত্রুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। মাকড়সার উৎসাহে উত্তেজনা অধীর হইয়া

পিস্তলটি তুলিয়া ধরিল এবং লক্ষ্য স্থির করিল! (raised his automatic and took aim.)

হঠাৎ কোন রকম ভুল না হয়—এজন্য মাকড়সা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল; তাহার জুতার তলায় রবার থাকায় পুরু গালিচার উপর দিয়া চলিবার সময় শব্দ হয় নাই। অধিক দূর হইতে গুলী নিক্ষেপ করিলে যদি কোন কারণে গুলী ব্যর্থ হয় এই আশঙ্কায় সে মিঃ ব্লেকের অদূরে দাঁড়াইয়া গুলী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে মিঃ ব্লেকের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেও তিনি যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই—এই ভাবে বসিয়া রহিলেন!

প্রতিহিংসায়, লোভে মাকড়সার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহার ওষ্ঠের উভয় প্রান্ত হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছিল। সে পিস্তলের ঘোড়ায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া আশা করিল, অঙ্গুলির ঈষৎ চাপে পিস্তলের মুখ হইতে মৃত্যুস্রোত প্রবাহিত হইবে এবং চক্ষুর নিমেষেই সব শেষ হইয়া যাইবে! তথাপি মিঃ ব্লেকের সাড়া নাই, তাঁহার কোনও অঙ্গ স্পন্দিত হইল না; কেবল তাঁহার বক্ষঃস্থল একবার ফুলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের চুরুটের ডগার আগুন হঠাৎ উজ্জ্বল হইল; তিনি জোরে একটা দম দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন।

মাকড়সা আর বিলম্ব করিতে পারিল না; সে তৎক্ষণাৎ উদ্যত পিস্তলের ঘোড়া টিপিল। সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় সুগম্ভীর নিনাদে স্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। মাকড়সার পিস্তল হইতে অনল-শিখা নিঃসারিত হইল। চক্ষুর নিমেষে সে উপর্য্যুপরি তিনবার গুলী বর্ষণ করিল।

মাকড়সা আশা করিল মিঃ ব্লেকের মৃতদেহ সে তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িতে দেখিবে; কিন্তু সে মিঃ ব্লেককে গুলী করিয়াই সম্মুখে চাহিয়া দেখিল মিঃ ব্লেকের দেহ হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে! তাহার গুলীর আঘাতে কতকগুলি কাচ খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু মিঃ ব্লেক নিহত বা আহত হইলেন না, গুলীবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন বাতাসে মিশিয়া অদৃশ্য হইলেন!

মিঃ ব্লেক কি একা অদৃশ্য হইলেন? তাঁহার সঙ্গে সেই কক্ষের চেয়ার, ডেস্ক, ক্ষুদ্র টেবিল—সকলই যেন শূন্যে মিশিয়া গেল!—মাকড়সা সম্মুখে চাহিয়া গুলীবিদ্ধ একটি প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সে তখন বুঝিতে পারিল সেখানে একখানি প্রকাণ্ড আয়না ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; সেই আয়নাখানির কিনারাগুলি পর্দ্দাদ্বারা সুকৌশলে আচ্ছাদিত ছিল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে অদূরবর্ত্তী পর্দ্দার আড়াল হইতে মাকড়সার সম্মুখে আসিয়া তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেন। মাকড়সা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক তাহার অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখিয়া আমোদ বোধ করিলেন; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আয়নাখানির দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদনের শক্তি অসাধারণ! এই জন্যই তোমার মত নির্ব্বোধকে এত সহজে প্রতারিত করিতে পারিয়াছি। যদি তুমি আরও দুই গজ অগ্রসর হইতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে আমার ছায়া দেখিয়া তুমি কায়া বলিয়া ভুল করিয়াছ!—কিন্তু ও কি! হাত তুলিও না, যেখানে আছ স্থির ভাবে ঐখানেই থাক; তোমার গুলী-মারা পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, এইবার আমার পালা; এখন আমি গুলী করি—সাধ্য হয় আত্মরক্ষা কর।"

মাকড়সা মিঃ ব্লেকের কৌশল বুঝিতে পারিয়া হতাশ ভাবে আর্ত্তনাদ করিল। মিঃ ব্লেক মাকড়সার প্রতীক্ষায় যেখানে বসিয়া ছিলেন, তাহার বিপরীত দিকের দেওয়ালে একখানি বৃহৎ আয়না এভাবে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহা তাঁহার সজীব দেহ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। সেই বৃহৎ আয়নায় সেই কক্ষস্থ সকল সামগ্রীই মাকড়সার চক্ষুতে উল্টা ভাবে প্রতিফলিত হইতেছিল।

মাকড়সার পিস্তলে তখন আর একটিও গুলী ছিল না; পিস্তলের শেষ টোটাটি খালি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গুলী 'ঘোড়া' হইতে অপসারিত হয় নাই। মাকড়সা ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া তাহার শূন্যগর্ভ পিস্তলটি মিঃ ব্লেকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক মাকড়সার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বিদ্যুদ্বেগে মাথা সরাইয়া লইলেন; এজন্য পিস্তলটা তাঁহার মাথার পাশ দিয়া ছুটিয়া গিয়া টেবিলের ঊর্দ্ধস্থিত ল্যাম্পে প্রতিহত হইল। সেই আঘাতে ল্যাম্পটি চূর্ণ হওয়ায় বোমার আওয়াজের মত গম্ভীর শব্দে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল।

মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারের মধ্যেই পিস্তলের আওয়াজ করিলেন; পুনর্ব্বার 'হুড়ুম' করিয়া শব্দ হইল। পিস্তল হইতে গুলী নিঃসারিত হইবার সময় যে আলোকপ্রভা স্ফুরিত হইল তাহা ক্ষণস্থায়ী হইলেও সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী আলোকেই মিঃ ব্লেক মাকড়সাকে স্খলিতপদে টলিতে টলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার পিস্তলের ঘোড়া টিপিলেন; মুহূর্ত্তমধ্যে একটা অস্ফুট হুঙ্কার-ধ্বনি ও কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার দ্বিতীয় গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

মাকড়সা আহত হইয়া আর চলিতে পারিল না, মুখ গুঁজিয়া দ্বারপ্রান্তেই পড়িয়া গেল; কিন্তু সে পলায়নের আশায় উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক এক লম্ফে দ্বারের বাহিরে আসিলেন এবং দ্বারপ্রান্তে ভূপতিত মাকড়সার দেহে বাধিয়া, হঠাৎ ঝোঁক সামলাইতে না পারায় তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইলেন। মাকড়সা উঠিয়া পলাইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁধ ধরিয়া দুই হাতে তাহাকে মেঝের সঙ্গে চাপিয়া ধরিলেন।

মিঃ ব্লেক কর্ত্তৃক এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া মাকড়সা বন-বিড়ালের মত তাহাকে আঁচড়াইয়া খামড়াইয়া, তাঁহার কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল; অগত্যা মিঃ ব্লেক তাহার বুকে বসিয়া তাহার কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধের চেষ্টা করিলেন।

অষ্টম কল্প

আত্মরক্ষার উপলক্ষ

মিঃ ব্লেক অন্ধকারে হাতড়াইয়া মাকড়সার কণ্ঠনালী এত জোরে টিপিয়া ধরিলেন যে, মাকড়সা ক্রোধে যন্ত্রণায় ক্ষোভে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত 'ঘেউ ঘেউ' করিতে লাগিল। সে বুঝিল আর তাহার পরিত্রাণ নাই! মিঃ ব্লেককে হত্যা করিয়া আসিয়া তাঁহার হাতে তাহাকে ধরা পড়িতে হইল, আর প্রাণরক্ষার আশা নাই। মিঃ ব্লেক তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিবেন; তাহার পর তাহাকে জেলের বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ফাঁসে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে। সেই দিন প্রভাতে সে অনেক কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু সবই বৃথা হইল! যদি কোন উপায়ে পলাইয়া সে প্রাণ রক্ষা করিতে পারে—তাহা হইলেও জুজু বুড়োর কবল হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি লাভ করিবে? তাহার জীবনের সকল আশার অবসান!

তথাপি প্রাণের মমতা সে ত্যাগ করিতে পারিল না। মাকড়সা অসাধারণ শক্তিশালী দস্যু, মিঃ ব্লেকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সে পাঁকাল-মাছের মত পিচ্ছিল। (he was as slippery as an eel.) তাহার অস্থিসার কৃশ দেহ কাঁকড়ার দাড়ার মত সুদৃঢ় ও কঠিন (as hard and strong as a lobster's claws) সে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাহার আস্ফালন দমনের জন্য তাহার কণ্ঠনালীতে অধিক জোরে চাপ দিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই কাঁধে পা চাপাইয়া তাহাকে সজোরে মেঝের সঙ্গে খুঁসিয়া ধরিলেন; তাহার পর কঠোর স্বরে বলিলেন, "বল্, স্মিথ কোথায়? আমার সহকারী স্মিথকে তোরা কোথায় গুম্ করিয়া রাখিয়াছিস্—শীঘ্র বল্। আগে বল্-কোথায় তাহার দেখা পাইব?

না বলিলে আমি গলা টিপিয়া তোকে যমের বাড়ী পাঠাইব—বেটা রাস্কেল, ইতর ডাকাত !"

মাকড়সা রুদ্ধ নিশ্বাসে, খাবি খাইতে খাইতে বিকৃত স্বরে বলিল, "বল্‌চি ; আমি বল্‌চি, গোয়েন্দা বাবা ! তুমি যে আমার দম্ বন্ধ ক'রে আমাকে সাবাড় করবার যোগাড় করে তুলেছ ! আগে আমাকে দম্ নিতে দাও। আমার কি কথা ব'লবার উপায় রেখেছ ? কথা যে বেরুতে দিচ্ছ না—গোয়েন্দা বাবা ! গলা ছাড়ো ত তোমার সেই তল্‌পিদার ছোঁড়ার খবর—"

মিঃ ব্লেক ধমক দিয়া বলিলেন, "বেটা, এখনও তোর বদ্‌মায়েসী ? কথা বেরুচ্চে না ত অত কথা বল্‌লি কি ক'রে ? শীঘ্র বল্ স্মিথ কাথায়—নৈলে—" তিনি তাহার গলা আরও জোরে টিপিয়া ধরিলেন।

মাকড়সা যন্ত্রণায় চিঁ-চিঁ করিতে করিতে বলিল, "আহা, আমাকে মেরে ফেল্লে যে ! আমার মুখ বন্দ করলে স্মিথের কথা শুন্‌তে পাবে—কচু ! আমি বল্‌চি স্মিথ ভালই আছে ; কেবল হাত পা বাঁধা, এ জন্যে উত্থানশক্তি-রহিত। তুমি হাত দু'খানা আমার গলা থেকে সরিয়ে নাও—তা'হলে আমি বল্‌তে পারবো স্মিথ আর ডান রোপার কোথায় প'ড়ে প'ড়ে খাবি খাচ্চে।"

কিন্তু মিঃ ব্লেক সহজে মাকড়সার চাতুরীতে ভুলিতে রাজী হইলেন না ; সকালে সে তাঁহাকে কি কষ্ট দিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল। তিনি সতর্ক ভাবে তাহার গলার চাপ একটু কমাইলেন মাত্র। স্মিথের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি এরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, সিঁড়িতে তখন কাহারও ভারী জুতার শব্দ হইল—তাহা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না !

মিঃ ব্লেক তীব্রস্বরে মাকড়সাকে বলিলেন, "বদমায়েসী ছাড় ; স্মিথ কোথায়—শীঘ্র বল। বিলম্ব করিলে আমি তোমাকে—"

হঠাৎ একটি প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। মুহূর্ত্ত পরে মিঃ ব্লেক শুনিলেন,—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ব্লেক, তুমি কোথায় ? এ কি, ঘর অন্ধকার যে ! ব্যাপার কি, বল ত শুনি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সাড়া পাইয়া মাকড়সা শিহরিয়া উঠিল, সে বুঝিতে

পারিল আর তাহার রক্ষা নাই।—এইবার সে মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পলায়নের জন্য শেষ চেষ্টা করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের বাড়ীর অদূরে, পথের অন্য ধারে একটি অট্টালিকার প্রাচীরের আড়ালে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন মাকড়সা ব্লেকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে একটা সোরগোল হইবেই, সেই সময় তিনি তাড়াতাড়ি ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইয়া মাকড়সাকে গ্রেপ্তার করিবেন। তিনি মিঃ ব্লেকের ঘরে হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া গুপ্তস্থান হইতে তাড়াতাড়ি পথে বাহির হইয়াছিলেন, এবং ব্লেকের দোতালায় উঠিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার অল্পকাল পূর্ব্বে মাকড়সার পিস্তলের গুলীতে সেই কক্ষের আলোকাধার চূর্ণ হওয়ায় কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তখনও মাকড়সাকে গলা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও বিচলিত হইলেন। বাধা পাইয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, তাঁহার আঙ্গুলের চাপ একটু আল্‌গা হইয়াছিল; কিন্তু মাকড়সা সেই সুযোগেও উঠিতে পারিল না।—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার আলোক-স্ফুরণে মাকড়সা ও ব্লেককে মেঝের উপর পড়িয়া ধস্তাধস্তি করিতে দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উভয়ের দেহের উপর লাফাইয়া পড়িলেন, এবং কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা অন্ধকারে স্থির করিতে না পারিয়া দুই হাতে মিঃ ব্লেকেরই ঘাড় চাপিয়া ধরিলেন!

মিঃ ব্লেক তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্য উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আঃ, কি বোকামী করিতেছ কুট্‌স! তুমি ভুল করিয়া কাহাকে ধরিয়াছ? শীঘ্র আমার কাঁধ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াও। আলোটা এই দিকে ঘুরাইয়া ধর! (Keep that light turned this way!) আমি মাকড়সাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; তিনি ব্লেকের দুই হাত সজোরে ধরিয়া রাখায় ব্লেকের আঙ্গুল মাকড়সার গলার উপর হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি পা দিয়া মাকড়সার পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। মাকড়সা মিঃ ব্লেকের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই নিঃশব্দে গড়াইয়া এক পাশে সরিয়া গেল, এবং পদাঘাতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর সেই কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। সে তাড়াতাড়ি সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার সময় দ্বারের হাতলটি বাহির হইতে আঁটিয়া দিতে ভুলিল না।

মাকড়সার আকস্মিক পদাঘাতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সশব্দে ধরাশায়ী হইলেন; কিন্তু তিনি উঠিবার পূর্ব্বেই মাকড়সা মিঃ ব্লেকের দোতালার সিঁড়িদিয়া নামিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। মাকড়সা এই একই দিনে দুই বার তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিল, কিন্তু এই দুইবারের একবারও তাঁহার কোন ত্রুটি হয় নাই; মাকড়সার পলায়নের সুযোগ লাভের জন্য দুইবারই অন্য লোক দায়ী।

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিতে গিয়া দেখিলেন দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া দ্বার বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি হাতল ধরিয়া সজোরে টানাটানি করিতে হাতলটি খসিয়া আসিল, দ্বারও খুলিয়া গেল; কিন্তু এই চেষ্টায় তাঁহার দুই মিনিট সময় বৃথা নষ্ট হইল। মাকড়সার পলায়নের পক্ষে এই সময়টুকুই যথেষ্ট। প্রাণভয়ে সে কোন দিকে না চাহিয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের গুলীতে তাহার একখানি পা ফুটা হইয়াছিল, এই জন্য সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড়াইতেছিল।

মিঃ ব্লেক দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পথে আসিলেন; কিন্তু পথের কোন দিকে তিনি মাকড়সার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সেই সময় কুজ্ঝটিকা-স্তর এরূপ নিবিড় হইয়াছিল যে, দশহাত দূরের বস্তুও দেখিবার উপায়

ছিল না। সহসা তিনি অদূরে ছায়াবৎ একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট স্যাণ্ডার্স। স্যাণ্ডার্স ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে আসিয়া লুকাইয়া ব্লেকের বাড়ী পাহারা দিতেছিল।

স্যাণ্ডার্স মিঃ ব্লেককে দেখিয়া বলিল, "আপনি আসিতেছেন মিঃ ব্লেক? কিন্তু ব্যাপার কি মহাশয়? আমরা আপনার বাড়ীতে দু'বার পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই শব্দ শুনিয়া আপনার বিপদের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি কোথায়?—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই মুহূর্ত্তে দ্রুতবেগে মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে আসিয়া বলিলেন,—এই যে আমি! মাকড়সা কি সত্যই পলাইল ব্লেক? যদি সে তোমার কবল হইতে এবারও পলাইতে পারিয়া থাকে, তবে তাহা তোমার দুর্ভাগ্য; ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইবে।"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার বোকামীতে—তোমার অনধিকারচর্চ্চায় সকল কায ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে! তুমিই তাহার পলায়নের সুযোগ দিয়াছ, এখন বলিতেছ সে পলাইতে পারিয়া থাকিলে অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইবে! আমি ত তাহাকে পাকড়াইয়াছিলাম; তুমি কেন আমার ঘরে গিয়া ওভাবে সকল কায পণ্ড করিলে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তোমার ঘরে পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া কি করিয়া স্থির থাকি? সে তোমাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। আমি কি জানিতাম তুমি তাহাকে পাকড়াইয়াছিলে? এই কুয়াসাতেই আমাদের সকল কায নষ্ট হইল! স্যাণ্ডার্স, তুমি ত এই পথে পাহারায় ছিলে, সে কোন্ দিকে পলাইয়াছে?"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "আমি একটা লোককে এজঅয়ার রোডের দিকে দৌড়াইতে দেখিয়াছি; সে থোঁড়াইতেছিল। আমি তখন রাস্তার ওধারে ছিলাম। তাহার সন্ধানে তাড়াতাড়ি এদিকে আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, কুয়াসার ভিতর সে অদৃশ্য হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে মাকড়সাই বটে; আমি তাহাকে আহত করিবার জন্য দুইবার গুলী করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় গুলীতে সে খোঁড়া হইয়াছিল—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পথের উপর বিজলি-বাতির আলো নিক্ষেপ করিয়া পথ পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ উৎসাহ ভরে হুঙ্কার দিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপার কি? ষাঁড়ের মত হাম্‌লাইলে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর বিজলি-বাতির আলোক-চক্র একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ রক্তের দাগ! ব্লেক, তোমার অনুমান সত্য; মাকড়সার পা তোমার গুলীতে ফুটা হইয়াছিল। পলাইবার সময় তাহার ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিতেছিল; ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পথে পড়িয়াছে। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে বেশীদূর পলাইতে পারে নাই। কুয়াসায় চারি দিক আচ্ছন্ন না হইলে আমরা এতক্ষণ তাহাকে পাকড়াইতে পারিতাম।"

সহসা একটা কুকুরের সুগম্ভীর 'ভৌ-ভৌ-ভক্' শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। ইহা মিঃ ব্লেকের ব্লড্‌হাউণ্ড টাইগারের কণ্ঠস্বর। মিঃ ব্লেক মাকড়সার আগমন-সম্ভাবনায় টাইগারকে তাঁহার শয়ন-কক্ষের পশ্চাৎস্থিত লেবরেটরিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। টাইগার অন্য কক্ষে পিস্তলের আওয়াজ ও কাচ ভাঙ্গিবার খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, এবং শিকল ছিঁড়িয়া ঘরের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক মাকড়সার অনুসরণের ব্যস্ততা বশতঃ টাইগারের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; তিনি তাহার চিৎকার শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর কুট্‌স! এখনও আমাদের আশা আছে। মাকড়সা যদি কোথাও লুকাইয়া থাকে—তাহা হইলে আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার লেবরেটরি হইতে টাইগারকে লইয়া আসিলেন। তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছিলেন; টাইগারের শিকলের অগ্রপ্রান্ত তাঁহার হাতে ছিল। টাইগার তখন অত্যন্ত উত্তেজিত;

তাহার চক্ষুতে চাঞ্চল্য পরিস্ফুট। টাইগার কি উদ্দেশ্যে সেখানে আনীত হইয়াছিল, তাহা সে সংস্কারবলে বুঝিতে পারিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে সে সেই শোণিত-চিহ্নের ঘ্রাণ লইল, এবং গন্ধের অনুসরণে এরূপ বেগে দৌড়াইতে লাগিল যে, মিঃ ব্লেক পড়িতে পড়িতে কোন রকমে ঝোঁক সামলাইয়া লইলেন। মিঃ ব্লেক তাহার আগ্রহ দেখিয়া শিকল খুলিয়া লইয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিলেন, তাহার পর সকলে তাহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "টাইগার দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে; আমরা কি উহার সঙ্গে দৌড়াইতে পারিব? চারপেয়ের দৌড়, আমরা দুই পায়ে কত ঝুলাইয়া লইব?—আমি মোটা মানুষ, আমাকে হাঁপাইয়া মরিতে হইবে। মাকড়সা যদি সত্যই আহত হইয়া থাকে, তবে খোঁড়াইয়া কতদূর পলাইবে? টাইগার তাহাকে ঠিক ধরিবে—কি বল ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা কি করিয়া বলি? কোন গাড়ী পথিমধ্যে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল না কি? মাকড়সা সেখানে আসিয়া যদি তাহাতে উঠিয়া চম্পট দিয়া থাকে, (he's got a car waiting to pick him up.) তাহা হইলে টাইগার কি করিয়া তাহার অনুসরণ করিবে? তবে যদি সে হাঁটিয়া গিয়া কোথাও আশ্রয় লইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে। আমরা তাহার অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে সে তিন চার মিনিট মাত্র পলায়নের সময় পাইয়াছিল। সেই তিন চার মিনিটে সে আর কত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে?"

তাঁহারা ব্যগ্রভাবে টাইগারের অনুসরণ করিতে করিতে বিজলি-বাতির সাহায্যে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে রক্ত দেখিতে পাইলেন; তাহা দেখিয়া বুঝিলেন মাকড়সা হাঁটিয়া গিয়াছে, সে কোন শকটের আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাঁহারা সেই গাঢ় কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া এজঅয়ার রোডে উপস্থিত হইয়াও জনপ্রাণীকে সেই পথে চলিতে দেখিলেন না।

টাইগার এজঅয়ার রোডে আসিয়া মুহূর্ত্ত পরে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল,

এবং বাঁ-ধারে ফিরিয়া মার্ব্বেল আর্কের দিকে দৌড়াইতে লাগিল! সেই প্রশস্ত পথটি তখন পীতাভ কুজ্ঝটিকা-স্তরে আবৃত থাকায় পথপ্রান্তবর্ত্তী আলোকমালা এবং বিভিন্ন শকটের আলোগুলি পীতাভ দেখাইতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "যদি সে হাইড্‌ পার্কের রেলিং ডিঙাইয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে ধরিবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি এ রকম ঘন কুয়াসায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন না হইত তাহা হইলে এক শত গজ না যাইতেই তাহাকে ধরা পড়িতে হইত।"

তাঁহারা তিনজনে পলাতকের সন্ধানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন; লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর সেইরূপ জনবহুল ও শকটাদিসঙ্কুল প্রশস্ত রাজপথে পূর্ব্বে কোনও দিন কাহাকেও এভাবে কোন নরহন্তা পলাতক দস্যুর অনুসরণ করিতে হয় নাই। মাকড়সা গুরুতর আহত না হইলে নগরের এরূপ প্রকাশ্য স্থানে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিত না; দূরে পলায়ন করা অসাধ্য হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়াই সে এই দিকে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল।

টাইগার অবনত মস্তকে মাটী শুঁকিতে শুঁকিতে সেই পথে দ্রুত চলিতে লাগিল; চলন্ত শকটশ্রেণীর বা পথিকগণের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

টাইগার মার্ব্বেল আর্কের পাশ দিয়া বাঁ দিকে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক শিকল ধরিয়া তাহার অনুসরণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এ কি? আমরা যে পার্ক লেনে আসিয়া পড়িলাম! মাকড়সার বোধ হয় বুদ্ধিভ্রংশ বা দিকভ্রম হইয়াছে, নতুবা সে পার্ক লেনে আসিয়া আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিবে কেন? পার্ক লেনে বহু সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির বাস; এখানে ত চোর ডাকাতের কোন আড্ডা নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "তাহার ক্ষতমুখ হইতে যে ভাবে রক্তস্রাব হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় সে আর বেশী দূরে যাইতে পারে নাই; আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহাকে ধরিতে পারিব।"

তাঁহার কথা শেষ হইবার মুহূর্ত্ত পরে টাইগার হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত

হইয়া গম্ভীর গর্জ্জন করিল। তাঁহারা পার্ক লেনে চলিতে চলিতে দেখিলেন কুজ্ঝটিকা কতকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা সেই তরল কুজ্ঝটিকা-স্তরের ভিতর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটি দীর্ঘদেহ পুরুষকে খোঁড়াইয়া চলিতে দেখিলেন। সেই পথের এক ধারে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল—লোকটা সেই অট্টালিকায় আশ্রয় লাভের আশায় দৌড়াইতেছিল বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল।

ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখুন মাকড়সা পলাইতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "ঐ যে পলায়!—হাঁ, খোঁড়াটা মাকড়সাই বটে! শীঘ্র চল; এই মুহূর্ত্তেই উহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।—টাইগারকে লেলাইয়া দাও ব্লেক! সে উহার গতিরোধ করুক।"

মিঃ ব্লেক অনিচ্ছার সহিত টাইগারের গলার শিকল ছাড়িয়া দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টাইগারকে সঙ্গে রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহার শিকলের অন্য প্রান্ত দুই পা দিয়া মাটীতে চাপিয়া ধরিলেন; বাধা পাইয়া টাইগার এরূপ বেগে শিকল টানিয়া লইয়া মাকড়সার দিকে ধাবিত হইল যে, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পদস্খলিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

টাইগার এই ভাবে মুক্তিলাভ করিয়া দ্রুতবেগে মাকড়সার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মাকড়সা কুজ্ঝটিকারাশির ভিতর অদৃশ্য হইল। ইন্‌স্পেক্টর দেহের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মাথা হইতে টুপিটা কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল, এবং আছাড় খাইয়া মেজাজ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল।

টাইগার তীব্র ঘ্রাণ শক্তির সাহায্যে পুনর্ব্বার মাকড়সাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে রাস্তা পার হইয়া জ্যা-নির্ম্মুক্ত তীরের মত বেগে পার্কের সম্মুখস্থিত একটি বৃহৎ অট্টালিকার দেউড়ির নিকট উপস্থিত হইল, এবং চক্ষুর নিমেষে সেই দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

সার্জেণ্ট স্যাণ্ডার্স টাইগারকে সেই অট্টালিকার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সোৎসাহে বলিল, "এবার আমরা খুনে ডাকাতটাকে ঠিক পাকড়াইব। সে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে; বোধ হয় প্রশস্ত আঙ্গিনার কোন এক কোণে মাথা গুঁজিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিবে। সে অদৃশ্য হইলেও টাইগার তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। তাহার পর তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী লাগাইব। প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ীর আঙ্গিনা হইতে সে কোথায় পলাইবে?"

সেই সুবৃহৎ অট্টালিকার নীচের তালার জানালাগুলির ভিতর হইতে দীপালোক দেখা যাইতেছিল। মাকড়সা সেই অট্টালিকার সম্মুখের দরজায় না গিয়া তাহার পাশ-দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল; এজন্য টাইগার সেই দিকে ধাবিত হইল। সুতরাং মিঃ ব্লেক সঙ্গীদ্বয় সহ অট্টালিকার সেই অংশে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে একটি উচ্চ রেলিং দেখিতে পাইলেন, তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত; সেই উচ্চ রেলিংএ বাধা পাওয়ায় তাঁহাদের গতিরোধ হইল।

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন,"মাকড়সা এই রেলিং পার হইয়া অট্টালিকার দোতালায় উঠিয়াছে, সেইখানে গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

তাহা যে পরের বাড়ী, এবং বিনা-পরোয়ানায় সেখানে প্রবেশ করা অবৈধ, এ কথা ভাবিয়া দেখিবারও তিনি অবসর পাইলেন না; মাকড়সা যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে—সেই স্থানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া মিঃ ব্লেক অসঙ্কোচে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের পাশ-দরজার রেলিং ডিঙাইয়া সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির সাহায্যে দ্রুতবেগে দোতালায় উঠিতে লাগিলেন।

তাঁহারা তিনজনে অট্টালিকার দোতালায় উপস্থিত হইতেই একটা যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষে সেই স্তব্ধ অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত হইল! মুহূর্ত্তপরে পুলিশের হুইশ্‌-ধ্বনি দূর হইতে তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

মিঃ ব্লেক পিস্তলের শব্দে বিচলিত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইল। তিনি জানিতেন

মাকড়সা নিরস্ত্র ছিল ; তাহার হাতের পিস্তলটির ভিতর একটিও গুলী ছিল না, এবং বেকার ষ্ট্রীটে তাঁহারই ঘরে পিস্তলটি ফেলিয়া রাখিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল। তবে কি সে আর একটা পিস্তল পরিচ্ছদের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল ? গৃহবাসীদের কেহ তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহার গতিরোধের চেষ্টা করায় সে কি দ্বিতীয় পিস্তলের সাহায্যে তাহাকে গুলী করিয়াছে ?—এই সকল প্রশ্নই তাঁহার মনে উদিত হইল।

সেই দোতালার একপ্রান্তে সুপ্রশস্ত বাতায়নশ্রেণী দেখা যাইতেছিল ; বাতায়নগুলি অর্গল-রুদ্ধ না থাকায় মিঃ ব্লেক একটি জানালা উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার সম্মুখে প্রসারিত পুরু পর্দ্দাখানি এক পাশে সরাইয়া ফেলিলেন।

সেই কক্ষে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন ; সেখানে ঐরূপ লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইবেন—ইহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করিতে পারেন নাই !

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন সেই কক্ষটি উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, এবং বহুমূল্য সুদৃশ্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত ; তাঁহারা সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহা কোন মার্জ্জিতরুচি, সম্ভ্রান্ত, সৌখীন ইংরাজের উপবেশন-কক্ষ। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি প্রৌঢ় ইংরাজ ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশরাশি শুভ্র হইলেও তাঁহার দেহের গঠন ও চেহারা পালওয়ানের মত ! তাঁহারা গৃহস্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন লোকটি অসাধারণ বলবান ; দেহ সুদীর্ঘ, সুগঠিত দেহের পেশীগুলি পরিপুষ্ট ; সেই রূপবান পুরুষটির আয়ত নেত্রে প্রতিভার জ্যোতিঃ পরিস্ফুট। তাঁহার পরিহিত মূল্যবান সান্ধ্য পরিচ্ছদের ছাট-কাট অনিন্দ্যসুন্দর। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে ও উদ্বেগে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল ; উজ্জ্বল চক্ষু আতঙ্কে বিস্ফারিত। তাঁহার এক হাতে একটি পিস্তল ; পিস্তলের নলের মুখ হইতে তখনও অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছিল ! (In one hand he held a still-smoking pistol.)

এই ভদ্রলোকটির পদপ্রান্তে মাকড়সা চিত হইয়া পড়িয়া ছিল ; তাহার দেহ নিস্পন্দ, অসাড় ! তাহার ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে পিস্তলের গুলীর একটি সুগোল ছিদ্র।—গুলীটি মাকড়সার ললাট ভেদ করিয়া তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল।

সেই এক গুলীতেই মাকড়সা নিহত হইয়াছিল। বধমঞ্চ হইতে সে কৌশলে সরিয়া পড়িয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু কারাগার হইতে পলায়নের কয়েক ঘণ্টা পরেই গুলীর আঘাতে তাহাকে নিহত হইতে হইল ! সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মৃত্যুকে পরিহার করিতে পারিল না। পলায়ন করিয়াও যেন সে স্বেচ্ছায় যমের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল ! ভাগ্যলিপি এইরূপ অমোঘ !

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড !—তাহারা মাকড়সাকে নিহত অবস্থায় সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া নিজের চক্ষুকেও যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না. নির্ব্বাকভাবে নির্নিমেষ নেত্রে হতভাগ্য দস্যুর মৃতদেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দীর্ঘদেহ পক্ককেশ প্রবীণ গৃহস্বামী পিস্তলটি মাকড়সার মৃতদেহের দিকে প্রসারিত করিয়াই ভীতি-বিহ্বল জড়িত স্বরে বলিলেন, "এ যে মাকড়সা ! হাঁ, এ মাকড়সাই বটে।—কে জানিত আমারই হাতে আজ এইভাবে মৃত্যু উহার অদৃষ্টে লেখা ছিল ?"

তিনি বিহ্বল ভাবে, যেন হতবুদ্ধি হইয়া, অস্ফুটস্বরে দুই তিনবার এই শেষোক্ত কথাগুলি বলিলেন ; তাহার পর হঠাৎ মাথা তুলিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আগন্তুকগণের মুখের দিকে চাহিলেন। নরহত্যার পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়ে তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল।

গৃহস্বামী হতাশভাবে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া স্খলিত স্বরে বলিলেন, "তোমরা ডিটেক্‌টিভ ! তোমরা এত শীঘ্র এখানে আসিয়া পড়িবে, এরূপ আমি আশঙ্কা করি নাই ; কিন্তু এজন্য আমি দুঃখিত নহি। বরং তোমাদের আসা ভালই হইয়াছে।—এই লোকটার নাম মাকড়সা। এতবড়

দুর্দ্দান্ত দস্যুদলপতি এদেশে দ্বিতীয় কেহ আছে কি না জানি না। উহার নিষ্ঠুরতার, বর্ব্বরতার তুলনা হয় না! পুলিশের হাতে ধরা পড়িলে দায়রা-জজের আদালতে জুরীর বিচারে উহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল; কিন্তু এই ধূর্ত্ত বধমঞ্চে উঠিয়াও গলা হইতে ফাঁসের দড়ি খুলিয়া ফেলিয়া কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল। আমি আত্মরক্ষার জন্য উহাকে গুলী করিয়াছি।" (I shot him in self-defence.)

মিঃ ব্লেক গৃহস্বামীর কথা শুনিয়া বাতাশে মাথা ঠুকিলেন। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উভয়েই সেই দীর্ঘদেহ, পক্ককেশ, সৌম্যমূর্ত্তি, রূপবান, প্রৌঢ় গৃহস্বামীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই গুলীতে মাকড়সার পাপপঙ্কিল, অভিশপ্ত জীবনের অবসান হইয়াছে ভাবিয়া উভয়ে বিস্মিত ভাবে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন।

গৃহস্বামী সরকারপক্ষের বিখ্যাত কৌন্সিলী সার জার্ভিস ষ্টেইন, কে-সি! তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ, বহুদর্শী, বাগ্মী কৌন্সিলী বৃটিশ ধর্ম্মাধিকরণে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। 'সরকার বনাম মাকড়সা'র মামলায়, অর্থাৎ যে মামলায় মাকড়সা দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, প্রভৃতি নানা ভীষণ অভিযোগে ওল্ড বেলীর দায়রা আদালতে দায়রা-সোপরদ্দ হইয়াছিল, সেই মামলায় তিনিই মাকড়সার বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি ফরিয়াদী সরকারের অনুকূলে যেভাবে মামলা চালাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব যুক্তি, অকাট্য প্রমাণ, অমোঘ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া জুরীরা মাকড়সার অপরাধ সম্বন্ধে এরূপ নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পরামর্শের জন্য এজলাস ত্যাগ না করিয়াই (without troubling to leave the court) এক বাক্যে মাকড়সাকে অপরাধী বলিয়া 'রায়' দিয়াছিলেন। যে সকল খ্যাতনামা ইংরাজ কৌন্সিলী বিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ বিচারালয়ে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সার জার্ভিসের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য।

সার জার্ভিস ষ্টেইন মিঃ ব্লেককে চিনিতেন; ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাদের পরস্পরের

জানা শুনা ছিল—এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। সার জার্ভিস মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "মিঃ ব্লেক, আপনি হঠাৎ এখানে? আপনি পলাতক মাকড়সার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিবার জন্যই সম্ভবতঃ তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমার এই অনুমান সত্য; কিন্তু মাকড়সা আপনাদের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় লাভের চেষ্টা না করিয়া কেন যে আমার বাড়ীতে আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? আমার চেষ্টাতেই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। এইজন্যই সে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, আপনি বা আপনার সঙ্গী ঐ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর হয়-ত এইরূপই অনুমান করিবেন; কিন্তু এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় না।"

কুট্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সঙ্গত মনে না হইবার কারণ?"

সার জার্ভিস চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া দক্ষিণ হস্তে ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিলেন, তাহার পর হাতের পিস্তলটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কারণ এই যে, মাকড়সা যখন জানালা খুলিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করে, তখন আমি তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেও সে আমাকে দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অর্থাৎ?"

সার জার্ভিস বলিলেন, "অর্থাৎ হস্তীমূর্খ ভিন্ন অন্য যে কেহ তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিত, সে আমাকে এই কক্ষে দেখিবার আশঙ্কা করে নাই; ইহা আমারই বাড়ী—তাহাও সে জানিত না। সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে করিতে নিরুপায় হইয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এ অবস্থায় কি করিয়া বিশ্বাস করি যে, সে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন,—আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়। মাকড়সার ভাগ্যে এইরূপ আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু লেখা ছিল বলিয়াই হউক,

অথবা গাঢ় কুজ্ঝটিকা-জালে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হওয়ায় সে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া, বিশেষতঃ, আমরা তাহার অনুসরণ করিয়াছি—ইহা বুঝিতে পারিয়া, নিকটে অন্য কোন আশ্রয় না পাওয়াতেই হউক, সে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দোতালার এই কক্ষে লুকাইতে আসিয়াছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ইহা যে আপনার বাড়ী, ইহা বোধ হয় সে জানিত না। তিনজন ডিটেক্‌টিভ একটা ব্লড্‌ হাউণ্ড লইয়া তাহাকে তাড়া করায়, সে আর অধিক দূরে পলায়ন করিতে সাহস করে নাই; অধিকন্তু তাহার পায়ে একটি গুলী বিদ্ধ হওয়ায় সে যে অধিক দূরে পলায়ন করিবে—সে শক্তিও তাহার ছিল না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জানিতেন—জেরায় সার জার্ভিস্‌কে কাহিল করা তাঁহার অসাধ্য; কারণ সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া সার জার্ভিসের জেরায় মাথা ঠিক রাখে—এমন একটি লোকও কখন তাঁহার নজরে পড়ে নাই। তাঁহার স্মরণ হইল সার জার্ভিসের জেরার গুঁতায় একবার তাঁহারও পিতৃনাম বিস্মরণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল! এই জন্য কুট্‌স তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, “সার জার্ভিস্‌, আপনি মাকড়সাকে এই কক্ষে হঠাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু আমরা আপনার নিকট সকল ঘটনার কথা জানিতে চাই।”

সার জার্ভিসের মন তখন সংযত হইয়াছিল; তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “আমার অধিক কিছু বলিবার নাই; আজ রাত্রে পল্‌মল্‌ ক্লাবে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া আসিয়া, এখানে বসিয়া কয়েক-খানি জরুরি চিঠি লিখিতে লিখিতে ঐ জানালায় ‘হড়াৎ’ করিয়া একটা শব্দ শুনিলাম! মাথা তুলিয়া সবিস্ময়ে জানালার দিকে চাহিলাম; দেখিলাম একটা লোক জানালা খুলিয়া ব্যস্তভাবে এই কক্ষে প্রবেশ করিল!

“আমি তাহার মুখ দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম; কারণ এক মাস পূর্ব্বে ওল্‌ড বেলীর বিচারালয়ে আমি তাহাকে দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছিলাম। উহার ঐ ভয়ঙ্কর মুখ যে একবার দেখিয়াছে, সে কি তাহা ভুলিতে পারে? আমি মাকড়সাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেও সে

আমাকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই ; কিন্তু সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া, পরমুহূর্ত্তে আমাকে চিনিতে পারিয়া আতঙ্কবিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়াছিল ; এজন্য সে কি করিবে তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। সেই সুযোগে আমি ডেস্কের দেরাজ হইতে এই পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহাকে গুলী করিতে উদ্যত হইলাম।—এই পিস্তল ব্যবহারের জন্য আমি পুলিশের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলাম, এ কথা বোধ হয় না-বলিলেও চলে।"—এই শেষের কথা কয়টি তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

সার জার্ভিস মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু মাকড়সার বিহ্বলতা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল। অদ্ভুত তাহার তৎপরতা! সে এরূপ ক্ষিপ্রহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিল যে, মনে হইল তাহা তাহার হাতে উড়িয়া আসিল। (He seemed to snatch a gun out of the air) তখন বুঝিতে পারিলাম আমি আত্মরক্ষায় মুহূর্ত্তমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে তাহার গুলীতে নিহত হইব ; সুতরাং আমি তাহাকে পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার অবসর না দিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রথমেই গুলী করিলাম।—সৌভাগ্য-ক্রমে আমার গুলী ব্যর্থ হয় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কি অব্যর্থ আপনার লক্ষ্য! সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও আপনি এমনই তাকে নিশানা করিয়াছিলেন যে, গুলীটা উহার উভয় ভ্রূর ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্ধ হইয়াছিল, এক চুলও এদিক-ওদিক হয় নাই! অন্য কোন লোক ঐ রকম সাফাই-হাতে গুলী করিতে পারিত না।"

কুট্‌স ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মাকড়সার দক্ষিণ হস্তের মুঠার ভিতর হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া লইলেন। পিস্তলটির আকার এরূপ ক্ষুদ্র যে, সিগারেটের বাক্সের ভিতর তাহা লুকাইয়া রাখিতে পারা যাইত।

মিঃ ব্লেক কুট্‌সের হাতে সেই ক্ষুদ্র পিস্তলটি দেখিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তাই ত! মাকড়সার কাছে আরও একটা পিস্তল ছিল দেখিতেছি! ঐ পিস্তলটা তাহার কাছে থাকিতেও সে আমাকে—কুট্‌স, দেখ ত পিস্তলের ভিতর টোটা আছে কি না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পিস্তলের খাঁজ হইতে টোটা বাহির করিয়া বলিলেন, "ইহার ভিতর সাক্ষাৎ যম অধিষ্ঠিত ছিলেন ব্লেক! সার জার্ভিস, আপনার পরম সৌভাগ্য যে, আপনিই প্রথমে গুলী করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্যই আপনি নরহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—করোনারের জুরীরা ইহা ভিন্ন অন্য কোন রায় দিতে পারিবে না। যে অপরাধী আজ সকালে আটটার সময় ফাঁসিতে ঝুলিয়া পঞ্চত্বলাভ করিত, সে আজ রাত্রে পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়া আইনের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে; এই দৈবনির্ব্বন্ধে কাহারও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশের উপায় নাই।"

সার জার্ভিস্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা মিথ্যা নয় ইন্‌স্পেক্টর, মাকড়সার অপরাধ সপ্রমাণ করিয়াই আমার কায শেষ হয় নাই, আমার হাতে উহার প্রাণদণ্ডও হইয়াছে; তবে বিচারকের আদেশানুযায়ী ফাঁসিতে উহার মৃত্যু হয় নাই বটে। মিঃ ব্লেক, আপনি ঐরূপ তৎপরতার সঙ্গে কি করিয়া ঐ বদমায়েসটার অনুসরণ করিয়াছিলেন, সে কথা ত এখনও বলেন নাই।"

মিঃ ব্লেক পেণ্টন্‌ভিল কারাগার হইতে মাকড়সার পত্র পাইবার পর যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সব কথা সার জার্ভিসকে বলিলেন; তাহার পর মাকড়সা কি ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরা পড়িয়াছিল, এবং আহত হইয়া পলায়ন করায় তিনি কি উপায়ে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাও সবিস্তার বিবৃত করিলেন। তিনি উপসংহারে বলিলেন, "মাকড়সা আমার গুলীতে আহত হওয়ায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারে নাই; শেষে সে যখন দেখিল আমি আমার ব্লড্‌হাউণ্ড লইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছি তখন দূরে পলায়নের আশা না থাকায় সে আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিল; সুতরাং তাহার সঙ্কট ঘনীভূত হইল। প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর সে কারাধ্যক্ষকে বলিয়াছিল—তাহার মুরুব্বি জুজু বুড়ো তাহার প্রাণরক্ষা করিবে। বোধ হয় তাহাদের দলপতি সেই জুজু বুড়োর কৌশলেই সে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু জুজু বুড়ো এত চেষ্টাতেও

উহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিল কি ? পত্র লিখিয়া আমার বাড়ীতে চড়াও না করিলে আজ হয় ত এই ভাবে উহাকে মরিতে হইত না।"

সার জার্ভিস বলিলেন, "এই জুজু বুড়োটা কে, তাহা জানিতে পারিয়াছেন কি ? আপনি বলিলেন—সে মাকড়সার মুরুব্বি, তাহাদের দলপতি ; কিন্তু আপনি কি তাহার সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারেন নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি আজ পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারি নাই ; তবে আমার বিশ্বাস, দুই এক দিনের মধ্যেই এই রহস্যভেদ করিতে পারিব, জুজু বুড়োর প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিব।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কি উপায়ে তাহা জানিতে পারিবে আশা করিতেছ ? দুই এক দিনের মধ্যেই এই রহস্য ভেদ করিতে পারিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই আশা করি।—জুজু বুড়ো টেলিফোনে আমাকে বলিয়াছিল—আজ রাত্রি দশটার সময় আমাকে মরিতে হইবে ! এখন রাত্রি প্রায় এগারটা, কিন্তু এখনও আমি জীবিত আছি, অথচ মাকড়সাকেই মরিতে হইয়াছে। সুতরাং এবার জুজু বুড়ো কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া স্বয়ং আমার মুণ্ডপাতের চেষ্টা করিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ অবস্থায় তাহাকে আমার সম্মুখে আসিতেই হইবে ; তখন আমি তাহার পরিচয় পাইব।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সার জার্ভিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য যেন দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল ; তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমি আত্মরক্ষার জন্যই মাকড়সাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি ; নতুবা সে আমাকে গুলী করিয়া মারিত। আপনি কি মনে করেন আমার এই কার্য্যে জুজু বুড়ো ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেও হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে ? তাহার চিহ্নিত শত্রুদের নামের তালিকায় আমারও নাম লিখিয়া লইবে কি ?"

মিঃ ব্লেক সেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের পিস্তলটি হাতে তুলিয়া লইয়া তাহার নীলবর্ণ নলটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল ; তিনি

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সার জার্ভিসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি জুজু বুড়ো আপনাকে হঠাৎ আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই পিস্তলের সাহায্যেই আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন সার জার্ভিস! আপনি মাকড়সাকে যে ভাবে গুলী করিয়া মারিয়াছেন, জুজু বুড়োকেও ঠিক সেই ভাবে হত্যা করিতে পারিবেন। আপনার লক্ষ্য অব্যর্থ।"

সার জার্ভিস্ বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "ঐ ভাবে গুলী মারিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ সার জার্ভিস্, গুলী মারিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিবেন। আমার বিশ্বাস, অবিলম্বেই আপনি এই সুযোগ পাইবেন। (the oppotunity will come to you in a very short while) আপনি সেই সুযোগ নষ্ট করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সার জার্ভিস ষ্টেইনের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার গৃহের বাহিরে আসিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্লেককে বলিলেন, "তুমি সার জার্ভিস্‌কে ও কথা কেন বলিলে? জুজু বুড়ো তাহাকে হত্যা করিতে আসিবে—তোমার এরূপ অনুমানের কারণ কি? উহাকে কি ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যেই ঐ কথা বলিলে? না, তুমি সত্যই বিশ্বাস কর—সার জার্ভিস মাকড়সাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া জুজু বুড়ো উহাকে প্রতিফল দিতে বিলম্ব করিবে না?"

মিঃ ব্লেক একটু হাসিলেন; সে হাসি রহস্যাবৃত! ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কোন দিন তাঁহার সেইরূপ হাসির মর্ম্মভেদ করিতে পারেন নাই, যেন তাহা তাঁহার জটিল হৃদয় রহস্যেরই বাহ্যিক বিকাশ মাত্র; তাহা অপরিমেয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না, আমি সত্যই তাহা বিশ্বাস করি না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত! আমার কথাটা প্রহেলিকা বলিয়াই তোমার মনে হইতে পারে; কিন্তু তুমি ইহার উত্তর পাইবে কাল সকালে—যদি আমার অনুমান সত্য হয় তাহা হইলেই।"

নবম কল্প

রাত্রি ঠিক বারোটায়

স্যার জার্ভিসের গৃহ ত্যাগ করিবার ঠিক কুড়ি মিনিট পরে মিঃ ব্লেক তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা আয়নাখানি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; আয়নাখানি মাকড়সার পিস্তলের গুলীর আঘাতে চূর্ণ হইয়া সেই কক্ষের দেওয়ালের নীচে খসিয়া পড়িয়াছিল।—মুহূর্ত্ত পরেই তিনি টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক টেবিলের কাছে আসিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন; তাহা তিনি কানের কাছে ধরিতেই জুজু বুড়োর আবেগ-কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সেই স্বর সাধারণ দস্যুর কণ্ঠস্বরের ন্যায় কর্কশ না হইলেও তাহাতে দৃঢ়তা পরিস্ফুট।

জুজু বুড়ো বলিল, "মিঃ ব্লেক, আজ রাত্রে আপনার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী অসাধারণ প্রসন্ন ছিলেন! আপনি এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, মাকড়সার গুলীতে নিহত না হইয়া অক্ষতদেহে বাঁচিয়া আছেন; কিন্তু মাকড়সাকেই বেকায়দায় পড়িয়া নিহত হইতে হইয়াছে! আপনি বহুদর্শী ডিটেক্‌টিভ; কিন্তু আপনি যে এরূপ ফন্দীবাজ, এতদূর চতুর—ইহা আমি পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু তিনি বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষত্ব ও ভঙ্গি পরীক্ষা করিবার জন্য অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাহার প্রত্যেক কথা শুনিতে লাগিলেন।

জুজু বুড়ো মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "কিন্তু

আপনি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সময়ে না মরিলেও আপনার আয়ু শেষ হইয়াছে। হাঁ, আর ঘণ্টাখানেক মাত্র আপনি জীবিত থাকিবেন। আমি জানি মাকড়সা আপনাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু সে যে কঠিন কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আমি অসম্পন্ন রাখিব না। আপনি জীবিত থাকিয়া ক্রমাগত অনধিকারচর্চ্চা করিতেছেন, আমাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা দিতেছেন, ইহা অসহ্য; এ জন্য আপনাকে আমাদের পথ হইতে সরাইয়া পথ পরিষ্কার করা আমার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে আমাকে আর একটি কর্ত্তব্য শেষ করিতে হইবে। আমার সময়ের উপর আর একজনের দাবী আপনার অপেক্ষা অনেক অধিক।

"ঘড়ির দিকে চাহিলে আপনি দেখিতে পাইবেন এখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। আরও প্রায় এক ঘণ্টা পরে অর্থাৎ আজ রাত্রি বারটার মধ্যে জুজু বুড়োকে আপনি জীবনে প্রথম এবং শেষবার দেখিতে পাইবেন। তাহাকে দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন; কিন্তু আপনার মৃত্যুতে সেই মুহূর্ত্তকালস্থায়ী বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি হইবে! আমার কথার অন্যথা হয় না এবং আমার সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হয় না, নির্দ্দিষ্ট সময়েই আপনি ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইবেন।"

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা শুনিয়া জুজু বুড়োকে কোন কথা বলিলেন না; তিনি 'রিসিভার' রাখিয়া দিয়া চেয়ারে বসিয়া চিন্তাকুল চিত্তে পাইপে ধূমপান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দশ মিনিট অতিবাহিত হইল; হঠাৎ তাঁহার টেলিফোন পুনর্ব্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া তিনি উঠিয়া রিসিভারটি কানে তুলিয়া ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বক্তা আবেগ ভরে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে আপনি? মিঃ ব্লেক কি?—মিঃ ব্লেক, দয়া করিয়া আমার দুই একটি কথা শুনুন। আমি সার জার্ভিস্ ষ্টেইন; আমার পার্ক লেনের বাড়ী হইতে আপনাকে কথা বলিতেছি। প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার জীবনের আশঙ্কা সম্বন্ধে যে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে জুজু বুড়ো টেলিফোনে আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে!"

সেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য মিঃ ব্লেক! একটা নির্লজ্জ পাজী টেলিফোনে কতকগুলা কথা বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে; সে অসঙ্কোচ বলিল—দস্যু সমাজে সে জুজু বুড়ো নামে পরিচিত! একালের দস্যুরা যে ইতর ভাষায় আলাপ করে—আমাকে কথা বলিবার সময় সে সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিল। সে বলিল আজ রাত্রি ঠিক বারটার সময় আমাকে পরলোকে প্রস্থান করিতে হইবে। সে সুস্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করিল—তাহার অভিসন্ধি পূর্ব্বে জানিতে পারায় আমি যেখানে ইচ্ছা পলায়ন করিতে পারি, আত্মরক্ষার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু আমার সকল সতর্কতা নিষ্ফল হইবে! আমি মাকড়সাকে হত্যা করিয়াছি, আমার এই ধৃষ্টতার প্রতিফল দেওয়ার জন্য আজ রাত্রি বারটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বয়ং গুলী মারিয়া আমার মস্তিষ্ক চূর্ণ করিবে।"

মিঃ ব্লেকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এখনও যথেষ্ট সময় আছে; এখন রাত্রি এগারটা পঁচিশ মিনিট।"

নানা নূতন সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল; দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন মাকড়সার হত্যাকারীকে হত্যা করিবার চেষ্টায় সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিবে; কিন্তু এত শীঘ্র সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাহার এই উক্তি গভীর রহস্যে আবৃত; কিন্তু যদি তাহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা সফল হয়, সার জার্ভিস যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুন—সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া রাত্রি ঠিক বারটার সময় তাঁহাকে হত্যা করা যদি তাহার অসাধ্য না হয়—তাহা হইলে একটি মাত্র কারণেই তাহা সম্ভব হইবে। সেই কারণটি কি?—মিঃ ব্লেক অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন—সেই কারণটি যদি সত্য হয়—তাহা হইলে সার জার্ভিসের উক্তি মিথ্যা। কিন্তু তিনি কি উদ্দেশ্যে

মিঃ ব্লেককে মিথ্যা কথা বলিলেন ?—মিঃ ব্লেকের মনে আবার নূতন সংশয়ের উদয় হইল ! সংশয়ের উপর সংশয়ের বোঝা-চাপাইয়া তিনি মনে মনে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—সার জার্ভিস তাঁহাকে যে কথা বলিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ কথা নহে, তিনি তাঁহাকে অন্য কথাও বলিবেন।

সার জার্ভিসের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল—জুজু বুড়ো তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিল সেই কথার সহিত এই কথার সামঞ্জস্য আছে। সে প্রথমে রাত্রি বারটার সময় সার জার্ভিসকে গুলী করিয়া মারিবে, তাহার পর রাত্রি বারটা হইতে একটার মধ্যে তাঁহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু সার জার্ভিসকে হত্যা করিয়া সে কি তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ পাইবে ? সার জার্ভিস্ সে সময় সম্ভবতঃ একাকী থাকিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন না ; এ অবস্থায় সে কিরূপে অক্ষত দেহে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়া 'প্রথম ও শেষবার' তাঁহাকে দেখা দিবে ?—মিঃ ব্লেক যে সন্দেহ অমূলক মনে করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল।

সার জার্ভিস্ হঠাৎ টেলিফোনে ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন কি ? আমি ভয়-কাতর লোক নহি ; জুজু বুড়োর ভয়ে আমি অভিভূত হইয়াছি, এরূপও মনে করিবেন-না। আমি তাহার ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিব, বা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মত কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিব—এরূপ সঙ্কল্প আমার মনে স্থান পায় নাই ; কারণ আমি জানি নিজের বাড়ীতেই আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ; কিন্তু ঘণ্টাখানেকের জন্য আপনি আমার নিকট উপস্থিত থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আপনার সহায়তাই আমি যথেষ্ট মনে করি।"

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, জুজু বুড়োর সহিত সাক্ষাতের জন্য সার জার্ভিস কেন তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন ? নিজগৃহে যদি তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন তবে তাঁহার নিকট অন্যের উপস্থিতির কি প্রয়োজন !—মিঃ

অমূলক ও অসম্ভব মনে করিয়া তাহা অবিশ্বাস করিবার চেষ্টা

করিতেছিলেন, সেই সন্দেহ দৃঢ়মূল হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিল ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইল। প্রত্যাখ্যানের ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সার জার্ভিসের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, জুজু বুড়ো কি রাত্রি বারটার পর সার জার্ভিসের গৃহেই তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে ? সার জার্ভিসের অনুরোধ রক্ষা করিলে রাত্রি বারটার পর কয়েক মিনিটও ত তাঁহাকে সেখানে থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি সেই সময় সার জার্ভিসের গৃহে থাকিবেন, ইহাই বা জুজু বুড়োর জানিবার সম্ভাবনা কোথায় ? জুজু বুড়ো কি সার জার্ভিসের পরিচিত ? সার জার্ভসের এই আহ্বান কি মৃত্যুর আহ্বান ?—মিঃ ব্লেক রহস্যভেদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বলিলেন, "রাত্রি বারটার পর পর্য্যন্ত কি আমাকে ওখানে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন ?—বেশ, তাহাই হইবে। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি। আমাকেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতে বলিতেছেন ত ? আমি আপনার গৃহদ্বারে উপর্য্যুপরি তিনবার ঘণ্টাধ্বনি করিলেই বুঝিতে পারিবেন—আমি আসিয়াছি ; আপনার আরদালীদের তদনুযায়ী উপদেশ দিয়া রাখিবেন।"

তাঁহার উত্তর শুনিয়া সার জার্ভিসের মুখ গম্ভীর হইল ; চক্ষুতে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। মিঃ ব্লেকের সাহচর্য্য ও সাহায্য লাভের আশায় তিনি প্রফুল্ল হইলেন না। মিঃ ব্লেক সেই সময় তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন দেখিলে বিস্মিত হইতেন।

মিঃ ব্লেক সেই রাত্রে দ্বিতীয় বার বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সকল রহস্য-ভেদ হইবে। জুজু বুড়ো দ্বারা সেই স্থানেই আক্রান্ত হইবেন—এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হওয়ায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। তাঁহার পকেটে পূর্ব্ব হইতেই টোটাভরা একটি পিস্তল ছিল, কিন্তু তিনি এরূপ সাদাসিধে অস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া (unsatisfied with such modest armament) আলমারি হইতে একটি নূতন ধরণের অত্যুৎকৃষ্ট নীলবর্ণ পিস্তল বাহির

করিয়া পকেটে ফেলিলেন। তখন তাহার ভিতর টোটা ছিল না; তিনি পরে তাহাতে টোটা পুরিবেন স্থির করিয়া টোটার মালা পকেটে লইলেন।

তখন কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি পূর্ণবেগে ট্যাক্সি চালাইয়া পার্ক লেনে সার জার্ভিস্ ষ্টেইনের সুবিস্তীর্ণ বাসভবনে উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া মিঃ ব্লেক তিনবার ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র দ্বার নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইল। স্থূলকায় সর্দ্দার-খানসামা অন্য দুইজন ভৃত্যসহ হল-ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা সকলেই সশস্ত্র ছিল; মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—তাহারা সতর্ক আছে।

সার জার্ভিসও হল-ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন; মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখনও তিনি সান্ধ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিলেন। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশরাশি উস্কো-খুস্কো, মুখকান্তি গম্ভীর, চক্ষুর জ্যোতি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

সার জার্ভিস উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন এজন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ। আপনাকে দেখিয়া আমি যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলাম। চলুন, আমরা উপরে আমার বসিবার ঘরে যাই।"—অনন্তর তিনি সর্দ্দার-খানসামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ক্রুচ, আমার আদেশ স্মরণ রাখিবে। বারটা বাজিবার পর ভিন্ন এই বাড়ীতে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না; এমন কি, পুলিশ আসিয়া-পড়িলে তাহাদিগকেও বাধা দিবে।"

সার জার্ভিসের বসিবার ঘর দোতালায় অবস্থিত। কক্ষটি দীর্ঘ হইলেও অপ্রশস্ত, বহুবিধ মূল্যবান আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত; রুদ্ধ বাতায়নের খড়খড়ির পাখীগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ।

সার জার্ভিস দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারে চাবি দিলেন, জানালার বোল্টগুলিও আঁটিয়া দিলেন; তাহার পর তিনি মিঃ ব্লেককে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আশা করি কেহ এখানে আমাদিগকে বিরক্ত করিতে আসিতে পারিবে না।—মিঃ ব্লেক, আপনি বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে পান ও ধূমপান করুন। আপনাকে

এই গভীর রাত্রে এখানে টানিয়া আনিলাম--এজন্য আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কিন্তু আপনার কথা শুনিয়াই জুজু বুড়োর স্পর্দ্ধিত উক্তি আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি নাই ; তাহা সত্য হইতেও পারে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। আর এক কথা, আমি আপনাকে ফোন করিলে আমার সকল কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আপনি কিরূপে বুঝিয়াছিলেন—জুজু বুড়োর নিকট হইতে আমি সংবাদ পাইয়াছি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে টেলিফোনে আমাকেও ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল ! সে আপনাকে টেলিফোন করিবার পূর্ব্বে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা আপনাকে বলিতেছি শুনুন।"

মিঃ ব্লেক জুজু বুড়োর কথা বলিতে লাগিলেন ; সার জার্ভিস সেই কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে গম্ভীর ভাবে তাঁহার সকল কথা শুনিলেন।

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে সে আগে আমাকেই হত্যা করিবে ; তাহার পর এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে গুলী করিয়া মারিবে ! এ সকল পাগলের প্রলাপ মাত্র ; এই রুদ্ধদ্বার সুরক্ষিত কক্ষে সে কিরূপে প্রবেশ করিয়া আমাকে গুলী করিবে ? আমার যে সকল ভৃত্য সশস্ত্র ভাবে এই বাড়ী পাহারা দিতেছে—তাহাদিগকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। জুজু বুড়োর শক্তি সামর্থ্য যতই অধিক হউক, সে অদৃশ্য দেহ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখীন হইতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না ; বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সে কি উপায়ে আপনাকে গুলী করিয়া মারিবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা তাহার অসাধ্য। যাহা হউক, রাত্রি বারটা বাজিবার পর আমরা তাহার প্রতিজ্ঞার মূল্য বুঝিতে পারিব। এখন ত পৌনে বারটা, আরও পনের মিনিট বাকি। বারটার ঘণ্টা বাজিবে, আর তাহার নিক্ষিপ্ত গুলীতে আপনার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে ! দেখা যাউক।"—তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিলেন।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি গোল টেবিল ছিল, মিঃ ব্লেক তাহারই এক ধারে বসিয়া ছিলেন ; সার জার্ভিস্ সেই টেবিলের অন্য ধারে একখানি

চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি পকেট হইতে ইস্পাত-নির্ম্মিত নীলবর্ণ একটি অটোমেটিক পিস্তল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, তাহার পর মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যদিও ভয়ের কোন কারণ নাই, তথাপি বিপদের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার এই পিস্তলের গুলীতেই মাকড়সার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়াছে। আপনি আশা করিয়াছিলেন, ইহারই সাহায্যে আমি জুজু বুড়োকে সাবাড় করিতে পারিব।—আপনি ত সশস্ত্র আছেন মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক তাঁহার উৎকৃষ্ট, ইস্পাতনির্ম্মিত নীলবর্ণ পিস্তলটি বাহির করিয়া টেবিলে রাখিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আপনার পিস্তল ও আমার পিস্তল অবিকল এক রকম, একই কারখানায় নির্ম্মিত; তবে দুইটিই সমান ভারী কি না, উভয়েরই পাল্লা সমান কি না, একবার পরীক্ষা করিতে আগ্রহ হইয়াছে।"—তিনি সার জার্ভিসের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার পিস্তলটি টেবিল হইতে তুলিয়া লইলেন, সেই সঙ্গে নিজের পিস্তলটিও হাতে লইয়া উভয়ে ভার ও গঠনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "না, ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।"—সার জার্ভিসের পিস্তলটি তিনি তাঁহার সম্মুখে টেবিলের অন্য ধারে রাখিয়া দিলেন; অন্যটি টেবিলের উপর ব্লেকের সম্মুখে রহিল।

সার জার্ভিস টেবিল হইতে নিজের পিস্তলটি তুলিয়া লইয়া উভয় জানুর উপর রাখিলেন; তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর অনেক নরহন্তাকেই ফাঁসে ঝুলাইয়াছি; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল মাকড়সাকেই স্বহস্তে গুলী করিয়াছি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাকড়সার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জুজু বুড়ো কোন উপায়ে তাহার মৃত্যু-সংবাদ জানিতে পারিয়াছে! কে তাহাকে কোথায় কিরূপে হত্যা করিয়াছে তাহা সে কিরূপে জানিতে পারিল?"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সার জার্ভিসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি ইহাতে সত্যই বিস্মিত হইয়াছেন? কোনও সংবাদ জুজু বুড়োর অজ্ঞাত থাকে না, ইহা কি আপনি জানেন না?"

সার জার্ভিস মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া দেওয়ালের এক প্রান্তে সংরক্ষিত ঘড়িটার দিকে পুনঃ পুনঃ অধীর ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তখনও বারটা বাজিতে দশ মিনিট বিলম্ব ছিল। গভীর উদ্বেগে তাঁহারা উভয়ে আরও পাঁচ মিনিট কাটাইয়া দিলেন।

সার জার্ভিস চঞ্চল স্বরে বলিলেন, "বারটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। না, জুজু বুড়ো বোধ হয় তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিল না। বারটা ত বাজে; সে এই অল্প সময়ের মধ্যে কি কৌশলে এখানে আসিয়া আমাকে গুলী করিবে? আপনার কি মনে হইতেছে ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক সার জার্ভিসের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে ঘাড় নাড়িলেন; তাঁহার মনে হইল তাঁহার সন্দেহ অমূলক নহে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোন ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিবে; তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবে, এবং সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা তাঁহার অসাধ্য হইবে। তিনি সুনিশ্চিত অমঙ্গলের আভাস সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করিয়া নির্ব্বাক রহিলেন; কথা বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। একটা সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনায় সেই কক্ষের বায়ুস্তর যেন বিজলি-হিল্লোলে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রাত্রি বারটা হইল; ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

প্রথম ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াই সার জার্ভিস ষ্টেইন তাঁহার চেয়ারের উপর নড়িয়া-চড়িয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং হাঁটুর উপর হইতে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া তাহা বাগাইয়া ধরিয়া, ঘড়ির ঢং-ঢং শব্দ—এক, দুই, তিন, করিয়া গণিতে লাগিলেন।

"নয়—দশ—এগারো—বার"—সশব্দে গণিয়া সার জার্ভিস্ মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইলেন। তাহার পর তিনি জিহ্বা ও কণ্ঠ-তালুর সংস্পর্শে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। লণ্ডড়াহত ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের জিঘাংসা যেন তাঁহার প্রদীপ্ত চক্ষু-তারকায় প্রতিফলিত হইল!

সার জার্ভিস মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "রাত্রি বারটা বাজিল, আমি এখনও জীবিত আছি। জুজু বুড়ো আমাকে হত্যা করিবার জন্য যে

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার কথা খাটিল না মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আপনার সম্বন্ধে তাহার প্রতিজ্ঞা বিফল হইল। জুজু বুড়ো এখানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে হত্যা করিতে পারিবে—ইহা আমি মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করি নাই, সার জার্ভিস্! আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে আপনি উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, আর আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই; কিন্তু মৃত্যুর জন্য আমাকে বোধ হয় আরও প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে।"

সার জার্ভিস্ অবিচলিত কণ্ঠে মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, "না, একঘণ্টা নয়, আর এক মিনিট মাত্র।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার হাতের পিস্তল উর্দ্ধে তুলিয়া মিঃ ব্লেকের ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিলেন! তাঁহার সুন্দর মুখ কঠিন ভাব ধারণ করিল। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে যে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহা পিশাচের হাসির মত ভীষণ! তিনি অস্ফুট গর্জ্জন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "রবার্ট ব্লেক, তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে; **আমিই জুজু বুড়ো!**"

মিঃ ব্লেক হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার ললাটাগ্রে উদ্যত নীলবর্ণ পিস্তলের নলের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু চক্ষুর নিমেষে বিপুল শক্তিতে তিনি মন সংযত করিলেন। তিনি অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আপনি—তুমিই দস্যুনায়ক জুজু বুড়ো, ইহা আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। বুঝিলাম আমার অনুভূতি আমাকে প্রতারিত করে নাই।"

ছদ্মনামধারী জুজু বুড়ো মিঃ ব্লেকের নিঃশঙ্ক ভাব দেখিয়া, তাঁহার নির্ভীক অবিচলিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তাহার সাফল্য-গৌরবমণ্ডিত বিজয়-গর্ব্বে যেন কঠোর দণ্ডাঘাত করিলেন!

জুজু বুড়ো অধীর স্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা! ব্লেক, তুমি নিজের বাহাদুরী জাহির করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার কথা মিথ্যা, ইহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, যদি তুমি জানিতে আমিই দস্যুরাজ্যের লাট দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জুজু বুড়ো, তাহা হইলে তুমি স্বেচ্ছায় আমার ফাঁদে আসিয়া পড়িতে না; আমার আহ্বানে এখানে কখন আসিতে না।"

মিঃ ব্লেক নীরস হাস্যে ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া বলিলেন, "ফাঁদ! হাঁ, আমি তোমার ফাঁদে তোমাকেই আবদ্ধ করিতে পারিব—এই আশায় তোমার এখানে আসিয়াছিলাম। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি—তুমি জুজু বুড়ো, ইহা জানিয়াই এখানে আসিয়াছিলাম; কিন্তু আমি যে তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম—তাহা আমার কথায় বা আকার ইঙ্গিতে তোমাকে বুঝিতে দিই নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম তুমিই জুজু বুড়ো, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, আমার সাহায্য লাভের ছলে আমাকে তোমার সুরক্ষিত কক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া স্বহস্তে গুলী করিয়া মারিবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি কিছু কাল পূর্ব্বে তোমার পিস্তলের সহিত আমার পিস্তল অদল-বদল করিয়াছিলাম। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম—আমাদের উভয়ের পিস্তল ঠিক একই রকম। আমার পিস্তল তুমি নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি আমাকে গুলী করিবার ভয় দেখাইতেছ; কিন্তু আমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তোমার হাতের পিস্তলে গুলী নাই।"

জুজু বুড়ো মিঃ ব্লেকের কথা বিশ্বাস করিল না; সে মিঃ ব্লেকের ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিল। পিস্তলের নলের মুখ হইতে গুলী বাহির হইল না, 'খট্' করিয়া একটা শব্দ হইল মাত্র।

পিস্তলে সত্যই গুলী ছিল না।

মিঃ ব্লেক এবার তাঁহার হাতের পিস্তল তুলিয়া জুজু বুড়োর ললাট লক্ষ্য করিলেন; তাহাকে বলিলেন, "এই পিস্তল তোমার; এই পিস্তলের সাহায্যেই তুমি মাকড়সাকে হত্যা করিয়াছ। ইহাতে গুলী আছে কি না তাহা ত তোমার অবিদিত নহে।" (you ought to know wheather it is loaded or not)

কিন্তু জুজু বুড়ো সহজে পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহে। সে আত্মরক্ষার জন্য একাধিক কৌশল অবলম্বন করিয়া মিঃ ব্লেককে তাহার গৃহে আহ্বান করিয়াছিল। মিঃ ব্লেককে তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিতে দেখিয়াও সে ভীত হইল না; সে বিন্দুমাত্র বিহ্বলতা প্রকাশ না করিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, ঐ পিস্তলে গুলী আছে। উহাতে একাধিক টোটা ছিল; এক গুলীতে আমি মাকড়সাকে হত্যা করিয়াছিলাম।—তাহার অপরাধ,সে আমার আদেশ পালন করিতে পারে নাই; তোমাকে হত্যা করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিয়াছে—ইহা জানিয়াও সে আমার এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নিজের প্রাণরক্ষার আশায় সে আমাকে বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; আমি আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে গুলী করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক হাতের পিস্তল সেই ভাবে উদ্যত রাখিয়াই বলিলেন, "হাঁ,তোমার মতলব আমি সেই সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি কি সাংঘাতিক ভুল করিয়াছিলে তাহা তুমি ধারণা করিতে পার নাই।"

জুজু বুড়ো বলিল, "ভুল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সাংঘাতিক ভুল। মাকড়সা যখন তোমার এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—তখন সে নিরস্ত্র। তুমি তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার পর তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলে তাহার নিকট পিস্তল নাই, সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে গুলী করিয়াছ—এ কৈফিয়ৎ খাটিবে না বুঝিয়া তাহার ডান হাতে পিস্তল গুঁজিয়া দিয়াছিলে; কিন্তু তুমি জান তাহার ডান হাত অকর্ম্মণ্য, সুলো; সে বাঁ হাতে পিস্তল ব্যবহার করিত। আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াও সে বাঁ হাতে পিস্তল ব্যবহার করিয়াছিল, এইজন্য আমি তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম।"

জুজু বুড়ো বলিল, "তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, তোমার চাতুর্য্য প্রশংসনীয়। তোমার মত সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভকে আজ আমার হাতে মরিতে হইবে ভাবিয়া

আমার দুঃখ হইতেছে। তুমি আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবিত অবস্থায় এই গৃহত্যাগ করিবে এ আশা অবশ্যই তোমার নাই। আমার তিনজন সশস্ত্র অনুচর এই কক্ষের দ্বারের বাহিরে আমার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছে ; নীচের হল-ঘরে আরও ছয়জন সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন আছে। এ অবস্থায় তোমার পলায়নের আশা কোথায় ?"

মিঃ ব্লেকের মুখে ম্লান হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন জুজু বুড়ো তাঁহার নিষ্কৃতিলাভের সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছে। তিনি জুজু বুড়োকে বলিয়াছিলেন বটে সার জার্ভিস ষ্টেইনই যে জুজু বুড়ো, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে ; তিনি ঐরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন মাত্র। যদি তিনি উহা ঠিক বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে মুক্তিলাভের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া তিনি তাহার গৃহে প্রবেশ করিতেন ; কিন্তু উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাই তিনি করিয়া আসেন নাই।

এ অবস্থায় তিনি তাহাকে গুলী করিবেন কি না চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সুযোগে জুজু বুড়ো মেঝের উপর পায়ের ধাক্কা দিয়া নিজের চেয়ারখানি সবেগে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিল। সেই মুহূর্ত্তেই 'ঠং' করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং সেই কক্ষের কড়ি কাঠের তলা হইতে ক্ষুরধার গিলোটিনের খড়্গ ইস্পাতের পর্দ্দার মত মিঃ ব্লেকের মাথার উপর সবেগে নামিয়া আসিল! তাহার আঘাতে তাঁহার মস্তক মুহূর্ত্তে দ্বিখণ্ডিত হইত ; কিন্তু তিনি চক্ষুর নিমেষে সরিয়া বসিলেন। সেই ইস্পাতের পর্দ্দায় পিস্তলের গুলীও প্রতিহত হইত। সেই পর্দ্দার এক দিকে মিঃ ব্লেক ও অন্য দিকে জুজু বুড়ো নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া রহিল। মিঃ ব্লেকের হাতের পিস্তল তাঁহার হাতেই রহিয়া গেল ; গুলী করিবার সুযোগ নষ্ট হইল।

মিঃ ব্লেক হতাশ ভাবে সেই কক্ষে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটি পিস্তল থাকিলেও তিনি আত্মরক্ষায় অসমর্থ ; তিনি তখন সেই কক্ষে বন্দী!

জুজু বুড়ো দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী অনুচরদের লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "কয়েদী গোয়েন্দাটাকে জীবিত অবস্থায় বাঁধিয়া আনো। তবে যদি সে তোমাদের

কাহাকেও গুলী করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিবে; কিন্তু গুলী করিবার প্রয়োজন নাই। ছায়ানোজেনের (cyanogen) একটা চোঙ গুদাম হইতে লইয়া এসো; দরজার ছিদ্রপথে তাহা ঘরের ভিতর ছড়াইয়া দাও।" (Spray it through a hole in the door.)

ছায়ানোজেন! ইহা অপেক্ষা অধিক বিষাক্ত গ্যাস রসায়নবিৎগণের অজ্ঞাত। মিঃ ব্লেক এই গ্যাসে মৃত্যুর আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন! কি যন্ত্রণাদায়ক শোচনীয় মৃত্যু! তিনি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া দ্বারে ধাক্কার শব্দ শুনিতে লাগিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন জুজু বুড়োর অনুচরেরা অবিলম্বে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবে, তখন তিনি সেই কক্ষের এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুই হাতে দুই পিস্তল লইয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু তিনি জীবিত অবস্থায় সেই গৃহ ত্যাগের আশা ত্যাগ করিলেন!

অবশেষে জুজু বুড়োর একটা অনুচর দ্বার ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে পিস্তল ছিল; কিন্তু ব্লেক তাহাকে গুলী চালাইবার অবসর না দিয়াই তাহার পায়ে গুলী করিলেন। দস্যুটা আর্ত্তনাদ করিয়া সশব্দে পড়িয়া গেল।

তাহার পশ্চাৎ হইতে আর একজন দস্যু সক্রোধে চিৎকার করিয়া বলিল, "গোয়েন্দা বেটা স্নাইডারকে ঘা'ল করেছে! ভাই সকল, এসো, আমরা এক সঙ্গে ডজন-খানেক গুলী বৃষ্টি ক'রে ও বেটাকেও সাবাড় করি।"

সেই কক্ষে গুলী-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেওয়াল গুলীবিদ্ধ হওয়ায় তাহার পলস্তারা খসিয়া পড়িতে লাগিল; দেওয়ালের ছবিগুলি চূর্ণ হইল। মিঃ ব্লেক এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, দ্বারের বাহির হইতে গুলী বর্ষণ হওয়ায় তিনি আহত হইলেন না। মিঃ ব্লেক গুলী না চালাইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, "ক্রমাগত দুম্‌দাম্ শব্দে গুলী বর্ষণ হইতেছে; পার্ক লেনের কোন পুলিশ-প্রহরী কি তাহা শুনিতে পাইতেছে না? তাহারা এদিকে আসিতেছে না কেন?"

সহসা গুলী-বৃষ্টি বন্ধ হইল; মুহূর্ত্ত পরেই মিঃ ব্লেক জুজু বুড়োর অনুচর-

বর্গের আতঙ্কপূর্ণ চিৎকার শুনিতে পাইলেন। একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "পুলিশ এ বাড়ী ঘেরাও করেছে। ভাই সকল! শীঘ্র সরে পড়, নতুবা পায়ে বেড়ি পরতে হ'বে।"

তাহার কথা শুনিয়া জুজু বুড়োর অনুচরেরা সিঁড়ি দিয়া দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে নামিয়া পলাইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক অদূরে পুলিশের হুইশ্‌-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি জোড়া-পিস্তল হাতে লইয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন। তিনি সিঁড়িতে নামিতেই ছয় জন দস্যুকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদের মাথার উপর দিয়া দুইবার গুলী বর্ষণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "মাথার উপর হাত তুলিয়া, যে যেখানে আছ দাঁড়াইয়া থাক। যে এক পা নড়িবে, আমি তাহাকেই গুলী করিয়া খোঁড়া করিব।"

দস্যুরা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিবে কি না ভাবিতে লাগিল। সেই সময় একতালার ঘর হইতে জনস্রোত আসিয়া সিঁড়ি আচ্ছন্ন করিল। সকলের অগ্রে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, তাঁহার হাতে রাইফেল। তাঁহার পশ্চাতে ডান রোপার; সে দুই হাতে দুইটি পিস্তল উদ্যত করিয়া তাল গাছের মত মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আবির্ভূত হইল!

স্মিথ মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ডান রোপারের অনুসরণ করিতেছিল। মিঃ ব্লেককে দেখিয়া তাহার বিবর্ণ মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইল। সে তাঁহাকে বলিল, "কর্ত্তা, আমরা বাড়ীতে গিয়া দেখি আপনি সেখানে নাই! তখন অনুমান হইল আপনি এখানেই আসিয়াছেন। আমি অঙ্গীকার পালন করিয়াছি,—ডান রোপারকে খুঁজিয়া লইয়া আসিয়াছি; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের দৈববাণী বিফল করিয়াছি।"

যে ছয় জন দস্যু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলায়ন করিতেছিল তাহারা সকলেই ধরা পড়িল। কিন্তু অন্যান্য দস্যুদের সঙ্গে লইয়া জুজু বুড়ো গুপ্তপথে তাহার গ্যারেজে উপস্থিত হইয়াছিল। সে সদলে মোটর-লরীতে উঠিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল; পুলিশ তাহাদের সন্ধান পাইল না।

যে সকল দস্যু ধরা পড়িল তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সার জার্ভিস ষ্টেইনই যে জুজু বুড়ো, ইহা কিরূপে জানিতে পারিলে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঘটনাচক্রে আমার ঐরূপ সন্দেহ হইলেও রাত্রি বারটার পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই; কিন্তু তুমি এ সংবাদ কাহার নিকট পাইয়াছিলে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "স্মিথ ও ডান রোপার আমাকে এই সংবাদ দিয়াছিল। তাহাদের কথা আমি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; আমার সন্দেহ হইয়াছিল—তাহারা দু'জনেই ক্ষেপিয়া গিয়াছে! জুজু বুড়ো তাহাদিগকে অদ্ভুত কৌশলে কালো যেকের আড্ডার অদূরে নদীতীরবর্ত্তী ভূগর্ভস্থ একটা গুদামে নিক্ষেপ করিয়াছিল; তাহার আশা ছিল জোয়ারের জল গুদামে প্রবেশ করিলে তাহারা খাঁচার ইঁদুরের মত ডুবিয়া মরিবে! কিন্তু ডান রোপারের দেহে অসুরের মত বল; সে সেই গুদামের নদীর দিকের ফুকরের কাঠের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া একটা অব্যবহার্য্য ড্রেণের ভিতর প্রবেশ করে। নদীর সঙ্গে সেই ড্রেণের যোগ ছিল। তাহারা উভয়ে জলস্রোতে ভাসিয়া নদীতে পড়িলে, একখানি পুলিশ-লঞ্চের প্রহরীরা তাহাদিগকে নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া গিয়াছিল। পুলিশ-লঞ্চের তলায় সবেগে ধাক্কা লাগায় স্মিথের মাথা কাটিয়া রক্তপাত হয়। তাহাকে যখন পুলিশ-লঞ্চে তুলিয়া লওয়া হয় তখন তাহার চেতনা ছিল না। তাহার মাথার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া আধ ঘণ্টা শুশ্রূষার পর তাহার চেতনা-সঞ্চার হয়। চেতনা লাভ করিয়া সে বলিল, জুজু বুড়োকে সে দেখিয়াছে; জুজু বুড়ো ও সার জার্ভিস ষ্টেইন অভিন্ন ব্যক্তি এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ! এই সার জার্ভিস ষ্টেইনই মাকড়সাকে সরকার-পক্ষ হইতে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছিল, অথচ সে স্বয়ং দস্যুদলপতি জুজু বুড়ো!

"স্মিথের কথা শুনিয়া প্রথমে আমার সন্দেহ হইয়াছিল—মাথায় আঘাত পাওয়ায় তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে, এই জন্য সে পাগলের মত অসংলগ্ন কথা বলিতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন. "তোমার ঐরূপ ধারণা হওয়া অসঙ্গত নহে। তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না ইহার প্রমাণ না লইয়া তুমি সার জার্ভিসের মত উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাস করিবার জন্য পরোয়ানা মঞ্জুর করাইবার চেষ্টা কর নাই ?"

কুট্‌স বলিলেন, "না, আমি তত নির্ব্বোধ নহি। আমি তল্লাসী পরোয়ানা না লইয়াই এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি। আমার সঙ্গে পুলিশ প্রহরীও অধিক ছিল না। আমাকে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই ডান রোপারের অনুচর। যদি বুঝিতাম তাহারা ভুল করিয়া সার জার্ভিসের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে, তাহা হইলে আমি ডান রোপারকে সদলে জেলে পুরিতাম।"

ডান রোপার বলিল, "হাঁ, আপনি সে কায করিতেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই ; পুলিশ কি চিজ্‌ তাহা আমার জানা আছে। আমরা বেকার ষ্ট্রীটে গিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাই নাই বলিয়াই আপনি স্মিথের কথায় নির্ভর করিয়া এখানে আসিতে সম্মত হইয়াছিলেন।"

ডান রোপার মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মাকড়সা নিহত হইয়াছে বটে, কিন্তু জুজু বুড়ো এই দস্যুদলের দলপতি থাকিতে তাহার অত্যাচারের নিবৃত্তি হইবে না ; আমাদের দলের সঙ্গে তাহার দলের বিরোধও থামিবে না। জুজু বুড়োকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার অনুচরদের ছত্রভঙ্গ করিতে হইবে। যত দিন তাহা না পারিতেছি তত দিন আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না ; কিন্তু জুজু বুড়ো সদলে পলায়ন করিয়াছে ; তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা পুলিশের অসাধ্য।"

জুজু বুড়ো ওরফে সার জার্ভিস ষ্টেইনের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইলে মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাড়ী ফিরিলেন। সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সার জার্ভিস্‌ ষ্টেইনের মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে ; এখন তাহার আত্মহত্যা করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করাই উচিত। এত বড় বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, দায়রা আদালতে দস্যুদলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সে কত

দস্যুকে জেলে পুরিয়াছে, কত নরহন্তাকে ফাঁসিতে লটকাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে ; সে স্বয়ং দস্যুদলের অধিনায়ক ? সে গোপনে নিয়ত শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের সম্মান পদদলিত করিয়া আসিয়াছে ! মানুষ এতদূর কপট, এরক ভণ্ড হইতে পারে—ইহা আমার ধারণার অতীত ! অর্থ, যশ, সামাজিক সম্মান, রাজদ্বারে প্রতিপত্তি—তাহার ত কিছুরই অভাব ছিল না ; তবে সে কি কারণে এরূপ ভীষণ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দস্যু রাজ্যের লাটগিরি করিবার লোভ সংবরণ করা তাহার অসাধ্য ; কিন্তু এক দিন তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। সে সদলে পুনর্ব্বার অত্যাচার আরম্ভ করিবে, তখন তাহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইবে। আমি সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।”

সমাপ্ত

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
Lib Gen
BK Collec. of
Late R.P. Gupta
through purchase
Rs. 75/-

রহস্য-লহরীর ১৬১ নং উপন্যাস

বোম্বেটে পল্টন

...ছে ;
নারী বোম্বেটে মিস্ নাতালীর সহিত তা... চিরশত্রু বোম্বেটে-পল্টনের ভীষণ জলযুদ্ধের লোমাঞ্চকর কাহিনী

(এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল)

chakraborty
& sen

(OR)